চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক

অধ্যায়ের গুরবত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংৰেপে জেনে রাখি

- **আখলাকে হামিদাহ :** আখলাক অর্থ চরিত্র, স্বভাব। আর হামিদাহ অর্থ প্রশংসনীয়। সুতরাং আখলাকে হামিদাহ অর্থ প্রশংসনীয় চরিত্র, সচ্চরিত্র। ইসলামি পরিভাষায়, যেসব স্বভাব বা চরিত্র সমাজে প্রশংসনীয় ও সমাদৃত, আলৱাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (স)–এর নিকট প্রিয় সেসব স্বভাব বা চরিত্রকে আখলাকে হামিদাহ বলা হয়।
- **তাকওয়া :** তাকওয়া শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, ভয় করা, নিজেকে রৰা করা। ব্যবহারিক অর্থে পরহেজগারি, খোদাভীতি, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বোঝায়। ইসলামি পরিভাষায়, আলৱাহ তায়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়।
- **ওয়াদা পালন :** ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনোরূ প প্রতিশ্রবতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রৰা করাকে ওয়াদা পালন বলে।
- **সত্যবাদিতা :** সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ আস–সিদ্‌ক। সাধারণভাবে সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলা হয়। অন্যকথায়, বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় প্রকাশ করাকে সিদ্‌ক বলা হয়। যে ব্যক্তি সত্যবাদী তাকে বলা সাদিক। আর মহাসত্যবাদীকে সিদ্দিক বলে।
- **শালীনতা :** শালীনতা অর্থ মার্জিত, সুন্দর ও শোভন হওয়া। কথা–বার্তা, আচার–আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকে শালীনতা বলা হয়। গর্ব–অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য ও অশরীলতা ত্যাগ করে জীবনাচরণের সকল ৰেত্রে ইসলামি নীতি–আদর্শের অনুসারী হওয়ার দ্বারা শালীনতা অর্জন করা যায়।
- **আমানত :** আমানত আরবি শব্দ। এর অর্থ গচ্ছিত রাখা, নিরাপদ রাখা। সাধারণত কারও নিকট কোনো অর্থ–সম্পদ, কথা গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। তবে ব্যাপকার্থে শুধু ধন–সম্পদ নয় বরং যেকোনো জিনিস গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। একজনের জান, মাল, সম্মান, কথা–প্রতিজ্ঞা সবকিছুই অন্যের নিকট আমানত স্বরূ প।
- **মানবসেবা :** মানবসেবা বলতে মানুষের সেবা করা, পরিচর্যা করা, যত্ন নেওয়া, সাহায্য–সহযোগিতা করা ইত্যাদি বোঝায়। জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করা মানবসেবার আওতাভুক্ত।
- **ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি :** ভ্রাতৃত্ববোধ হলো ভ্রাতৃত্বসুলভ অনুভূতি প্রকাশ। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে ভাইয়ের ন্যায় মনে করা, ভ্রাতৃত্বসুলভ আচার–আচরণ করা। সহোদর ভাইয়ের সাথে আমরা ভালো ব্যবহার করি, সবসময় তাদের কল্যাণ কামনা করি, তাদের জন্য নিজেদের নানা স্বার্থ ত্যাগ করি, তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসি। তেমনিভাবে দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতি এরূ প মনোভাব পোষণ ও নিজ কর্মের মাধ্যমে এর প্রমাণ উপস্থাপনই হলো ভ্রাতৃত্ববোধ।
- **নারীর প্রতি সম্মানবোধ :** নারীর প্রতি সম্মানবোধ আখলাকে হামিদাহ–র অন্যতম। এটি একটি মহৎগুণ। নারীর প্রতি সম্মানবোধ ব্যাপক অর্থবোধক। সাধারণ অর্থে এটি নারীকে সম্মান প্রদর্শনের অনুভূতি বা মনোভাবকে বুঝিয়ে থাকে। আর ব্যাপকার্থে নারীর প্রতি সম্মানবোধ হলো নারী জাতির প্রতি সম্মানজনক মনোভাব।
- **স্বদেশপ্রেম :** স্বদেশ হলো নিজ দেশ বা নিজ মাতৃভূমি। যে দেশে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, যে স্থানের আলো–বাতাসে প্রতিপালিত হয় এবং বড় হয়ে উঠে সে স্থানকেই তার স্বদেশ বলা হয়। স্বদেশের প্রতি মায়া–মমতা, আকর্ষণই হলো স্বদেশপ্রেম।
- **কর্তব্যপরায়ণতা :** আখলাকে হামিদাহ এর অন্যতম হলো কর্তব্যপরায়ণতা। মানুষ হিসেবে আমাদের ওপর নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকা, সময়মতো সুন্দর ও সুচারবভাবে এগুলো পালন করা এবং এ ৰেত্রে কোনোরূ প অবহেলা বা উদাসীনতা প্রদর্শন না করাকেই কর্তব্যপরায়ণতা বলা হয়।
- **পরিচ্ছন্নতা :** পরিষ্কার, সুন্দর ও পরিপাটি অবস্থাকে পরিচ্ছন্নতা বলে। শরীর, মন ও অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তু সুন্দর ও পবিত্র রাখা, ময়লা– আবর্জনা ও বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্ত রাখাকে পরিচ্ছন্নতা বলা হয়। দুর্নীতিমুক্ত, ভেজালমুক্ত ও ঝামেলামুক্ত অবস্থাও পরিচ্ছন্নতার অন্যতম রূ প।
- **মিতব্যয়িতা :** মিতব্যয়িতা আখলাকে হামিদাহ–র অন্যতম দিক। মিতব্যয়িতা হলো প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করা, পরিমিতিবোধ, কথা–বার্তা, কাজ–কর্মে যথার্থতা, মাল–সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ইত্যাদি। সাধারণত ধন–সম্পদের যথাযথ ও প্রয়োজন মাফিক ব্যবহারকে মিতব্যয়িতা বলা হয়।
- **আত্মশুদ্ধি :** আত্মশুদ্ধি অর্থ হলো নিজের সংশোধন, নিজেকে খাঁটি করা, পরিশুদ্ধ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। আলৱাহ তায়ালার স্মরণ, আনুগত্য ও ইবাদত ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছু থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখাকেও আত্মশুদ্ধি বলা হয়।
- **আখলাকে যামিমাহ :** আখলাকে যামিমাহ অর্থ নিন্দনীয় স্বভাব। মানুষের সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ভালো নয়। বরং মানব চরিত্রে এমন কিছু দিক রয়েছে যা অপছন্দনীয় ও নিন্দীয়। মানব চরিত্রের এসব নিন্দনীয় স্বভাবগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বলা হয়।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **আমানতের খিয়ানত করা কার চিহ্ন?**
ক ফাসিকের খ কাফিরের ● মুনাফিকের ঘ মিথ্যাবাদীর

২. **'যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়' – বাণীটি কার?**
● মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)–এর খ হযরত আবু বকর (রা)–এর
গ হযরত উমর (রা)–এর ঘ হযরত আলি (রা)–এর

৩. **স্বদেশপ্রেম প্রকাশ করতে হয়–**
i. নিজের কাজ দ্বারা ii. মুখের কথা দ্বারা
iii. সেবা দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ iii ● i ও iii ঘ ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
রফিক সাহেব ও শফিক সাহেব একই অফিসে চাকরি করেন। রফিক সাহেব প্রায়ই শফিক সাহেবের আত্মসম্মানে আঘাত করে কথা বলেন।

৪. **রফিক সাহেবের আচরণে কিসের অভাব পরিলৰিত হয়?**
● ভ্রাতৃত্ববোধের খ সম্প্রীতির
গ সম্মানবোধের ঘ আমানতের

৫. **রফিক সাহেবের আচরণের ফলে–**
i. পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হবে
ii. অফিসের কাজের পরিবেশ নষ্ট হবে
iii. মনোমালিন্য লেগে থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ● i, ii ও iii

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ কর্মবিমুখতা ও ঘুষ

জনাব 'ক' সরকারি চাকরি করেন। তিনি তার কর্মস্থলে জনসাধারণের কাজ করে দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে খুব আয়েশি জীবনযাপন করেন। তার ছেলে জনাব 'খ' বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে কর্মহীন জীবনযাপন করছেন। কেউ তাকে চাকরি খোঁজা বা কোনো কর্মে নিযুক্ত হওয়ার কথা বললে তিনি বলেন, কাজ করতে আমার ভালো লাগে না।

ক. আখলাকে হামিদাহ অর্থ কী?
খ. দুশ্চরিত্র ও রূ ঢ় স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না কেন?
গ. জনাব 'খ' এর কাজটি ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "জনাব 'ক' এর কাজের পরিণতি ভয়াবহ"–মতামত দাও।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখলাকে হামিদাহ অর্থ প্রশংসনীয় চরিত্র, সচ্চরিত্র।

খ দুশ্চরিত্র ও রূ ঢ় স্বভাবের মানুষ পশুর চেয়েও অধম। তার মধ্যে নীতি–নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিন্দুমাত্রও পাওয়া যায় না। নিজ স্বার্থ রৰার জন্য মানবিক আদর্শসমূহকে বিসর্জন দিয়ে সে অন্যায়, অত্যাচার ও অশালীন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে শান্তি, নিরাপত্তা, সামাজিক ঐক্য, সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় এবং সমাজে অরাজকতা ও অশান্তি বিরাজ করে। এজন্যই মহানবি (স) বলেছেন, দুশ্চরিত্র ও রূ ঢ় স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

গ জনাব 'খ' এর কাজটি কর্মবিমুখতার শামিল। আমরা জানি, কর্মবিমুখতা বলতে কাজ না করার ইচ্ছাকে বোঝায়। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজ না করে অলস বা বেকার বসে থাকাকে কর্মবিমুখতা বলা হয়। যেমনটি আমরা দেখি উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব 'খ'–এর চরিত্রে। জনাব 'খ' বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে কর্মহীন জীবনযাপন করছেন। কেউ তাকে চাকরি খোঁজা বা কোনো কর্মে নিযুক্ত হওয়ার কথা বললে তিনি বলেন, কাজ করতে আমার ভালো লাগে না। তাই বলা যায়, জনাব 'খ' একজন কর্মবিমুখ মানুষ। বস্তুত কর্মবিমুখতা মানবজীবনে অভিশাপস্বরূ প। এটি মানুষের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি করে। এতে মানুষ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। মানুষের কর্মস্পৃহা, কর্মৰমতা লোপ পায়। এজন্যই বলা হয় 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'। কর্মবিমুখতার ফলে মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে। অনেক সময় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কর্মবিমুখতার এতসব কুফল থাকার কারণে ইসলামে এর কোনো স্থান নেই। মহানবি (স) বলেছেন– হালাল উপায়ে জীবিকা অন্বেষণ করা ফরজের পর আরও একটি ফরজ কাজ। পরিশেষে বলা যায়, জনাব 'খ'–এর কর্মবিমুখতা ইসলাম সমর্থন করে না। সুতরাং তাকে সামর্থ্যানুযায়ী কাজ করতে হবে।

ঘ জনাব 'ক' এর কাজটিকে ইসলামে ঘুষ বলা হয়, যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। উদ্দীপকের জনাব 'ক'–এর জন্য সরকার কর্তৃক বেতন নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও কাজ করে দিয়ে তিনি অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেন, যা ইসলামে ঘুষের নামান্তর। আর এ কাজের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। ইসলামে ঘুষকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। ঘুষখোরদের পরিণতি প্রসঙ্গে রাসুলুলৱাহ (স) বলেন–

اَلرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ

অর্থ : ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়ই জাহান্নামি। (তাবারানি)

অন্য হাদিসে মহানবি (স) বলেছেন, "ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ের ওপরই আলৱাহর অভিশাপ।" ঘুষখোরদের অভিনব শাস্তির বিষয় বুখারি ও মুসলিম শরিফের একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। মহানবি (স) বলেছেন, 'আলৱাহর শপথ! তোমাদের কোনো ব্যক্তি অনধিকারে বা অবৈধভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করলে কিয়ামতের দিন সে তা বহন করতে করতে আলৱাহর সামনে হাজির হবে।' প্রকৃতপৰে ঘুষ মানব সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি ডেকে আনে। এটি এক ধরনের জুলুম। তাই সমাজকে সুস্থ, সুন্দর ও কল্যাণময় করার জন্য শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা মেনে ঘুষ প্রদান ও গ্রহণ থেকে বিরত থাকা আমাদের সবার কর্তব্য।

প্রশ্ন– ২ গিবত ও প্রতারণা

জনাব 'ক' তার বন্ধুদের সাথে গল্প করছিল। এর মধ্যে 'খ' বলল, জনাব 'ঘ'–কে তো দেখছি না। তৎৰণাৎ জনাব 'গ' বলল, আরে ওতো দুশ্চরিত্রের লোক। তাদেরই আরেকজন বলল, ওতো ৫০ কেজি চালের মূল্য নিয়ে আমাকে ৪৫ কেজি চাল দিয়েছে।

ক. আখলাকে 'যামিমাহ' অর্থ কী?
খ. ঘুষ গ্রহণকারীর সাথে ঘুষদাতা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে কেন?
গ. জনাব 'গ' এর কাজটি কীরূ প? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জনাব 'ঘ' তার কাজের জন্য অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে– মূল্যায়ন কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখলাকে যামিমাহ অর্থ নিন্দনীয় স্বভাব, মন্দ চরিত্র বা দুশ্চরিত্র।

খ ঘুষ গ্রহণকারীর সাথে ঘুষদাতাও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কারণ উভয়ই ইসলামি শরিয়তের বিধান অমান্য করে। ইসলামে ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান উভয়ই হারাম বা অবৈধ। মহানবি (স) বলেছেন, 'ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়ই জাহান্নামি।' বাস্তব ৰেত্রে ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই তাদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অন্যায় ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। তাই উভয়কেই শাস্তি পেতে হবে।

গ জনাব 'গ' এর কাজটি গিবত হয়েছে। কেননা জনাব 'ঘ' এর অনুপস্থিতিতে জনাব 'গ' তার সমালোচনা করেছে যা গিবতের শামিল। কারো অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে। একদা সাহাবিদের উদ্দেশ্যে মহানবি (স) বললেন, তোমরা কি জান গিবত কী? সাহাবিগণ বললেন, আলৱাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। রাসুল (স) বললেন, গিবত হলো তুমি তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে এমন আলোচনা করবে যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়। অতঃপর মহানবি (স) কে বলা হলো, আমি যা বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেৰেত্রেও কি তা গিবত হবে? উত্তরে রাসুলুলৱাহ (স) বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তবে তা গিবত হবে। আর যদি তা তার মধ্যে না পাওয়া যায় তবে তা হবে অপবাদ।' ইসলামের দৃষ্টিতে গিবত বা পরনিন্দা করা অবৈধ এবং অপছন্দনীয় কাজ। আলৱাহ বলেছেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

অর্থ: "আর তোমরা একে অন্যের গিবত কর না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে ভালোবাসবে? বস্তুত তোমরা নিজেরাই তা অপছন্দ করে থাক।" (সূরা আল–হুজুরাত, আয়াত : ১২)

সুতরাং বলা যায় যে, জনাব 'গ' জনাব 'ঘ' এর অগোচরে গিবত করে মহা অন্যায়ের কাজ করেছেন, যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

ঘ জনাব 'ঘ' তার কাজের জন্য অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবেন। কারণ তিনি প্রতারণা করেছেন। প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়। প্রতারণা নানাভাবে হতে পারে। ওজনে কম দেওয়া প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। তাই উদ্দীপকের জনাব 'ঘ' এর কাজ প্রতারণার শামিল। কারণ তিনি ৫০ কেজি চালের মূল্য নিয়ে ক্রেতাকে ৪৫ কেজি চাল দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি ক্রেতাকে ৫ কেজি চাল কম দিয়েছেন। এভাবে ওজনে কম দিয়ে ক্রেতাকে ঠকানোর মাধ্যমে জনাব 'ঘ' যে প্রতারণা করেছেন সেজন্য তার শাস্তি অবধারিত। দুনিয়াতে প্রতারণাকারী ঘৃণিত, লজ্জিত ও অপদস্থ হয়। আর আখিরাতে তার জন্য রয়েছে দুর্ভোগ ও ধ্বংস। আলৱাহ তায়ালা বলেন, "ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তারা মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।" বস্তুত প্রতারণা মিথ্যাচারের একটি বিশেষ রূ প। এর মাধ্যমে অন্যকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো হয়। এটি অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ এবং সমাজদ্রোহী অপরাধ। এর দ্বারা পরস্পরের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়। সমাজে শত্রুতার জন্ম হয়। আর এ কারণে ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া সম্পূর্ণরূ পে হারাম। সুতরাং বলা যায়, জনাব 'ঘ' প্রতারণা করার কারণে তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ 'তাযকিয়াতুন নাফস' কাকে বলে?

উত্তর : 'তাযকিয়াতুন নাফস' একটি আরবি পরিভাষা। এর অর্থ আত্মশুদ্ধি, নিজের সংশোধন, নিজকে খাঁটি করা, পরিশুদ্ধ করা, পাপমুক্ত করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখাকে তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সংৰেপে সুদের অপকারিতা বর্ণনা কর।

উত্তর : সুদ অত্যন্ত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধ। এর কুফল ও অপকারিতা অত্যন্ত ভয়াবহ। সুদ মানবসমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। ধনী আরও ধনী হয়; গরিব আরও গরিব হয়। ফলে সমাজের মধ্যে শ্রেণিভেদ গড়ে ওঠে। পারস্পরিক মায়া–মমতা, ভালোবাসা ও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুদের কারণে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। লোকেরা বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। বরং সম্পদ অনুৎপাদনশীলভাবে সুদি কারবারে লাগায়। ফলে দেশের বিনিয়োগ কমে যায়, জাতীয় উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ গিবতের স্বরূ প বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে। আমরা অনেক সময় অলস বসে থাকি। হাতে কোনো কাজ থাকে না। বন্ধু–বান্ধব মিলে গল্প করি। এ সময় কথায় কথায় অন্যের সমালোচনা করি। সহপাঠী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের দোষ খুঁজে বেড়াই। তাদের নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূ প করি। বস্তুত এসবই গিবত। যেমন– লেখনীর মাধ্যমে, ইশারা–ইঙ্গিতে বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কারও সমালোচনা করা। কারও কোনো অভ্যাস নিয়ে চিত্র, লেখা বা কার্টুনের মাধ্যমেও গিবত করা যায়। কারও কোনো দোষ আলোচনা করা গিবতের সবচেয়ে পরিচিত রূ প।

■ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ হিংসা কাকে বলে? হিংসার কুফল বর্ণনা কর।

উত্তর : হিংসা আখলাকে যামিমাহর অন্যতম নিকৃষ্টতম দিক। হিংসা–বিদ্বেষ মানে অন্যের প্রতি বিরূ প মনোভাব পোষণ করা, নিজেকে বড় মনে করা, অন্যকে ঘৃণা করা, শত্রুতাবশত অন্যের ৰতি কামনা করা, অন্যের উন্নতি, সুখ সহ্য করতে না পারা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় অন্যের সুখ–সম্পদ, শান্তি–সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে তার ধ্বংস কামনা করা এবং নিজে এর মালিক হওয়ার কামনাকে হিংসা বলা হয়। আরবি ভাষায় হিংসার প্রতিশব্দ হলো হাসাদ।

হিংসার কুফল : হিংসার কুফল অত্যন্ত মারাত্মক থাকায় এটা ইসলামি শরিয়তে সম্পূর্ণরূ পে নিষিদ্ধ। নিচে হিংসার কুফল বর্ণনা করা হলো :

ক. চরিত্রকে ধ্বংস করে : হিংসা–বিদ্বেষ মানব চরিত্রের অত্যন্ত নিন্দনীয় অভ্যাস। এটি মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়।

খ. সামাজিক শান্তি–শৃঙ্খলা নষ্ট করে : মানুষ শান্তি–শৃঙ্খলার সাথে সামাজিকভাবে বসবাস করতে চায়। আর সামাজিক শান্তির জন্য প্রয়োজন সাম্য, মৈত্রী, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। কিন্তু হিংসা এসব সৎগুণ ধ্বংস করে দেয়।

গ. জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয় : হিংসা–বিদ্বেষ জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও উন্নতির পথে অন্তরায়। এর ফলে জাতির মধ্যে বিভেদ– বৈষম্য দেখা দেয়। শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। ।

ঘ. নেক আমল ধ্বংস করে : হিংসা মানুষের সকল নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। মহানবি (স) বলেছেন, 'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে (পুড়িয়ে দেয়), হিংসাও তেমনি মানুষের সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে (নষ্ট করে দেয়)।'

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **মিজান খোদাভীরৰ হতে চায়। সেজন্য সর্বাগ্রে তাকে চর্চা করতে হবে–** [স. বো. '১৬]
ক সত্যবাদিতার ● তাকওয়ার গ মানবসেবার ঘ শালীনতার

২. **"সুন্দর চরিত্রই পুণ্য"–কে বলেছেন?** [স. বো. '১৬]
ক আলৱাহ তা'লা খ আরবি প্রবাদ ● মহানবি (স) ঘ মুসলিম মনীষী

৩. **আত্মশুদ্ধির আরবি প্রতিশব্দ হলো–** [স. বো. '১৬]
ক তাসমিয়াহ খ তাযরিয়াহ গ তালবিয়াহ ● তাযকিয়াহ

৪. **'আদর্শ'কে আরবিতে কী বলে?** [স. বো. '১৬]
ক إِمَانَةٌ (আমানত) খ نَظَافَةٌ (নাজাফাত)
গ فِتْنَةٌ (ফিতনা) ● أُسْوَةٌ (উছওয়া)

৫. **"নিশ্চয়ই আপনি (নবি স) সুমহান চরিত্রের ধারক।"– আয়াতখানা কোন সূরা থেকে নেওয়া হয়েছে?** [স. বো. '১৫]
ক আত্ তাওবাহ ● আল কলম গ আল–বুরবজ ঘ আল–কাদর

৬. **'নাহি আনিল মুনকার' প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনগুলোর প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক?** [স. বো. '১৫]
ক সম্মান, ৰমতা ও ৰমা খ অর্থ, খ্যাতি ও উদারতা
● হাত, মুখ ও অন্তর ঘ আকিদা, ইলম ও ফযিলত

৭. **'হিংসা শব্দের আরবি প্রতিশব্দ কোনটি?** [স. বো. '১৫]
ক اَلْفِتْنَةُ (আল–ফিতনাতু) খ اَلْغَشُّ (আল–গাসসু)
● اَلْحَسَدُ (আল হাসাদু) ঘ اَلرِّبٰوا (আর–রিবা)

৮. **জীবিকা অর্জন না করে বসে থাকা ইসলামের কোন বিধানের লঙ্ঘন?** [স. বো. '১৫]
● ফরজ খ ওয়াজিব গ সুন্নত ঘ নফল

৯. **হযরত দাউদ (আ) পেশায় কী ছিলেন?** [স. বো. '১৫]
● কামার খ কৃষক গ রাখাল ঘ মিস্ত্রী

১০. **জান্নাতবাসীদের চিহ্ন কী?** [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
● সত্য কথা বলা খ শালীনতা রৰা করা
গ ওয়াদা পালন করা ঘ ইলম চর্চা করা

১১. اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ **'আল বিররব হুসনুল খুলুক' অর্থ কোনটি?** [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
ক ব্যবহারই পুণ্য খ ওয়াদা হলো ঋণ
গ সুন্দর চরিত্র অতুলনীয় ● সুন্দর ব্যবহারই পুণ্য

১২. **আরবরা জাহিলি যুগেই বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিল কী কারণে?** [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
ক সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের কারণে ● কবিতা রচনার কারণে
গ বাগ্মিতার কারণে ঘ দায়িত্বশীলতার কারণে

১৩. **আখলাক কোন শব্দের বহুবচন?** [গভ. ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক খালাকুন খ খালিকুন ● খুলুকুন ঘ খালকুন

১৪. **মানবীয় মৌলিক গুণ ও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কোনটি?** [খুলনা জিলা স্কুল]
ক ইবাদত খ আনুগত্য
● আখলাকে হামিদাহ ঘ হাসানাহ

১৫. **'সুদ' শব্দটির আরবি প্রতিশব্দ কী?** [খুলনা জিলা স্কুল]
● রিবা খ হাসাদ গ ফিতনা ঘ গিবত

১৬. **তাকওয়া শব্দের ব্যবহারিক অর্থ কী?** [খুলনা জিলা স্কুল]
● আত্মশুদ্ধি খ বিরত থাকা
গ ভয় করা ঘ নিজেকে রৰা করা

১৭. **অন্তর পরিষ্কারের যন্ত্র কী?** [বরিশাল জিলা স্কুল]
ক তাওবা ● যিকির গ তিলাওয়াত ঘ নামায

১৮. **"আমাকে শিৰক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।"– এটা কার বাণী?** [বরিশাল জিলা স্কুল]
ক আলৱাহর ● মহানবি (স)
গ হযরত আবু বকর (রা) ঘ হযরত আলি (রা)

১৯. **উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন–** [পাবনা জিলা স্কুল]
ক হযরত ইবরাহিম (আ) খ হযরত নূহ (আ)
গ হযরত মুহাম্মদ (স) ● সকল নবি–রাসুলগণ

২০. **আখলাকে হামিদাহ কী অনুসারে পরিশুদ্ধ হতে পারে?** [বগুড়া জিলা স্কুল]
ক ইবাদত খ সমাজ চরিত্র ● শরিয়ত ঘ মারেফাত

২১. **প্রকৃতপৰে যা নয় তা প্রকাশ বা প্রমাণ করাকে কী বলে?** [বগুড়া জিলা স্কুল]
ক সততা খ অবাস্তব গ শঠতা ● মিথ্যা

২২. **'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।' এটা কোন সূরার অংশ।** [নওগাঁ জিলা স্কুল]
● সূরা আত–তাওবা খ সূরা আল–হুজরাত
গ সূরা মায়িদা ঘ সূরা আন–নাবা

২৩. **মানবচরিত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বভাব কোনটি?** [নওগাঁ জিলা স্কুল]
ক সত্যবাদিতা খ আমানতদারী
গ সঠিক ওজন প্রদান ● তাকওয়া

২৪. **আমানতের খিয়ানত করা কার চিহ্ন?** [সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]
ক ফাসিক খ কাফির ● মুনাফিক ঘ মিথ্যাবাদী

২৫. **ইসলামি শরিয়তে গীবত করা কোন ধরনের অপরাধ?** [সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]
ক হালাল খ বৈধ ● হারাম ঘ জায়েয

২৬. **রাসুল (স) একজন অধীনস্ত কর্মচারীকে দৈনিক কতবার ৰমার কথা বলেছেন?** [দাউদ পাবলিক স্কুল, যশোর, সেনানিবাস]
ক ৩০ খ ৫০ ● ৭০ ঘ ১০০

২৭. **'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের ধারক'– কাকে বলা হয়েছে?** [ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক হযরত আদম (আ) কে খ হযরত নূহ (আ) কে
● হযরত মুহাম্মদ (স) কে ঘ হযরত মূসা (আ) কে

২৮. **হিংসার আরবি প্রতিশব্দ কোনটি?** [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ফাসাদ ● হাসাদ গ ফিৎনা ঘ হাদিয়া

২৯. **হাদিসের ভাষ্যমতে মানুষকে আল্লাহর সবচেয়ে মূল্যবান দান কোনটি?** [পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]
ক অর্থ খ সৌন্দর্য গ সুস্থতা ● সুন্দর চরিত্র

৩০. **তাকে (শ্রমিককে) তার সাধ্য ও সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ দেওয়া যাবে না– কোন হাদিসের বাণী?** [পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]
ক বুখারি ● মুসলিম গ তিরমিজি ঘ আবু দাউদ

৩১. **'সৎ কাজের আদেশ'–এর আরবি প্রতিশব্দ কী?** [পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]
ক আমর বিল এবাদত খ নাহি আনিল মুনকার
● আমর বিল মারুফ ঘ আমর বিল হক

৩২. **হাদিসে 'নাহি আনিল মুনকারের' কয়টি স্তর বর্ণনা করা হয়েছে?** [পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]
ক ৫টি খ ২টি গ ৭টি ● ৩টি

৩৩. **ব্যবসায়ী লিটন সর্বদা সরিষার তেলের সাথে সয়াবিন তেল বিক্রি করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তার এ কাজটি হবে–** [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]
ক মুজতদারি খ মুনাফাখোরি ● প্রতারণা ঘ কালোবাজারি

৩৪. **আমানত বলতে বোঝায়?** [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]
● সম্পদ নিরাপদে গচ্ছিত রাখা ⓚ অন্যকে ধার দেওয়া
ⓖ ত্রুটিপূর্ণভাবে ফিরিয়ে দেওয়া ⓘ নিজে ব্যবহার করে ফিরিয়ে দেওয়া

৩৫. **'হুব্বুল ওয়াতন' অর্থ কী?** [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]
ⓚ প্রকৃতি প্রেম ● স্বদেশ প্রেম ⓖ পরিচ্ছন্নতা ⓘ মানবপ্রেম

৩৬. **মানুষের চরম শত্রুব কারা?** [বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]
ⓚ আত্মীয়স্বজনরা ⓚ প্রতিবেশীরা
ⓖ সহপাঠীরা ● ইবলিস ও কুপ্রবৃত্তি

৩৭. **কীসের দ্বারা অন্তরের মরিচা পরিষ্কার করা যায়?**
[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]
ⓚ সালাত ⓚ সাওম ● আলরাহর যিকির ⓘ হজ

৩৮. **সুদকে হালাল মনে করে গ্রহণ করলে কী হবে?** [সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ কবীরা গুনাহ ⓚ শিরক ● কুফর ⓘ জঘন্য গুনাহ

৩৯. **কীসের সন্তুষ্টিতে সার্বিক কল্যাণ?** [ক্যান্টেনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ⓚ ব্যবসায় ⓚ মানব কল্যাণ
ⓖ ইবাদত ● পিতামাতার সন্তুষ্টিতে

৪০. **গীবত কিসের চেয়ে জঘন্য?** [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হেলেনাবাদ, রাজশাহী]
ⓚ হারামের ● ব্যভিচারের ⓖ হিংসার ⓘ মিথ্যার

৪১. **ফিতনা অর্থ কী?** [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হেলেনাবাদ, রাজশাহী]
ⓚ শৃঙ্খল ⓚ গুম ⓖ সন্ত্রাস ● অরাজকতা

৪২. **শালীনতা রক্ষা করে চলাফেরা করা কী?**
[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
সামাজিক নিয়ম ● ফরজ ⓖ ওয়াজিব ⓘ বংশের ঐতিহ্য

৪৩. **তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত। এ বাণীটি কোন সূরার অংশ?** [নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
ⓚ আল হুজুরাত ● আল হাজ্জ ⓖ আল কামার ⓘ আস্ শামস

৪৪. **অধিকারের দিক দিয়ে প্রতিবেশী কত প্রকার?** [ব্লু–বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
● তিন ⓚ চার ⓖ পাঁচ ⓘ ছয়

৪৫. **আম বিক্রেতা রাসেল প্রায়ই ওজনে কম দেয়। রাসেলের এ আচরণে প্রকাশ পেয়েছে–** [ব্লু–বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
ⓚ মুনাফিকী ⓚ কুফরি ● প্রতারণা ⓘ চতুরতা

৪৬. **প্রতারণা ত্যাগ করতে হবে। কারণ এটি–** [ব্লু–বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
ⓚ সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ● অল্প পরিশ্রমে অধিক উপার্জনের উপায়
ⓖ বেশি লাভবান হওয়ার সূক্ষ্ম কৌশল ⓘ অধিক মুনাফা অর্জনের সহজ চেষ্টা

৪৭. **'ন্যায় বিচার' –এর আরবি প্রতিশব্দ কোনটি?** [ব্লু–বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
ⓚ আখলাক ⓚ আমানত ● আদল ⓘ তাকওয়া

৪৮. **কী গঠনে তাকওয়া দুর্গস্বরূপ?** [চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ দেহ ⓚ দল ● চরিত্র ⓘ দল

৪৯. **"ফিতনা–ফাসাদ হত্যার চেয়েও জঘন্য"–কোন সূরার আয়াত?**
[চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
● সূরা আল–বাকারা ⓚ সূরা আন–নুর
ⓖ সূরা আল–হাশর ⓘ সূরা আল– মায়িদাহ

৫০. **সত্য পরিচালিত করে–**
ⓚ জান্নাতের পথে ⓚ ন্যায়ের পথে
● পুণ্যের পথে ⓘ সঠিক পথে

৫১. **ইসলামে কর্মবিমুখতার কোনো সুযোগ নেই। এখানে কোনটি উৎসাহিত করা হয়েছে?** [নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ⓚ যে কোনো উপার্জন ● যে কোনো বৈধ উপার্জন
ⓖ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন ⓘ চাকরির মাধ্যমে উপার্জন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫২. **যারা দেশকে ভালোবাসে না তারা–** [স. বো. '১৬]
i. দেশদ্রোহী ii. অকৃতজ্ঞ
iii. অধার্মিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ i ও ii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৩. **'তাযকিয়াতুন নাফস' অর্জন করার মাধ্যম–** [স. বো. '১৫]
i. তাওবা ও ইসতিগফার ii. তাওয়াক্কুল ও যুহদ
iii. শোকর ও সালাত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ iii ● i, ii ও iii

৫৪. **নৈতিকতা বলতে বুঝায়–** [স. বো. '১৫]
i. সততা ও ন্যায়– অন্যায়বোধ ii. সৌজন্যমূলক ও সুন্দর স্বভাব
iii. সুমধুর বচন ও উন্নত চরিত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ i ও ii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৫৫. **যে সমাজে ঘুষ লেনদেন প্রসার লাভ করে সে সমাজে সৃষ্টি হয়–**
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
i. ভীতি ii. সন্ত্রাস
iii. দারিদ্র্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৫৬. **হিংসা মানুষের–** [বরিশাল জিলা স্কুল]
i. নেক আমল নষ্ট করে ii. সচ্চরিত্র নষ্ট করে
iii. ঐক্য নষ্ট করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৭. **শিল্প প্রতিষ্ঠানে ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা বিদ্যমান থাকলে তার ফলাফল হতে পারে–**
[বরিশাল জিলা স্কুল]
i. মালিক– শ্রমিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে
ii. লভ্যাংশ হ্রাস হতে পারে
iii. আন্তরিকতা পূর্ণ পরিবেশ তৈরি হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৫৮. **'গিবত' শব্দের অর্থ কী?** [পাবনা জিলা স্কুল]
i. অসাক্ষাতে দুর্নাম করা ii. সমালোচনা করা
iii. অপরের দোষ প্রকাশ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৯. **সামাজিক শান্তি–শৃঙ্খলা মারাত্মকভাবে বিনষ্ট ও ধ্বংস করে–** [বগুড়া জিলা স্কুল]
i. কর্মবিমুখতা ii. মিথ্যা কথা
iii. পরচর্চা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● iii

৬০. **মুসলিম হিসেবে আমাদের কর্তব্য রয়েছে–** [বগুড়া জিলা স্কুল]
i. পিতামাতার প্রতি ii. আত্মীয়–স্বজনদের প্রতি
iii. গরিব–দুঃখীদের প্রতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬১. **যারা সীমান্ত পাহারা দেয় ইসলামে তাদের বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণ তারা–**
[ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে
ii. বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে
iii. দেশপ্রেমী হিসেবে কর্তব্য পালন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬২. 'নিশ্চয়ই মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে' এ উক্তির দ্বারা বোঝানো হয়েছে– [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]

i. নিফাক অত্যন্ত গুরুতর পাপ

ii. নিফাক ক্ষমার অযোগ্য পাপ

iii. নিফাক অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● i ও iii ঘ ii ও iii

৬৩. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো– [সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

i. নানা ধর্মের মানুষের সাথে ঐক্য রাখা

ii. নানা ভাষা ও জাতির লোকদের সাথে পরস্পর সংহতি রাখা

iii. নানা পেশার মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৪. পার্থিব জীবনে আল্লাহ তায়ালার বহু নিয়ামত লাভ করেন– [বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

i. মুত্তাকিরা

ii. মুসলমানরা

iii. ওয়াদা পালনকারীরা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii

৬৫. স্বদেশপ্রেম প্রকাশ করতে হয়– [ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

i. নিজের কাজ করা

ii. মুখের কথা দ্বারা

iii. সেবা দ্বারা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ iii ● i ও iii ঘ ii ও iii

৬৬. উত্তম উপার্জন হচ্ছে– [নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

i. নিজ শ্রমের উপার্জন

ii. সৎ ব্যবসালব্ধ মুনাফা

iii. ব্যাংকের লভ্যাংশ

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আসলাম ও তার সঙ্গীরা তাদের পাড়ায় একটি সমিতি গড়ে তোলে। সেখান থেকে মানুষকে টাকা ঋণ দিয়ে কিছু টাকা বেশি নেয়। সেই সমিতিতে মাওলানা দৌলতপুরী হিসাবরক্ষক পদে চাকরি করেন। [স. বো. '১৫]

৬৭. আসলামদের এরূপ উদ্যোগ কিসের অন্তর্ভুক্ত?

ক ব্যবসায়ের ● সুদের গ সহযোগিতা ঘ ঘুষের

৬৮. মাওলানা দৌলতপুরীর ইবাদত আল্লাহর নিকট–

i. গৃহিত ii. বর্জনীয় iii. প্রশংসনীয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ● ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সাব্বির সর্বদা যিকিরে মশগুল থাকে। সে করিমকে বলে, যিকিরের ফলে মানুষের অন্তর পবিত্র হয়। তুমি যিকিরে মশগুল থাক। [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]

৬৯. সাব্বিরের কাজটি কিসের জন্য করা হয়?

● সাওয়াবের খ নিয়মতান্ত্রিক

গ ভালো হওয়া ঘ আল্লাহ তায়ালা ভাল বলবে

৭০. এর ফলে সাব্বিরের কী পরিবর্তন দেখা যাবে?

i. আত্মশুদ্ধি হবে ii. সৎমানুষ হবে

iii. প্রিয় বান্দা হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭১ ও ৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আমিনা একজন শিক্ষিকা। কথাবার্তা ও চালচলনে তাকে ভদ্র বলে সবাই জানে। [ক্যান্টেনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]

৭১. আমিনা বেগমের মধ্যে নিচের কোনটির পরিচয় মিলে? [ক্যান্টেনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]

ক আদল খ আহদ ● শালীনতা ঘ নেতৃত্ব

৭২. আমিনা যদি অতিরিক্ত সৌন্দর্য প্রদর্শন করতেন তাহলে– [ক্যান্টেনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]

i. নানা ধরনের পাপকর্ম সংঘটিত হতো

ii. পারিবারিক শান্তি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হতো

iii. রাষ্ট্রীয় উন্নতি বাধাগ্রস্ত হতো

নিচের কোনটি সঠিক?

● i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ পাঠ-১ : আখলাকে হামিদাহ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১১২

At a Glance

- উত্তম আচার–আচরণ মানুষকে– সাওয়াব দান করে।
- দুনিয়ার জীবনেও আখলাকে হামিদাহ– গুরুত্বপূর্ণ।
- আখলাক শব্দের অর্থ– চরিত্র।
- হামিদাহ শব্দের অর্থ– প্রশংসনীয়।
- মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ– আখলাকে হামিদাহ।
- আখলাকে মাহিদাহর অপর নাম– আখলাকে হাসনাহ।
- রাসুল (স) মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন– সচ্চরিত্র গঠনের।
- কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লা ভারী করবে– প্রশংসনীয় আচরণ ও স্বভাব।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৩. আখলাক শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

● স্বভাব খ একনিষ্ঠতা

গ সততা ঘ মানবিকতা

৭৪. হামিদাহ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক গুণ ● প্রশংসনীয় গ সমাদৃত ঘ চরিত্র

৭৫. আলাল সাহেবকে অফিসের সবাই ভালো মানুষ হিসেবে সম্মান করে এবং বিশ্বাস করে। সবাই বলে তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তিনি নিচের কোনটির অধিকারী? (প্রয়োগ)

ক অর্থসম্পদের ● আখলাকে হামিদাহর

গ আখলাকে যামিমাহর ঘ গভীর জ্ঞানের

৭৬. মানব চরিত্রের সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত গুণাবলিকে কী বলে? (জ্ঞান)

ক আখলাকে যায়িদাহ খ আখলাকে সায়্যিআহ

গ আখলাকে যামিমাহ ● আখলাকে হামিদাহ

৭৭. মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কোনটি? (জ্ঞান)

● আখলাকে হামিদাহ খ আখলাকে যামিমাহ

গ আখলাকে যায়িদাহ ঘ আখলাকে সায়্যিআহ

৭৮. কোনটি দ্বারা মানুষ পূর্ণমাত্রায় মনুষ্যত্বের স্তরে অবস্থান করে? (অনুধাবন)

ক কঠোর পরিশ্রম ● উত্তম চরিত্র

গ তাকওয়া ঘ দয়া ও অনুগ্রহ

৭৯. মহানবি (স) কে প্রেরণ করা হয়েছে কেন? (অনুধাবন)

● উত্তম চারিত্রিক গুণাবলিকে পূর্ণতা দানের জন্য

খ রাজত্ব করার জন্য

ⓖ মিতব্যয়িতা শিৰা দেওয়ার জন্য
ⓘ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার জন্য

৮০. জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য কী প্রয়োজন? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ ধন সম্পদ ⓛ সুন্দর বন ● উত্তম চরিত্র ⓘ যাকাত আদায়

৮১. রিফাত সাহেব উত্তম চরিত্রের অধিকারী। রাসুল (স)–এর আদর্শ অনুযায়ী তিনি নিচের কোনটি করবেন? (প্রয়োগ)
● মানবজাতিকে সচ্চরিত্র গঠনের শিৰা দেবেন
ⓛ সবসময় নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করবেন
ⓖ সবসময় আলৱাহর কাছে প্রার্থনা করবেন
ⓘ পরিবার–পরিজন থেকে আলাদা থাকবেন

৮২. ইসলামে আখলাকে হামিদাহ অর্জনের জন্য বিশেষভাবে গুরবত্ব দেওয়া হয়েছে। এর কারণ কী? (উচ্চতর দৰতা)
● সচ্চরিত্র ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে
ⓛ সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন
ⓖ সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি যুদ্ধে জয়ী হতে পারেন
ⓘ সচ্চরিত্রবানরা সমাজের নেতৃত্বে থাকেন

৮৩. সচ্চরিত্রের কারণে পরকালীন জীবনে কী পাওয়া যাবে? (জ্ঞান)
ⓚ করবণা ⓛ অনুগ্রহ ● মুক্তি ⓘ সুপারিশ

৮৪. 'সুন্দর চরিত্রই পুণ্য'–কে বলেছেন? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ আলৱাহ ● মহানবি (স)
ⓖ হযরত আলি (রা) ⓘ হযরত উসমান (রা)

৮৫. কিয়ামতের দিন মুমিনের পালরা ভারি হবে কোনটি দ্বারা? (জ্ঞান)
● সুন্দর চরিত্র ⓛ সালাত ⓖ হজ ⓘ যাকাত

৮৬. জলিল সাহেবকে সমাজের সবাই ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। তিনি কোন আখলাকের অধিকারী? (প্রয়োগ)
ⓚ আখলাকে যামিমাহ ● আখলাকে হামিদাহ
ⓖ আখলাকে যায়িদাহ ⓘ আখলাকে সায়্যিআহ

৮৭. আরমান সাহেব ব্যক্তিগত জীবনে নৈতিক স্বভাব অনুশীলন করেন। এর ফলে তিনি কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ প্রচুর ধন–সম্পদ ⓛ রাজনৈতিক নেতৃত্ব
ⓖ মহানবির (স) শাফাআত ● সম্মান ও ভালোবাসা

৮৮. হাদিসের ভাষ্যমতে মানুষকে আলৱাহর সবচেয়ে মূল্যবান দান কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ অর্থ ⓛ সৌন্দর্য ⓖ সুস্থতা ● সুন্দর চরিত্র

৮৯. ইসলামের যাবতীয় সৌন্দর্য ফুটে ওঠে কীভাবে? (অনুধাবন)
ⓚ সালাতের মাধ্যমে ⓛ যাকাতের মাধ্যমে
ⓖ হজের মাধ্যমে ● সচ্চরিত্রের মাধ্যমে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯০. উত্তম আচার–আচরণ মানুষকে– (অনুধাবন)
i. পুণ্য দান করে
ii. সাওয়াব দান করে
iii. রোজগারের ব্যবস্থা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯১. সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিকে সমাজের সবাই– (অনুধাবন)
i. ভালোবাসে ii. টাকা দেয়
iii. বিশ্বাস করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯২. আব্দুল হাই সাহেব একজন সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি। তিনি– (প্রয়োগ)
i. সমাজের চোখে ভালো ii. আলৱাহর নিকট প্রিয়
iii. মানুষের মধ্যে উত্তম
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৯৩. সচ্চরিত্র আলৱাহ তায়ালার এক বিশেষ নিয়ামত। এর ফলে–(উচ্চতর দৰতা)
i. পরকালে কল্যাণ লাভ করা যায় ii. পুণ্য বা সাওয়াব অর্জন করা যায়
iii. পরকালে কঠিন শাস্তি পাওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯৪. আখলাকে হামিদাহর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে– (অনুধাবন)
i. মানবিকতা ii. সাহসিকতা
iii. নৈতিকতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯৫. উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিরা কাজের মাধ্যমে– (উচ্চতর দৰতা)
i. সমাজে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবেন
ii. মানবিক ও নৈতিকতার আদর্শ গড়ে তুলবেন
iii. সমাজের সকল অন্যায় প্রতিহত করতে সৰম হবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৬ ও ৯৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শরাফত সাহেব একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি জীবনের সর্বৰেত্রে সততা, সত্যবাদিতা, ওয়াদা পালন, মানবসেবাসহ বিভিন্ন নৈতিক গুণাবলি ও উত্তম স্বভাবের অনুশীলন করেন। তাঁর চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে সমাজের সবাই তাঁকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেখায়।

৯৬. শরাফত সাহেব কোনটির অধিকারী?(প্রয়োগ)
ⓚ আখলাকে যামিমাহ ● আখলাকে হামিদাহ
ⓖ আখলাকে যায়িদাহ ⓘ আখলাকে সায়্যিআহ

৯৭. এরূ প কাজের ফলে শরাফত সাহেব লাভ করবেন– (উচ্চতর দৰতা)
i. পরকালীন কল্যাণ ii পুণ্য বা সাওয়াব
iii. ধন–সম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-২ : তাকওয়া ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১১৪

At a Glance

- তাকওয়া শব্দের অর্থ– বিরত থাকা।
- যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তাকে বলা হয়– মুত্তাকি।
- ইসলামি নৈতিকতার মূলভিত্তি– তাকওয়া।
- পরকালে তাকওয়াবান ব্যক্তির জন্য আছে– মহাপুরষ্কার।
- কুরআন–সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনাই– তাকওয়া।
- মানুষকে মানবিক ও নৈতিক গুণাবলিতে উদ্বুদ্ধ করে– তাকওয়া।
- সৎ ও সুন্দর গুণ অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হন– মুত্তাকিগণ।
- মহৎ চারিত্রিক গুন হলো– তাকওয়া।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৮. তাকওয়া শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
● বেঁচে থাকা ⓛ ন্যায়পরায়ণতা
ⓖ নিরাপদ রাখা ⓘ অস্বীকার করা

৯৯. আলৱাহর ভয়ে পাপকাজ থেকে বিরত থাকাকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ সালাত ⓛ সাওম ⓖ সাদকা ● তাকওয়া

১০০. যিনি সবরকম অন্যায়, অনাচার, পাপাচার বর্জন করে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করেন তাকে কী বলা হয়? (অনুধাবন)
ⓚ মুহসিন ● মুত্তাকি ⓖ মুফতি ⓘ মুহাদ্দিস

১০১. আব্দুল বাতেন আলরাহকে ভয় করে প্রতিদিন রাতে সালাত আদায় করেন। তাকে কী বলা হবে? (প্রয়োগ)

ক সত্যবাদী খ মুমিন ● মুত্তাকি ঘ মাসবুক

১০২. কোনটির ৰেত্র অত্যন্ত ব্যাপক? (অনুধাবন)

ক আদল খ আমানত গ প্রতিশ্রবতি ● তাকওয়া

১০৩. মুত্তাকিগণ পাপকাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখেন কেন? (অনুধাবন)

ক আলরাহ তায়ালাকে ভালোবাসার কারণে

খ রাসুল (স)–কে ভালোবাসার কারণে

● আলরাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ে

ঘ সমাজের লোকদের ভয়ে

১০৪. জনাব জামান আলরাহ তায়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপকাজ থেকে বিরত থেকে কুরআন– সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করেন। তাকে কী বলা হবে? (প্রয়োগ)

ক মুমিন খ মুহসিন ● মুত্তাকি ঘ মুহাদ্দিস

১০৫. সকল পাপকাজ থেকে সহজেই বেঁচে থাকা যায় কীভাবে? (অনুধাবন)

ক আলরাহর যিকির করলে খ নবি (স)–এর প্রতি দরবদ পড়লে

● আলরাহ তায়ালাকে ভয় করলে ঘ বেশি বেশি দান করলে

১০৬. জান্নাত লাভের পূর্বশর্ত কোনটি? (প্রয়োগ)

ক ওয়াদা পালন না করা খ মিথ্যা বলা

গ আমানত রৰা না করা ● মুত্তাকি হওয়া

১০৭. মানুষের মর্যাদা নিরূ পিত হয় কীসের মাধ্যমে? (অনুধাবন)

● তাকওয়া খ দীন পালন

গ আত্মশুদ্ধি ঘ মিতব্যয়িতা

১০৮. ইসলামি জীবনদর্শনে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি কারা? (জ্ঞান)

ক আলেমগণ খ হাজিগণ গ মুমিনগণ ● মুত্তাকিগণ

১০৯. আলরাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? (জ্ঞান)

ক আলেম খ হাজি গ মুমিন ● মুত্তাকি

১১০. আলরাহর কাছে কোনটি সর্বাধিক মূল্যবান? (জ্ঞান)

ক সালাত ● তাকওয়া গ হজ ঘ যাকাত

১১১. আলরাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন কেন? (অনুধাবন)

ক মুত্তাকি সালাত আদায় করেন বলে

খ মুত্তাকি দান করেন বলে

● মুত্তাকি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন বলে

ঘ মুত্তাকি তাহাজ্জুদ পড়েন বলে

১১২. জনাব আকতার নিজেকে সব সময় পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করে আলরাহর ইবাদত করে। তাকে আমরা কী বলব? (প্রয়োগ)

● তাকওয়াবান খ সত্যবাদী গ মুসলির ঘ ৰমাশীল

১১৩. জনাব কাশেম আলরাহ তায়ালার ভয়ে যাবতীয় পাপাচার থেকে দূরে থাকেন। এর ফলে তিনি পরকালে কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দৰতা)

ক ধন–সম্পদ খ নেতৃত্ব ● মহাপুরস্কার ঘ কর্তৃত্ব

১১৪. শেষ বিচারের দিন আলরাহ মুত্তাকিদের মহাসফলতা দান করবেন–এর কারণ কী? (উচ্চতর দৰতা)

● আলরাহর ভয়ে ভীত ছিলেন বলে খ গভীর রাতে ইবাদত করতেন বলে

গ অভাবীদের সাহায্য করতেন বলে ঘ বাবা–মাকে সম্মান করতেন বলে

১১৫. শাহেদ আলি তাকওয়াবান ব্যক্তি। পরকালে তার জন্য কী রয়েছে? (প্রয়োগ)

ক মহাশাস্তি ● মহাপুরস্কার

গ সুস্বাদু খাবার ঘ বাগ–বাগিচা

১১৬. নিচের কোন বিষয়টি মানুষের চরিত্র গঠনে সহায়ক? (জ্ঞান)

ক সাদকাহ ● তাকওয়া গ ইনসাফ ঘ যাকাত

১১৭. জোহরা হোসাইন হারাম বর্জন করে হালাল ও সৎভাবে জীবনযাপন করেন। তার চরিত্রে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)

ক মানবতা খ চারিত্রিকতা ● তাকওয়া ঘ বিনয়

১১৮. সত্যিকারভাবে সদগুণাবলির অধিকারী হতে হলে অন্তরে কী থাকা প্রয়োজন? (অনুধাবন)

ক ভালোবাসা খ আখলাক ● তাকওয়া ঘ আহদ

১১৯. তাকওয়াবান ব্যক্তি সকল কাজেই নীতি–নৈতিকতা অবলম্বন করে অনৈতিকতা ও অশরীলতা পরিহার করে চলেন। সমাজে এর কী ধরনের প্রভাব পড়বে? (উচ্চতর দৰতা)

ক সমাজ ঠিক থাকবে খ সমাজ পরিবর্তন হবে

গ সমাজ কলুষিত হবে ● সমাজ নীতি–নৈতিকতামণ্ডিত হবে

১২০. সকল সদগুণের মূল কোনটি? (জ্ঞান)

● তাকওয়া খ সত্যবাদিতা গ আমানত রৰা ঘ শালীনতা

১২১. তাকওয়া সকল সৎ ও সুন্দর গুণ অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করে। এর কারণ কী? (উচ্চতর দৰতা)

ক সারা রাত ইবাদত–বন্দেগি করেন

● নিষ্ঠাবান ও সৎকর্মশীল হয়ে ওঠেন

গ অর্থসম্পদ লাভে উৎসাহী হয়ে ওঠেন

ঘ তাবলিগ জামাআতে নিজেদের উৎসর্গ করেন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২২. যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তিনিই– (অনুধাবন)

i. মুমিন ii. তাকওয়াবান

iii. মুত্তাকি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৩. গণি সাহেব আলরাহর ভয়ে পাপাচার থেকে দূরে থাকেন। এর ফলে তিনি লাভ করবেন– (উচ্চতর দৰতা)

i. সম্মান ii. মর্যাদা

iii. সফলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২৪. জনাব আজাদ একজন মুত্তাকি। তিনি নিজেকে বিরত রাখেন– (প্রয়োগ)

i. অশালীন কথা বলা থেকে ii. হালাল উপার্জন থেকে

iii. সুদ, ঘুষ নেওয়া থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৫ ও ১২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিয়াদ ও হাকিম উভয়ই একটি সরকারি অফিসে চাকরি করেন। হাকিম সুদ, ঘুষসহ বিভিন্ন অবৈধ উপায়ে অল্প দিনেই বিশাল ধন–সম্পদের মালিক হয়ে যান। পরান্তরে রিয়াদ আলরাহর ভয়ে সুদ, ঘুষ, অন্যায়, অশরীলতা থেকে বেঁচে থাকেন।

১২৫. রিয়াদ সাহেবের চরিত্রে কোনটির প্রতিফলন ঘটেছে? (প্রয়োগ)

ক আদল ● তাকওয়া গ আহদ ঘ আমানত

১২৬. হাকিমের কাজের পরকালীন পরিণতি হবে– (উচ্চতর দৰতা)

i. সম্মান–মর্যাদা ii. জান্নাত

iii. জাহান্নাম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৩ : ওয়াদা পালন ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১১৫

At a Glance

- ওয়াদা পালন করা– অত্যাবশ্যক।
- ওয়াদা ভঙ্গকারীর– দীন নেই।
- আল–আহ্‌দ শব্দের অর্থ– ওয়াদা রৰা।
- ওয়াদা ভঙ্গ করে– মুনাফিকরা।
- আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ– ওয়াদা পালন।

- সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যায়– ওয়াদা পালন দ্বারা।
- সমাজে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করে– ওয়াদা পালনকারী।
- ওয়াদা পালনকারীকে সবাই– ভালোবাসে।
- মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো– ওয়াদা পালন করা।
- দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করবে– ওয়াদা পালনকারী।
- সর্বদাই ওয়াদা পালন করেছেন– মহানবি (স)।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৭. ওয়াদা শব্দের আরবি কী? (জ্ঞান)
● আল–আহদু ⓖ আস–সিদকু
ⓖ আল–আদলু ⓘ আল–আমানাতু

১২৮. 'আহদ' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
● ওয়াদা ⓖ রৰা করা ⓖ মার্জিত ⓘ নিরাপত্তা

১২৯. আহদ পালন বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ⓚ চুক্তি করলে তা ভঙ্গ করা ⓖ আলৱাহকে এক বলে স্বীকার করা
● অঙ্গীকার করলে তা রৰা করা ⓘ মুহাম্মদ (স)–কে শেষ নবি মানা

১৩০. ওয়াদা পালন করা অত্যাবশ্যক কেন? (অনুধাবন)
ⓚ মহানবি (স) ওয়াদা পালন করেছেন বলে
ⓖ সাহাবিগণ ওয়াদা পালন করেছেন বলে
● আলৱাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন বলে
ⓘ ইমাম আবু হানিফা নির্দেশ দিয়েছেন বলে

১৩১. "হে ইমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।" অনূদিত আয়াতটি কোন সূরার? (জ্ঞান)
● সূরা আল–মায়িদা ⓖ সূরা আল–বাকারা
ⓖ সূরা আলে ইমরান ⓘ সূরা বনী ইসরাইল

১৩২. প্রতিশ্রবতি সম্পর্কে কে জিজ্ঞাসা করবেন? (জ্ঞান)
● আলৱাহ তায়ালা ⓖ মহানবি (স)
ⓖ ইমাম সাহেব ⓘ বিচারপতি

১৩৩. ওয়াদা পালন করা কী? (জ্ঞান)
ⓚ জায়েয ⓖ মাকরূ হ ● অত্যাবশ্যক ⓘ বৈধ

১৩৪. খানজাহান আলী তার সহকর্মীকে কথা দিয়েছে বলে নিজের গুরবত্বপূর্ণ কাজ রেখে সহকর্মীর কাজটি করে দেয়। তার কাজে কোনটির প্রতিফলন ঘটেছে? (প্রয়োগ)
ⓚ সততার ⓖ আমানতদারিতার
ⓖ মানবসেবার ● ওয়াদা রৰার

১৩৫. 'যে ওয়াদা পালন করে না তার দীন নেই।' এটি কার বাণী? (জ্ঞান)
ⓚ আলৱাহ তায়ালা ● মহানবি (স)
ⓖ ইমাম আবু হানিফা (রা) ⓘ হযরত আবু বকর (রা)

১৩৬. দীন নেই কার? (জ্ঞান)
● ওয়াদা ভঙ্গকারীর ⓖ খিয়ানতকারী
ⓖ মিথ্যাবাদীর ⓘ সত্যবাদীর

১৩৭. জনৈক ব্যক্তি তার বন্ধুকে দেওয়া কথা রাখতে একদিন একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন মহান ব্যক্তির চরিত্রের সাথে তার মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ হযরত আলি (রা) ● হযরত মুহাম্মদ (স)
ⓖ হযরত ইবরাহিম (আ) ⓘ হযরত উমর (রা)

১৩৮. ওয়াদা ভঙ্গকারী কী? (জ্ঞান)
ⓚ জালিম ● মুনাফিক ⓖ কাফির ⓘ মুশরিক

১৩৯. মুমিনের নিদর্শন কী? (জ্ঞান)
ⓚ ওয়াদা ভঙ্গ করা ● ওয়াদা পালন করা
ⓖ আমানতের খিয়ানত করা ⓘ অপরিচ্ছন্ন থাকা

১৪০. আহমাদ তার প্রতিবেশীর সাথে কথা দেওয়ার কারণে বাজারমূল্য থেকে কম দামে জমি বিক্রি করে। তার কাজে কোনটির প্রতিফলন ঘটেছে? (প্রয়োগ)
ⓚ সত্যবাদিতা ⓖ তাকওয়া ● ওয়াদা পালন ⓘ আমানত রৰা

১৪১. আব্দুল কুদ্দুস একজন মুমিন ব্যক্তি। তিনি কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রৰা করেন। এর ফলে তিনি কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ ধনসম্পদ ⓖ সামাজিক নেতৃত্ব
ⓖ পারিবারিক শান্তি ● আলৱাহর সন্তুষ্টি

১৪২. আমরা ওয়াদা পালন করব কেন? (অনুধাবন)
ⓚ হানাফি মাযহাব অনুসরণের জন্য ⓖ অধিক ধনসম্পদ লাভের জন্য
ⓖ পারিবারিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ● দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তির জন্য

১৪৩. জাবের ওয়াদা পালন করার কারণে তার পরকালীন পরিণতি কী হবে? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ আজাব ⓖ আরাফ ● জান্নাত ⓘ জাহান্নাম

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৪. ওয়াদা পালন সম্পর্কে আলৱাহ নির্দেশ দিয়েছেন– (অনুধাবন)
i. সূরা মায়িদায় ii. সূরা বনি ইসরাইলে
iii. সূরা আস–সাফ–এ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓖ i ও ii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪৫. রাসুল (স) কাউকে ওয়াদা দিলে– (অনুধাবন)
i. তা রৰা করতেন ii. রৰার চেষ্টা করতেন
iii. ওয়াদার কথা ভুলে যেতেন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ⓖ ii ⓖ iii ⓘ i, ii ও iii

১৪৬. জনাব আলাল কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে পালন করেন। এর ফলে তিনি লাভ করবেন– (উচ্চতর দৰতা)
i. আলৱাহর সন্তুষ্টি ii. প্রচুর ধন–সম্পদ
iii. পরকালীন সফলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৪৭. জনাব কাইয়ুম ওয়াদা পালন করার চেষ্টা করেন। সমাজে তিনি পরিচিত– (প্রয়োগ)
i. দীনদার হিসেবে ii. উত্তম মানুষ হিসেবে
iii. দানশীল হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৪৮. আমরা কাউকে ওয়াদা দিলে তা রৰা করার চেষ্টা করব। এর ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. আলৱাহ সন্তুষ্ট হবেন ii. দুনিয়ায় সফলতা আসবে
iii. আখিরাতে সফলতা আসবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪৯. মানবজীবনে ওয়াদা পালনের গুরবত্ব অপরিসীম। কারণ– (অনুধাবন)
i. এটি রৰাকরা আলৱাহর নির্দেশ ii. দুনিয়ায় সফলতা লাভ করা যায়
iii. এর জন্য আখিরাতেও মহাসফলতা আসবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫০ ও ১৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তাসনিম আয়মানকে বলে সে আগামীকাল চিড়িয়াখানায় যাবে। পরদিন আয়মান তাসমিনের অপেৰায় থাকে। কিন্তু তাসনিম আসে না। কয়েকদিন পর আয়মানের সাথে দেখা হলে তাসনিম বলে সে তার খালার বাড়িতে গিয়েছিল।

১৫০. এরূ প কাজের দ্বারা তাসনিম কী হিসেবে পরিচিত হবে? (প্রয়োগ)
ⓚ কাফির ● মুনাফিক ⓖ মুমিন ⓘ মুত্তাকি

১৫১. তাসনিম এরূ প কর্মকাণ্ডের ফলে পরকালে– (উচ্চতর দৰতা)

i. শাস্তি পাবে ii. জাহান্নামের উপযুক্ত হবে

iii. দুর্বল হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৪ : সত্যবাদিতা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১১৭

At a Glance

- মানবজীবনে সত্যবাদিতার গুরবত্ব– অপরিসীম।
- প্রকৃত মুমিন অবশ্যই– সত্যবাদী হবেন।
- আস–সিদক শব্দের অর্থ– সত্যবাদিতা।
- মহাসত্যবাদীকে বলা হয়– সিদ্দিক।
- সত্যবাদিতার বিপরীত হলো– মিথ্যাচার।
- সত্যবাদিতা একটি– মহৎ গুণ।
- মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে– সত্যবাদিতা।
- যে ব্যক্তি সত্যবাদী তাকে বলে– সাদিক।
- যে মিথ্যা কথা বলে তাকে বলা হয়– কাযিব।
- সকল পাপের মূল– মিথ্যা।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫২. যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে তাকে আরবিতে কী বলে? (জ্ঞান)

● সাদিক ⓑ শহিদ ⓒ মুহসিন ⓓ মুমিন

১৫৩. মিথ্যার বিপরীত কী? (জ্ঞান)

● সত্য ⓑ আমানত ⓒ মিথ্যা ⓓ সিদ্দিক

১৫৪. প্রকৃতপৰে যা নয় তা প্রকাশ বা প্রমাণ করাকে কী বলে? (জ্ঞান)

ⓐ সততা ⓑ অবাস্তব ⓒ শঠতা ● মিথ্যা

১৫৫. মিথ্যাকে আরবিতে কী বলে? (জ্ঞান)

ⓐ আল–ওয়াদু ⓑ আস–সিদকু ⓒ আল–আওফু ● আল–কিযবু

১৫৬. শাকিলার কাছে পড়া জানতে চাইলে সে রিমুকে সরাসরি জানি না বলে দিল। অথচ সে পড়াটি জানে। শাকিলার এ কাজে কী প্রকাশিত হলো? (জ্ঞান)

ⓐ ওয়াদা ভঙ্গ ● মিথ্যা কথা

ⓒ অহংকার ⓓ গিবত

১৫৭. মিথ্যাবাদীকে আরবিতে কী বলা হয়? (জ্ঞান)

ⓐ সাদিক ⓑ আমীন ● কাযিব ⓓ খায়িন

১৫৮. শুধু নিজে নিজে সত্য বলার চর্চা করলে হবে না বরং সত্যবাদীদের সাথে সুসম্পর্ক থাকতে হবে। এতে সমাজে কী প্রতিষ্ঠিত হবে? (প্রয়োগ)

● সত্য ⓑ উন্নতি ⓒ বৈশিষ্ট্য ⓓ মুক্তি

১৫৯. সত্যবাদিতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন কে? (জ্ঞান)

ⓐ হযরত উসমান (রা) ⓑ হযরত আলি (রা)

ⓒ হযরত আবু হুরায়রা (রা) ● হযরত মুহাম্মদ (স)

১৬০. হযরত আবু বকর (রা)–কে সিদ্দিক বলা হয় কেন? (অনুধাবন)

ⓐ তিনি প্রথম খলিফা ছিলেন বলে ⓑ তিনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন বলে

ⓒ তিনি আলৱাহ ভীরব ছিলেন বলে ● তিনি সত্যবাদী ছিলেন বলে

১৬১. সত্যবাদিতার জন্য হযরত আবু বকর (রা) কোন উপাধিতে ভূষিত হন? (জ্ঞান)

ⓐ আল–আমিন ● সিদ্দীক ⓒ আনসার ⓓ রহমান

১৬২. মানুষকে ধ্বংসের মোৰম হাতিয়ার কোনটি? (জ্ঞান)

● মিথ্যা ⓑ কালোবাজারি ⓒ খিয়ানত ⓓ অপচয়

১৬৩. মিথ্যা বলা মহাপাপ কেন? (অনুধাবন)

ⓐ এটি বড় ধরনের অপরাধ বলে ⓑ এটি মানুষকে ধ্বংস করে বলে

● এটি সকল পাপের জন্ম দেয় বলে ⓓ এটি পাপ আরও বাড়িয়ে দেয় বলে

১৬৪. মানবজীবনে সত্যবাদিতার প্রভাব কতটুকু? (জ্ঞান)

ⓐ কিঞ্চিত ● সীমাহীন ⓒ সমান ⓓ সামান্য

১৬৫. রাকিব চুরি করে, মিথ্যা বলে এবং আরও অনেক খারাপ কাজ করে থাকে। মহানবি (স)–এর হাদিস অনুযায়ী এসব অন্যায় থেকে মুক্তি পেতে তাকে সর্বপ্রথম কী করতে হবে? (প্রয়োগ)

ⓐ চুরি করা ছাড়তে হবে ● মিথ্যা বলা ছাড়তে হবে

ⓒ কবিরা গুনাহ ছাড়তে হবে ⓓ হারাম খাওয়া ছাড়তে হবে

১৬৬. মুন্নি কথায় কথায় মিথ্যা বলে, অন্যদের সাথে হাসি–তামাশা করে। তার এ কাজ তাকে কোথায় নিয়ে যাবে? (প্রয়োগ)

ⓐ মুক্তির পথে ⓑ শান্তির পথে ● ধ্বংসের পথে ⓓ কল্যাণের পথে

১৬৭. শুধু মিথ্যা ত্যাগ করায় লোকটি সকল খারাপ কাজ থেকে মুক্তি পেল। এর মর্মার্থ কী? (উচ্চতর দৰতা)

ⓐ সাহসিকতা ● সত্যবাদিতা

ⓒ আখলাক ⓓ পরমত–সহিষ্ণুতা

১৬৮. কীসের পরিণাম ধ্বংস? (অনুধাবন)

ⓐ প্রতারণার ⓑ পরনিন্দার

ⓒ হিংসা–বিদ্বেষের ● মিথ্যার

১৬৯. জান্নাতবাসীদের চিহ্ন কী? (জ্ঞান)

● সত্য কথা বলা ⓑ শালীনতা রৰা করা

ⓒ ওয়াদা পালন করা ⓓ ইসলামচর্চা করা

১৭০. রাহাত সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সৎ পথে চলে। এর ফলে আখিরাতে তার প্রতিদান কী হবে? (উচ্চতর দৰতা)

ⓐ আরাফ ⓑ বারযাখ ● জান্নাত ⓓ সিরাত

১৭১. 'তোমরা সত্যবাদী হও। কেননা সত্য পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের পথে পরিচালিত করে–' বাণীটি কার? (জ্ঞান)

ⓐ হযরত আবু বকর (রা)–এর ⓑ হযরত উসমান (রা)–এর

ⓒ আলৱাহ তায়ালার ● মহানবি (স)–এর

১৭২. মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে কোনটি? (জ্ঞান)

ⓐ অধ্যবসায় ● সত্যবাদিতা ⓒ অর্থ ⓓ শিৰা

১৭৩. সত্যবাদিতা মানুষকে কোন দিকে পরিচালিত করে? (জ্ঞান)

ⓐ পাপের দিকে ⓑ অন্যায়ের দিকে

● পুণ্যের দিকে ⓓ কবরের দিকে

১৭৪. সত্য পুণ্যের পথ দেখায়, আর পুণ্য মানুষকে কোন পথে নিয়ে যায়? (উচ্চতর দৰতা)

● জান্নাতের পথে ⓑ সহজ–সরল পথে

ⓒ মুক্তির পথে ⓓ শান্তির পথে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭৫. মহানবি (স) বলেছেন– (অনুধাবন)

i. সত্যবাদিতা মুক্তি দেয় ii. মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে

iii. সত্য থাকে স্থির

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

১৭৬. যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে তাকে সবাই– (প্রয়োগ)

i. ভালোবাসে ii. ঘৃণা করে

iii. বিশ্বাস করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓑ i ও ii ● i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

১৭৭. মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না। কারণ– (অনুধাবন)

i. আলৱাহ অপছন্দ করেন ii. অন্যান্য পাপের জন্ম দেয়

iii. মহাপাপ বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭৮. আমরা সবাই সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী হব, কারণ এটি– (উচ্চতর দৰতা)

i. আলৱাহর নির্দেশ ii. জান্নাতের পথে পরিচালিত করে

iii. কল্যাণ ও সফলতা দান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭৯ ও ১৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দশম শ্রেণির ছাত্র কবির ঠিকমতো ক্লাসে আসে না। শ্রেণিশিৰক না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমার শরীর অসুস্থ ছিল। কিন্তু প্রকৃত পৰে সে সুস্থ ছিল।

১৭৯. ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কবিরকে কী বলা হবে? (প্রয়োগ)

ক সাদিক ● কাযিব গ আমিন ঘ খায়িন

১৮০. কবিরের কাজের পরিণতি– (উচ্চতর দৰতা)

i. ভয়াবহ ii. জাহান্নাম

iii. ধ্বংস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-৫ : শালীনতা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১১৮

At a Glance

- অশরীলতা শালীনতার– বিপরীত।
- শালীনতার পরিধি– অত্যন্ত ব্যাপক।
- শালীনতা অর্থ– মার্জিত হওয়া।
- মানুষকে শালীন হতে সাহায্য করে– লজ্জাশীলতা।
- ইসলামি সমাজব্যবস্থার মূলভিত্তি– শালীনতা বজায় রাখা।
- মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করে দেয়– অশরীলতা।
- ইমানের একটি গুরবত্বপূর্ণ শাখা– লজ্জাশীলতা।
- চরিত্রকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে তোলে– লজ্জাশীলতা।
- অশরীলতার ফলে জন্ম হয়– ইভটিজিং ও ব্যভিচার।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮১. শালীনতা অর্থ কী? (জ্ঞান)

● মার্জিত হওয়া খ অপমানিত হওয়া

গ সুমিষ্ট কণ্ঠ ঘ লজ্জিত হওয়া

১৮২. যে আচার–আচরণে এবং বেশভূষায় সুরবচির পরিচয় পাওয়া যায় তাকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)

ক ন্যায়পরায়ণতা খ সততা ● শালীনতা ঘ অশরীলতা

১৮৩. শালীনতা বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)

ক আচার–আচরণে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা

খ কথাবার্তা ও আচরণে অসভ্যতা প্রকাশ পাওয়া

● কর্থাবার্তা ও আচার–আচরণে মার্জিত হওয়া

ঘ নিজের সৌন্দর্য ও অহংকার প্রকাশ করা

১৮৪. আসমা কথাবার্তা, আচার–আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত। আসমার মধ্যে আখলাকে হামিদাহর কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)

ক সততা খ সত্যবাদিতা গ তাকওয়া ● শালীনতা

১৮৫. মাজহারের চরিত্রে গর্ব–অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য, কুরবচি ও কুসংস্কারভাব পরিলৰিত হচ্ছে। তার মধ্যে কোনটির অভাব রয়েছে? (প্রয়োগ)

ক অর্থ খ প্রভাব ● শালীনতা ঘ সৌজন্যতা

১৮৬. শালীনতার বিপরীত কোনটি? (জ্ঞান)

ক নম্রতা খ ভদ্রতা গ সৌন্দর্য ● অশরীলতা

১৮৭. কিসের মাধ্যমে ইসলামের যাবতীয় সৌন্দর্য ফুটে ওঠে? (অনুধাবন)

ক ইবাদতের খ ইসলামের গ সচ্চরিত্রের ● শালীনতার

১৮৮. কাউয়াদি গ্রামের মানুষরা সমাজে সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুরবচিপূর্ণভাবে বসবাস করেন। কোনটির ফলে তাদের মধ্যে এ মনোভাব পরিলৰিত হয়? (উচ্চতর দৰতা)

ক ভদ্রতা খ নম্রতা গ সৌজন্যতা ● শালীনতা

১৮৯. পারভীন সব সময় অশালীন পোশাক পরে। তার এ আচরণের ফলে– (উচ্চতর দৰতা)

● সে নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলবে

খ সে সমাজচ্যুত হবে

গ আর্থিক ৰতির সম্মুখীন হবে

ঘ সফলতা লাভ করবে

১৯০. অশালীন বেশভূষা মানুষের কী জাগিয়ে তোলে? (অনুধাবন)

ক লোভ খ লালসা ● পশুবৃত্তি ঘ চিন্তা–চেতনা

১৯১. 'কুৎসিত কামনাকে উত্তেজিত করে কোনটি? (অনুধাবন)

ক মার্জিত বেশভূষা খ লাল রঙের পোশাক

● অশালীন বেশভূষা ঘ রঙিন পোশাক

১৯২. ইসলামে শালীনতা বজায় রাখার জন্য জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে কেন? (অনুধাবন)

ক শালীনতা ইমানের অংশ বলে

খ শালীনতা পুরোটাই কল্যাণময় বলে

● শালীনতার অভাবে অশরীলতার প্রসার ঘটে বলে

ঘ শালীনতা ইসলামের মূলভিত্তি বলে

১৯৩. পোশাক–পরিচ্ছদ ও চলাফেরায় শালীনতার অভাব থাকলে কিসের প্রসার ঘটে? (জ্ঞান)

ক নম্রতার খ ভদ্রতার ● অশরীলতার ঘ লজ্জাহীনতার

১৯৪. আমাদের সমাজে ইভটিজিং ও ব্যভিচার বেড়ে যাচ্ছে কেন? (অনুধাবন)

ক সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না থাকায়

● পোশাক–পরিচ্ছদ ও চলাফেরায় শালীনতার অভাবে

গ নারী–পুরবষের অবাধ মেলামেশার কারণে

ঘ নারীদের সঠিক শিৰা ও প্রশিৰণের অভাবে

১৯৫. মেয়েদের শালীনতা রৰা করে চলার কথা কোন সূরায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)

● সূরা আহযাবে খ সূরা আন–নিসায়

গ সূরা মায়িদায় ঘ সূরা আলে–ইমরানে

১৯৬. নারীদের ন্যায় পুরবষদেরও কেমন হতে হবে? (জ্ঞান)

● শালীন খ অশালীন গ পরাধীন ঘ স্বাধীন

১৯৭. শালীনতার অন্যতম গুণ কোনটি? (জ্ঞান)

ক পোশাক পরা খ ওড়না পরা ● লজ্জাশীলতা ঘ বিনয়ী হওয়া

১৯৮. মহানবি (স)–এর ভাষ্যমতে লজ্জাশীলতার পুরোটাই কী? (জ্ঞান)

ক ইমান খ আমানত ● কল্যাণময় ঘ ধর্ম

১৯৯. মহানবি (স)–এর ভাষ্যমতে লজ্জাশীলতা কী? (জ্ঞান)

● ইমানের শাখা খ ইমানের পোশাক

গ ইমানের রং ঘ ইমানের সৌন্দর্য

২০০. যার লজ্জা নেই তার কী নেই? (জ্ঞান)

ক আমানত ● ইমান গ পবিত্রতা ঘ ধর্ম

২০১. লজ্জাশীলতা ইমানের একটি শাখা কোন হাদিস গ্রন্থে রয়েছে? (প্রয়োগ)

ক বুখারি খ মুসলিম গ তিরমিযি ● নাসায়ি

২০২. সোহা সবসময় রবচিসম্মত, সুন্দর ও মার্জিত পোশাক পরিধান করে। এর ফলে সে কী লাভ করবে? (উচ্চতর দৰতা)

ক ধন–সম্পদ খ সামাজিক নেতৃত্ব

● সম্মান ও সফলতা ঘ বন্ধুত্ব

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০৩. লজ্জাশীলতা মানুষকে– (প্রয়োগ)

i. সৎগুণাবলি অর্জনে সহায়তা করে ii. শালীন হতে সাহায্য করে

iii. ধনী হতে সাহায্য করে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৪. লজ্জাশীলতা এমন একটি গুণ যা– (উচ্চতর দৰতা)

i. ইমানের একটি শাখা ii. পুরোটাই কল্যাণময়

iii. অশরীলতার প্রভাব ঘটায়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০৫. নাহার শালীন পোশাক পরে বাইরে যায়। তার এ কাজে প্রকাশ পেয়েছে–(প্রয়োগ)

i. আলৱাহর ভীতি ii. লজ্জাশীলতা

iii. ইমানদারিত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৬. আমরা সকল কাজে শালীনতা রৰা করে চলার চেষ্টা করব। এর ফলে– (উচ্চতর দৰতা)

i. মানসম্মান রৰা পাবে ii. সমাজ শান্তিময় হবে

iii. পরকালীন সফলতা আসবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২০৭ ও ২০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিনারা বেগম একজন শিৰিকা। তিনি সাধারণ সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এমন শাড়ি, অন্যান্য বস্ত্র ও অলংকার পরিধান করে স্কুলে যান না। কথা–বার্তা ও চাল–চলনে তাকে ভদ্র বলে সবাই জানে।

২০৭. মিনারা বেগমের মধ্যে নিচের কোনটির পরিচয় মিলে? (প্রয়োগ)

ⓚ আদল ⓖ আহদ ● শালীনতা ⓘ সত্যবাদিতা

২০৮. মিনারা বেগম যদি অতিরিক্ত সৌন্দর্য প্রদর্শন করতেন তাহলে– (উচ্চতর দৰতা)

i. নানা ধরনের পাপকর্ম সংঘটিত হতো

ii. পারিবারিক শান্তি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হতো

iii.রাষ্ট্রীয় উন্নতি বাধাগ্রস্ত হতো

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৬ : আমানত ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১২০

At a Glance

- আমানত রৰা করা ইমানের– অঙ্গাস্বরূ প।
- শিৰকের নিকট ছাত্রছাত্রী– আমানত।
- আমানত অর্থ– গচ্ছিত রাখা।
- যিনি আমানত রৰা করেন তাকে বলা হয়– আমিন।
- যিনি খিয়ানত করেন তাকে বলা হয়– খায়িন।
- যার মধ্যে আমানতদারি নেই তার– ইমান নেই।
- আমানতদারির মূর্তপ্রতীক ছিলেন– মহানবি (স)।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০৯. আমানত কোন ভাষার শব্দ? (জ্ঞান)

● আরবি ⓖ ফার্সি

ⓖ হিন্দি ⓘ বাংলা

২১০. আমানত অর্থ কী? (জ্ঞান)

ⓚ ছিনিয়ে নেওয়া ● গচ্ছিত রাখা

ⓖ নষ্ট করা ⓘ লুকিয়ে রাখা

২১১. জান্নাত পলির নিকট গোপনে একটি কথা বলার পর তাকে সতর্ক করে দেন যেন কাউকে না বলে। কিন্তু পলি তা প্রকাশ করে দেয়। তার মধ্যে কোনটির অভাব রয়েছে? (প্রয়োগ)

● আমানত ⓖ ওয়াদা ⓖ বদান্যতা ⓘ পরমতসহিষ্ণুতা

২১২. যিনি গচ্ছিত সম্পদ প্রকৃত মালিকের কাছে অৰত অবস্থায় নিরাপদে ফিরিয়ে দেন তাকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)

● আমিন ⓖ সাদিক ⓖ হাফিজ ⓘ খায়িন

২১৩. কাদেরের কাছে স্বর্ণালংকার জমা রেখে যথাসময়ে তা ফেরত পায় হাফিজ। ইসলামের দৃষ্টিতে কাদেরকে কী বলা হবে? (প্রয়োগ)

● আমিন ⓖ সিদ্দিক ⓖ খায়িন ⓘ কাযিব

২১৪. আমানতের বিপরীত শব্দ কোনটি? (জ্ঞান)

ⓚ কাযযাব ⓖ সাদিক ⓖ আমিন ● খিয়ানত

২১৫. খিয়ানত অর্থ কী? (জ্ঞান)

● আত্মসাৎ করা ⓖ নিষেধ করা

ⓖ দয়া করা ⓘ দান করা

২১৬. খুরশেদের কাছে টাকা জমা রেখে সময়মতো সব টাকা ফেরত পায় নি জালাল। খুরশেদকে বলা হবে– (প্রয়োগ)

ⓚ আমিন ● খায়িন ⓖ সিদ্দিক ⓘ কাযিব

২১৭. যে ব্যক্তি খিয়ানত করে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)

ⓚ আমিন ⓖ কাযিব ⓖ সাদিক ● খায়িন

২১৮. আমানত রৰা করা কার নির্দেশ? (জ্ঞান)

ⓚ মহানবি (স)–এর ⓖ উমর (রা)–এর

● আলৱাহ তায়ালার ⓘ হযরত আলি (রা)–এর

২১৯. আমরা আমানত রৰা করতে সচেষ্ট হব কেন? (অনুধাবন)

● আমানত রৰা করা আলৱাহর নির্দেশ

ⓖ আমানত রৰা করা মুনাফিকের নিদর্শন

ⓖ আমানত রৰা করা নাগরিকের দায়িত্ব

ⓘ খিয়ানতকারীকে সবাই ভালোবাসে

২২০. যার মধ্যে আমানতদারি নেই তার কী নেই? (জ্ঞান)

ⓚ ধর্ম ⓖ আদল ⓖ ইনসাফ ● ইমান

২২১. কোনটি মানবতার জন্য চরম অবমাননাকর? (অনুধাবন)

ⓚ কুফর ⓖ শিরক ● খিয়ানত ⓘ কিযব

২২২. জনাব আহমেদ শত্রবদের বিরবধিতায় টিকতে না পেরে দেশ ত্যাগে বাধ্য হন। যাওয়ার সময় শত্রবদের জমা রাখা সম্পদ ফিরিয়ে দিয়ে যান। তার চরিত্রে কোনটি প্রতিফলিত হয়েছে? (প্রয়োগ)

ⓚ রাসুল (স)–এর উদারতা ● রাসুল (স)–এর আমানত রৰা

ⓖ হযরত উমর (রা)–এর ন্যায়বিচার ⓘ হযরত আলি (রা)–এর নির্ভীকতা

২২৩. মুনাফিকদের অন্যতম নিদর্শন কোনটি? (জ্ঞান)

● আমানতের খিয়ানত করা ⓖ সালাত আদায় করা

ⓖ নিয়মিত ইবাদত করা ⓘ কুফরি করা

২২৪. জুবায়েরের নিকট তার প্রতিবেশী কিছু টাকা আমানত রাখে। কিন্তু পরবর্তীতে জুবায়ের তা অস্বীকার করে। এর ফলে জুবায়েরের পরিণতি কী হবে?(উচ্চতর দৰতা)

ⓚ তার ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে ⓖ তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে

● আলৱাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন ⓘ বিনা হিসাবে সে জাহান্নামে যাবে

২২৫. মিজান তার বন্ধুর রেখে যাওয়া সম্পত্তি বন্ধুর ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো বুঝিয়ে দেন। তার কাজে কোনটি প্রতিফলিত হয়েছে? (প্রয়োগ)

● আমানত রৰা ⓖ ওয়াদা পালন ⓖ সত্যবাদিতা ⓘ শালীনতা

২২৬. শিৰকের কাছে ছাত্র–ছাত্রীরা আমানত। তাই তাদের প্রতি শিৰকের কর্তব্য কী? (উচ্চতর দৰতা)

● সুশিৰা দান করা ⓖ খরচ বহন করা

ⓖ আবদার পূরণ করা ⓘ মন রৰা করে চলা

২২৭. সরকারের নিকট রাষ্ট্রের সকল মানুষ কেমন? (জ্ঞান)

ⓚ সন্তানতুল্য ● আমানতস্বরূ প ⓖ বোঝাস্বরূ প ⓘ ভাই–ভাই

২২৮. রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রৰা করা, জাতীয় উন্নয়নের চেষ্টা করা জনগণের কর্তব্য। এসব কর্তব্যের অবহেলা করা কোনটির লঙ্ঘন? (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ দেশ প্রেমের ⓖ মাতৃভক্তির

ⓖ মানবতার ● আমানতের

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২৯. ইসলামে মানুষের প্রতিটি দায়িত্ব ও কর্তব্য আমানতস্বরূ প। এৰেত্রে প্রযোজ্য– (উচ্চতর দৰতা)

i. পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ii. সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

iii. জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৩০. মুনাফিকের লৰণ হচ্ছে– (অনুধাবন)

i. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ii. আমানত ৰাখলে খিয়ানত করে

iii. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ● i, ii ও iii

২৩১. জনগণের কাছে ৰাষ্ট্র আমানতস্বৰূপ। তাই ৰাষ্ট্রের প্রতি জনগণের কর্তব্য হলো– (উচ্চতর দৰতা)

i. ৰাষ্ট্রীয় সম্পদ যেমন খুশি ব্যবহার করা

ii. ৰাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ৰৰা করা

iii. ৰাষ্ট্রকে স্বাবলম্বী করে তোলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩২. আমানত ৰৰা করা– (অনুধাবন)

i. ইমানের অঙ্গ ii. ইমানদারের বৈশিষ্ট্য

iii. আখলাকে হামিদার গুৰৱত্বপূর্ণ দিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৩৩ ও ২৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিসেস শামিম আরা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের একজন শিৰিকা। তিনি তার ছাত্রীদেরকে সুশিৰা দিয়ে থাকেন।

২৩৩. মিসেস শামিম আরার কর্মকাণ্ড কিসের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)

ক আদল খ ইনসাফ ● আমানত ঘ ওয়াদা

২৩৪. এৰূপ কাজের ফলে তিনি লাভ করবেন– (উচ্চতর দৰতা)

i. আলৰাহর সন্তুষ্টি ii. সামাজিক মর্যাদা

iii. প্রচুর ধন–সম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৭, ৮ ও ৯ : মানবসেবা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং নারীর প্রতি সম্মানবোধ

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১২২-১২৬

- মানবসেবার প্রতিদান– সীমাহীন।
- সমগ্র সৃষ্টি– আলৰাহর পরিজন।
- কন্যা হিসেবেও নারীর মর্যাদা– অপরিসীম।
- আলৰাহ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তৈরি করেছেন– মানুষ।
- হাক্কুল ইবাদের অন্যতম দিক– মানবসেবা।
- মুমিনের অন্যতম গুণ– মানবসেবা।
- মানবসেবা বলতে বোঝায়– মানুষের সেবা করা।
- ভ্রাতৃত্ববোধ হলো– ভ্রাতৃত্বসুলভ অনুভূতি।
- মানুষকে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত করে– ভ্রাতৃত্ববোধ।
- সব মানুষের আদি পিতা– হযরত আদম (আ)।
- প্রত্যেক মুসলমান পরস্পর– ভাই ভাই।
- সম্প্রদায়ের মানুষের সম্প্রীতি ও ভালোবাসা হলো– সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।
- ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে– জাতি উন্নত হয় না।
- মায়ের পদতলে সন্তানের– বেহেশত।
- সদ্ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার– মা।
- মহানবি (স)–এর দুধমাতার নাম– হালিমা।
- নারী জাতির প্রতি সম্মানজনক মনোভাব– নারীর প্রতি সম্মানবোধ।
- নারীদের প্রভূত সম্মান দেওয়া হয়েছে– ইসলামে।
- মানুষের উত্তম মন–মানসিকতার পরিচায়ক নারীর– প্রতি সম্মানবোধ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩৫. 'আশরাফুল মাখলুকাত' অর্থ কী? (জ্ঞান)

● সৃষ্টির সেরা খ সৃষ্টির সেবা

গ সৃষ্টির রহস্য ঘ সৃষ্টির কৌশল

২৩৬. সৃষ্টির সেরা জীব কে? (জ্ঞান)

● মানুষ খ ফেরেশতা গ জিন ঘ পশু

২৩৭. সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষের কর্তব্য কী? (অনুধাবন)

ক অন্যান্য জীবকে অবজ্ঞা করা খ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা

● সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়া ঘ সৃষ্টির যথেচ্ছা ব্যবহার করা

২৩৮. মানবসেবা কোন ধরনের হকের অন্তর্ভুক্ত? (জ্ঞান)

ক হাক্কুলরাহ ● হাক্কুল ইবাদ গ হাক্কুল বয়ান ঘ হাক্কুন নবি

২৩৯. মানবসেবা কোন আখলাকের অন্যতম বিষয়? (অনুধাবন)

ক আখলাকে যামিমাহ খ আখলাকে যায়িদা

গ আখলাকে সায়্যিআহ ● আখলাকে হামিদাহ

২৪০. জামির সাহেব শত ব্যস্ততার মাঝেও হাসপাতালে ভর্তি আত্মীয়ের যাবতীয় খোঁজখবর রাখছেন। তার কাজে কোনটি পালিত হচ্ছে? (প্রয়োগ)

ক হাক্কুলরাহ ● হাক্কুল ইবাদ

গ হাক্কুল অলিদাইন ঘ হাক্কুল আওলাদ

২৪১. ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত করা কিসের অন্তর্ভুক্ত? (জ্ঞান)

ক শালীনতা ● মানবসেবা গ তাকওয়া ঘ আমানত

২৪২. মাওলানা জাফল আলী গরিব প্রতিবেশীদের নিয়মিত খোঁজখবর নেন, আর্থিকভাবে সাহায্য করেন এবং রুগ্ন ব্যক্তিদের সেবাযত্ন করেন। তার এ কাজে কী প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)

ক কর্তব্যপরায়ণতা খ দায়িত্বশীলতা

● মানবসেবা ঘ দানশীলতা

২৪৩. মুনির গরিব হলেও প্রতিদিন তার প্রতিবেশীদের খোঁজ নেয়। তাদের বিপদে সামর্থ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। মুনিরের আচরণে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)

● মানবসেবা খ পরিচ্ছন্নতা

গ ৰমাশীলতা ঘ কর্তব্যপরায়ণতা

২৪৪. নবি (স)–এর পথে কাঁটা দিত কে? (জ্ঞান)

ক এক বালক খ এক বালিকা ● এক বুড়ি ঘ এক পাগল

২৪৫. পথে কাঁটা দানকারী বুড়ি কী ছিল? (জ্ঞান)

ক মুশরিক খ মুনাফিক গ মুসলিম ● কাফির

২৪৬. মহানবি (স) পথে কাঁটাদানকারী বুড়ির সেবাযত্ন করেন। এর ফলাফল কী হয়েছিল? (উচ্চতর দৰতা)

ক বুড়ি আর গালি দেয়নি ● বুড়ি আর কাঁটা দেয়নি

গ বুড়ি আর অত্যাচার করেনি ঘ বুড়ি আর বিরক্ত করেনি

২৪৭. হিন্দুদের পূজা উৎসবে কামরঙ্গ এবং কাজিম বোমা ছোড়ার পরিকল্পনা করে। এটি জানতে পেরে ইমাম সাহেব বললেন, আমরা মুসলমান, এ কাজ আমাদের মানায় না। ইমাম সাহেবের কথা দ্বারা কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)

ক মহানুভবতা ● সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

গ ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ঘ ইসলামি আন্দোলন

২৪৮. বাংলাদেশে আমরা বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও জাতির লোক পারস্পরিক ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাব বজায় রেখে বসবাস করি। এর দ্বারা কী প্রকাশ পায়? (প্রয়োগ)

ক মহানুভবতা ● সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

গ ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ঘ ভ্রাতৃত্ববোধ

২৪৯. ইসলাম ধর্ম– (জ্ঞান)

ক পুরনো খ নবিদের গ বুদ্ধির ● কল্যাণের

২৫০. মুমিনগণ পরস্পর কী? (জ্ঞান)

● ভাই ⓚ আত্মীয় ⓖ বন্ধু ⓘ গোলাম

২৫১. 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই'–কার বাণী? (প্রয়োগ)

ⓚ আলল্লাহর ● রাসুল (স)–এর ⓖ সাহাবির ⓘ তাবেইর

২৫২. সব মুসলমানকে কীভাবে দেখতে হবে? (জ্ঞান)

ⓚ শ্যালকের মমতায় ● ভাইয়ের মমতায়

ⓖ বোনের মমতায় ⓘ পিতামাতার মমতায়

২৫৩. দুনিয়ার দূরতম প্রান্তে কোনো মুসলমান কষ্টে নিপতিত হলে অন্য মুসলমানও তার জন্য সমব্যথী হয়। ইসলামে এর নাম কী? (প্রয়োগ)

ⓚ সহানুভূতিশীলতা ● ইসলামি ভ্রাতৃত্ব

ⓖ মহানুভবতা ⓘ ইসরামি আন্দোলন

২৫৪. মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পাশাপাশি ইসলাম এ বিষয়ে কীসের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ⓚ মুসলমানদের সম্মেলন করা ⓚ নামায আদায় করা

● বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করা ⓘ কুরবানি করা

২৫৫. জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করতে হবে। এর মর্মার্থ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

● সৃষ্টিগতভাবে সকলেই ভাই ভাই

ⓚ সকলেই পিতার সন্তান

ⓖ সব মানুষই পৃথিবীর অধিবাসী

ⓘ প্রত্যেকেই কোনো না কোনো দেশের অধিবাসী

২৫৬. কোনটি মৌলিক ভ্রাতৃত্ব? (জ্ঞান)

ⓚ ঔরসজাত ⓚ ইসলামি ভ্রাতৃত্ব

ⓖ আত্মীয় সম্পর্কের ভ্রাতৃত্ব ● বিশ্বভ্রাতৃত্ব

২৫৭. আমাদের আদি পিতার নাম কী? (জ্ঞান)

ⓚ হযরত মুহাম্মদ (স) ● হযরত আদম (আ)

ⓖ হযরত মুসা (আ) ⓘ হযরত ইবরাহিম (আ)

২৫৮. আমাদের আদি মাতার নাম কী? (জ্ঞান)

ⓚ হযরত মারিয়াম (আ) ⓚ হযরত খাদিজা (রা)

● হযরত হাওয়া (আ) ⓘ হযরত আয়িশা (রা)

২৫৯. আমিন সাহেব একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তিনি মনে করেন কোনো মানুষের প্রতি অবিচার করা যাবে না। এর কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

● সৃষ্টিগতভাবে সকল মানুষ ভাই ভাই ⓚ অবিচার করা মানুষের ধর্ম নয়

ⓖ মানুষের অধিকার নষ্ট হয় ⓘ আলল্লাহর হক নষ্ট হয়

২৬০. ভ্রাতৃত্ববোধের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও বজায় রাখা অপরিহার্য কেন? (অনুধাবন)

ⓚ পরকালীন সফলতার জন্য ● ইহকালীন শান্তির জন্য

ⓖ পারিবারিক সুখের জন্য ⓘ পারিবারিক কল্যাণের জন্য

২৬১. মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপন করা কী? (জ্ঞান)

ⓚ ফরজ ⓚ আবশ্যক ⓖ গুনাহ ● পুণ্য

২৬২. মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপন করলে আলল্লাহ কী হন? (জ্ঞান)

● খুশি হন ⓚ রাগান্বিত হন ⓖ ব্যথিত হন ⓘ অসন্তুষ্ট হন

২৬৩. সকল সৃষ্টি আলল্লাহর কী? (জ্ঞান)

ⓚ আত্মীয় ⓚ আত্মা ⓖ বন্ধু ● পরিজন

২৬৪. দীনের ব্যাপারে কী নেই? (জ্ঞান)

ⓚ আপোষ ● জবরদস্তি ⓖ ক্ষমা ⓘ ছাড়

২৬৫. কোনটি মহৎ গুণ? (জ্ঞান)

ⓚ পাপ কাজ করা ● নারীর প্রতি সম্মানবোধ

ⓖ নারীকে অত্যাচার করা ⓘ যৌতুক নেয়া

২৬৬. অজ্ঞতার যুগে আরবের লোকেরা কন্যা শিশুকে জীবন্ত কবর দিত কেন? (অনুধাবন)

ⓚ কন্যা শিশু জন্মগ্রহণ করলে ক্ষতির আশংকায়

ⓚ কন্যা শিশুর জন্য রাষ্ট্রকে কর দিতে হতো বলে

ⓖ কন্যা শিশুকে উন্নতির অন্তরায় ভাবত বলে

● কন্যা সন্তানের জন্মকে অপমানজনক মনে করত বলে

২৬৭. মানবজাতিকে কয়জন নারী পুরুষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? (অনুধাবন)

● ২ ⓚ ৪ ⓖ ৬ ⓘ ৫

২৬৮. 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত'– বাণীটির উৎস কী? (প্রয়োগ)

ⓚ কুরআন ● হাদিস ⓖ ইজমা ⓘ কিয়াস

২৬৯. 'নারীগণ তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ' এ উক্তিটি কার? (জ্ঞান)

ⓚ মহানবির ⓚ সাহাবিদের ● আলল্লাহর ⓘ মনীষীদের

২৭০. পুরুষের ভূষণ কী? (জ্ঞান)

ⓚ পোশাক ⓚ চশমা ● নারী ⓘ প্রসাধনী

২৭১. নারীদের ভূষণ কী? (জ্ঞান)

ⓚ সুন্দর পোশাক ⓚ সন্তান ● পুরুষ ⓘ পারফিউম

২৭২. নারীরা স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারবে– এটি নারীর কোন ধরনের অধিকার? (অনুধাবন)

ⓚ সামাজিক ● অর্থনৈতিক ⓖ রাজনৈতিক ⓘ ধর্মীয়

২৭৩. সুফিয়ার বিয়ে হয়ে যাওয়াতে তার বাবা তাকে সম্পত্তির ভাগ দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এখানে কোনটি লঙ্ঘিত হয়েছে? (প্রয়োগ)

● নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ⓚ নারীর স্বাধীনতা

ⓖ ভ্রাতৃত্ববোধ ⓘ নারীর ধর্মীয় অধিকার

২৭৪. পুরুষ যা অর্জন করে তা তার কী? (জ্ঞান)

● প্রাপ্য অংশ ⓚ অধিকার ⓖ বংশধর ⓘ মহানুভবতা

২৭৫. নারী যা অর্জন করে তা তার কী? (জ্ঞান)

ⓚ অধিকার ⓚ মনের ব্যাপার ⓖ সম্বল ● প্রাপ্য অংশ

২৭৬. নারীরা যথার্থভাবে মর্যাদা ও সম্মান ভোগ করতে পারবে কিসের দ্বারা? (উচ্চতর দক্ষতা)

ⓚ মানবরচিত আইন দ্বারা ● কুরআন ও হাদিসের আইন দ্বারা

ⓖ আমেরিকা ও ব্রিটেনের আইন দ্বারা ⓘ নারীর সুবিধা বৃদ্ধি দ্বারা

২৭৭. উত্তম পুরুষ কে? (জ্ঞান)

● স্ত্রীর নিকট যে উত্তম ⓚ যে স্ত্রীর মোহর দেয়

ⓖ যে স্ত্রীর সাথে থাকে ⓘ যে প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যায়

২৭৮. 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম'। কোন গ্রন্থে আছে? (প্রয়োগ)

ⓚ বুখারি ⓚ মুসলিম ● তিরমিযি ⓘ বুখারি ও মুসলিম

২৭৯. তৈমুর তার স্ত্রীকে দিয়ে সংসারের যাবতীয় কাজ করান এবং রূঢ় ভাষায় কথা বলেন। তার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য? (প্রয়োগ)

ⓚ তিনি অসামাজিক লোক ● তিনি পূর্ণাঙ্গ মুমিন নন

ⓖ তিনি জাহান্নামে যাবেন ⓘ তার পার্থিব জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে

২৮০. ইসলাম মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা ও অধিকার ঘোষণা করেছে। তাই নারীর প্রতি আমাদের কর্তব্য কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

ⓚ তাদেরকে দিয়ে উপার্জন করানো ● তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা

ⓖ সংসারের সব কাজ করানো ⓘ তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করা

২৮১. আব্দুল বাতেন নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। এর ফলে তিনি কোনটি লাভ করবেন? (উচ্চতর দক্ষতা)

● ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা ⓚ অর্থনৈতিক উন্নতি

ⓖ সামাজিক প্রতিপত্তি ⓘ নারীর প্রতি সহানুভূতি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮২. আমাদের নারী সমাজকে চলতে হবে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. আল–কুরআন মোতাবেক ii. আল–হাদিস মোতাবেক

iii. বাঙালি সংস্কৃতি মোতাবেক

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৮৩. একজন মুসলিম অন্য মুসলিম ভাইয়ের ত্রুটি– (প্রয়োগ)

i. অবশ্যই খুঁজবে ii. কখনো খুঁজবে না
iii. প্রকাশ করবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৪. দৃষ্টিকে সংযত রাখতে হবে– (অনুধাবন)
i. নারীকে ii. শিশুকে
iii. পুরবষকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৫. সকল সৃষ্টি আলরাহর– (অনুধাবন)
i. পরিবার ii. পরিজন
iii. আত্মীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

২৮৬. বিশ্বের সকল মুসলমান ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। তাই তারা– (উচ্চতর দৰতা)
i. পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করবে
ii. পরস্পরের প্রতি করবণা প্রদর্শন করবে
iii. পরস্পর ধৈর্য ধারণ করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৭. নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভ্রাতৃত্ব ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনুশীলন করে থাকেন। কারণ এগুলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে
ii. নিজ নিজ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করে
iii. দেশ ও জাতির উন্নতিতে ভূমিকা রাখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৮. মাতাপিতার কাছে সন্তান আমানতস্বরূ প। সন্তানের প্রতি মাতাপিতার কর্তব্য হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করা ii. ইংরেজি শিৰা দান করা
iii. সুশিৰা দান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৯. ইমাদ সাহেব নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি তাদের–(প্রয়োগ)
i. কাজ করার সুযোগ দেন ii. বাইরে বের হতে বাধা দেন
iii. ইজ্জত রৰা করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯০. হযরত হালিমা (রা) আগমন করলে মহানবি (স)– (প্রয়োগ)
i. তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন
ii. নিজ চাদর বিছিয়ে তাঁকে বসতে দিলেন
iii. তাঁর পায়ে চুমু খেলেন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯১ ও ২৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি চীনে জাতিগত স্বার্থ, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কারণে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। বেশকিছু দিন ধরে এ অবস্থা চলছে। এ সংঘর্ষে অনেক মানুষ প্রাণ হারায়।

২৯১. কোনটির অনুশীলন করলে চীনে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটত না? (প্রয়োগ)
● ভ্রাতৃত্ব ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি খ পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ
গ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতাবোধ ঘ স্বদেশপ্রেম

২৯২. উক্ত সংঘর্ষের কারণে– (উচ্চতর দৰতা)
i. মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
ii. চীনের উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে
iii.পারস্পরিক বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯৩ ও ২৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাবেয়া বেগম এম এ পাস করেছে। একটি চাকরির সুযোগও পেয়েছে। কিন্তু তার স্বামী কিছুতেই তাকে বাইরে যেতে দেবে না। এ নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। রাবেয়াকে মারধর করে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

২৯৩. রাবেয়া বেগমের স্বামী তার কাজের দ্বারা– (উচ্চতর দৰতা)
i. নারীর প্রতি সুবিচার করেছে ii. নারীর প্রতি অবিচার করেছে
iii.নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯৪. উক্ত কাজের ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে ii. পরকালীন শান্তি বিনষ্ট হবে
iii.সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯৫ ও ২৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জহির সাহেব মজিদ সাহেবের প্রতিবেশী। জহির সাহেব প্রায়ই মজিদ সাহেবের আত্মসম্মানে আঘাত করে কথা বলেন।

২৯৫. জহির সাহেবের আচরণে কিসের অভাব পরিলৰিত হয়? (প্রয়োগ)
ক ভ্রাতৃত্ববোধের ● সম্প্রীতির গ সম্মানবোধের ঘ আমানতের

২৯৬. জহির সাহেবের আচরণের ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হবে ii. পরিবেশ নষ্ট হবে
iii. মনোমালিন্য লেগেই থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-১০ : স্বদেশপ্রেম ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১২৯

At a Glance

- স্বদেশপ্রেম– ইমানের অঙ্গ।
- দেশকে যারা ভালোবাসে তারা– দেশপ্রেমিক।
- রাসুল (স) হিজরত করেছিলেন– মদিনায়।
- আমাদের প্রিয়নবি (স) ছিলেন– প্রকৃত দেশপ্রেমিক।
- দেশপ্রেম ও দেশের সেবা করা– ইবাদতস্বরূ প।
- যে ব্যক্তি নিজ জন্মভূমিকে ভালোবাসেন তিনি– প্রকৃত মুমিন।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯৭. স্বদেশ অর্থ কী? (জ্ঞান)
● নিজ মাতৃভূমি খ বিদেশ গ প্রদেশ ঘ প্রবাস

২৯৮. স্বদেশপ্রেম বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ক নিজ দেশের প্রতি অত্যাচার ● নিজ দেশের প্রতি মমতা
গ নিজ দেশের প্রতি দৃষ্টি ঘ নিজ দেশের প্রকৃতি

২৯৯. মাতৃভূমির প্রতি মানুষের ভালোবাসা কোন প্রকৃতির স্বভাব? (জ্ঞান)
ক আইনানুগ খ বাধ্যতামূলক ● সহজাত ঘ প্রাকৃতিক

৩০০. স্বদেশের প্রতি আকর্ষণকে কী বলে? (জ্ঞান)
● স্বদেশপ্রেম খ মিতব্যয়িতা গ সহানুভূতি ঘ আত্মীয়তা

৩০১. 'স্বদেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ– উক্তিটি কী? (প্রয়োগ)
ক কুরআন খ হাদিস
● মনীষীদের কথা ঘ কিয়াম

৩০২. 'হুব্বুল ওয়াতান' মানে কী? (জ্ঞান)
ক প্রকৃতিপ্রেম ● স্বদেশপ্রেম গ পরিচ্ছন্নতা ঘ সরলতা

৩০৩. দেশপ্রেম ইমানের কী? (জ্ঞান)
ক বহিঃপ্রকাশ খ আত্মপ্রকাশ ● অঙ্গ ঘ অস্তিত্ব

৩০৪. সুনাগরিকের দায়িত্ব কোনটি? (উচ্চতর দৰতা)
ক দেশকে ধ্বংস করা খ কর ফাঁকি দেওয়া
গ দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো ● দেশকে ভালোবাসা

৩০৫. সবুজ সাহেব একজন ধার্মিক মুসলমান। তার কর্তব্য কী? (উচ্চতর দৰতা)
● দেশের স্বার্থরৰায় কাজ করা খ নিজ দেশে বসবাস করা
গ দেশের সম্পদ রৰণাবেৰণ করা ঘ জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখা

৩০৬. আমাদের প্রিয় নবি (স) মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন কেন? (অনুধাবন)
ক মদিনাকে ভালোবাসার কারণে ● কাফিরদের অত্যাচারের কারণে
গ ব্যবসা–বাণিজ্যের সুবিধার্থে ঘ আত্মীয়স্বজনের আহ্বানে

৩০৭. কামাল একজন সরকারি অফিসার। সে সীমান্ত রৰায় প্রায় রাতই নিজের ঘুমকে বিসর্জন দেয়। তাকে আমরা কী বলব? (প্রয়োগ)
ক কর্তব্যরত অফিসার ● দেশপ্রেমিক
গ মানবতাবাদী ঘ আত্মত্যাগী

৩০৮. যারা মাতৃভূমি রৰার জন্য বিনিদ্র রাত সীমান্ত পাহারায় কাটায় তাদের আমরা কী বলব? (জ্ঞান)
ক মানবতাবাদী খ অত্যাচারী ● দেশপ্রেমিক ঘ কর্তব্যপরায়ণ

৩০৯. মশিউর সরকারি রাস্তার পাশে নিজ খরচে বিভিন্ন ফলের গাছ লাগালেও তা থেকে নিজে কোনো উপকার গ্রহণ করেন না। মশিউরের মধ্যে কোন গুণের প্রতিফলন ঘটেছে? (প্রয়োগ)
ক কর্তব্যপরায়ণ খ পরিচ্ছন্নতা গ প্রকৃতিপ্রেম ● স্বদেশপ্রেম

৩১০. বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী নূর মুহাম্মদ শেখ দেশের স্বাধীনতা রৰায় যুদ্ধ করে শহিদ হন। তার মধ্যে কোনটির প্রকাশ ঘটেছে? (প্রয়োগ)
ক যুদ্ধ কৌশল ● দেশপ্রেম
গ বীরত্ব প্রকাশ ঘ মাতৃত্বের অধিকার

৩১১. স্বদেশপ্রেম প্রমাণিত হয় কীভাবে? (অনুধাবন)
ক উচ্চশিৰার মাধ্যমে খ সেনাবাহিনীতে যোগদানের দ্বারা
● দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের দ্বারা ঘ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ দ্বারা

৩১২. জসিম দেশকে ভালোবাসে। দেশপ্রেমের সর্বোচ্চ পরিচয় দিতে সে কোনটি করবে? (উচ্চতর দৰতা)
ক দেশের স্বারের্থ কাজ করবে ● দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে
গ দেশের সম্পদ রৰণাবেৰণ করবে ঘ জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখবে

৩১৩. সন্তানের নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও দেশের প্রয়োজনে বেলাল সাহেব ছেলেকে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এখানে কোনটি প্রকাশিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
● স্বদেশপ্রেম খ কর্তব্যপরায়ণতা
গ মহানুভবতা ঘ দৃঢ়তা

৩১৪. দেশপ্রেমের পূর্বশর্ত কী? (জ্ঞান)
ক প্রকৃতিকে ভালোবাসা ● মানুষকে ভালোবাসা
গ দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো ঘ রাজনীতি করা

৩১৫. সুবিদ আলী দেশের কৃষি, শিৰা, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি কাজ করার মাধ্যমে দেশপ্রেমের পরিচয় দেন। তার এ কর্মকাণ্ড দ্বারা দেশের কী লাভ হবে? (উচ্চতর দৰতা)
ক দেশ বর্ধিত হবে খ দেশের মাটির উন্নয়ন হবে
● দেশের উন্নয়ন হবে ঘ পর নির্ভরশীল হবে

৩১৬. কিসের ওপর জাতির সফলতা নির্ভর করে? (উচ্চতর দৰতা)
ক নফল সালাতের খ কুরআন তিলাওয়াতের
গ নফল সাওমের ● স্বদেশপ্রেমের

৩১৭. সোহান নিজেকে একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। দেশের সর্বোচ্চ প্রয়োজনে তার করণীয় কী? (উচ্চতর দৰতা)
ক দেশের উন্নতিতে কাজ করা খ দেশের সম্পদের সদ্ব্যবহার করা
গ দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ না করা ● দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১৮. দেশের উন্নতির জন্য দেশের সম্পদ– (প্রয়োগ)
i. অপচয় রোধ করা
ii. অপব্যয় না করা
iii. বিনষ্ট না করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩১৯. দেশের প্রতি কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হলো– (অনুধাবন)
i. দেশকে ভালোবাসা
ii. দেশের স্বাধীনতা রৰায় ত্যাগ স্বীকার করা
iii. দেশের উন্নতিতে কাজ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২০. প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি– (উচ্চতর দৰতা)
i. নিজ জন্মভূমিকে ভালোবাসেন
ii. দেশের স্বার্থরৰায় কাজ করেন
iii. দেশের স্বার্থকে ছোট করে দেখেন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২১. দেশকে হিফাজত করতে না পারলে হিফাজত করা যায় না– (উচ্চতর দৰতা)
i. নিজ ধর্মকে
ii. দেশের মানুষকে
iii. নিজের স্বার্থকে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩২২ ও ৩২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মহানবি (স) বলেছেন, "দেশরৰার জন্য সীমান্ত পাহারায় আলরাহর রাস্তায় বিনিদ্র রজনী যাপন করা দুনিয়া ও এর মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।"

৩২২. হাদীসে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের ইসলামে এত বেশি গুরবত্ব দেওয়ার কারণ তারা– (উচ্চতর দৰতা)
i. জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করে
ii. বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে
iii. দেশপ্রেমিক হিসেবে কর্তব্য পালন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২৩. উক্ত হাদিসে নিচের কোন বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
● দেশপ্রেম খ মহানুভবতা
গ কর্তব্যপরায়ণতা ঘ সততা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩২৪ ও ৩২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শ্রেণিকৰে ধর্মীয় শিৰক সানোয়ার সাহেব বলেন, আমাদের প্রিয় নবি (স) কাফিরদের অত্যাচারে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাওয়ার সময় তিনি বার বার মক্কার দিকে, কাবার দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলেন।

৩২৪. অনুচ্ছেদের প্রধান বিষয়বস্তু কী? (প্রয়োগ)
ক ন্যায়পরায়ণতা খ সততা
গ কর্তব্যপরায়ণতা ● দেশপ্রেম

৩২৫. অনুচ্ছেদটি পড়ে তোমার যা করণীয়– (উচ্চতর দৰতা)
i. বিদেশে বাড়িঘর তৈরি করা
ii. দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রৰায় ত্যাগ স্বীকার

iii. দেশের মানুষকে ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-১১, ১২ ও ১৩ : কর্তব্যপরায়ণতা, পরিচ্ছন্নতা ও মিতব্যয়িতা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৩১-১৩৪

At a Glance

- মানবজীবনে সফলতা লাভের হাতিয়ার– কর্তব্যপরায়ণতা।
- আলরাহ তায়ালা একনিষ্ঠ বান্দা বলেছেন– কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিকে।
- মুমিনের অন্যতম গুণ– কর্তব্যপরায়ণতা।
- মহান আলরাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন– তাঁর ইবাদতের জন্য।
- যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করাই হলো– কর্তব্যপরায়ণতা।
- তাহারাত শব্দের অর্থ– পরিচ্ছন্নতা।
- মানুষের সকল অপবিত্রতা দূর হয়– ওযু দ্বারা।
- ইসলামে ওযু–গোসলের বিধান রাখা হয়েছে– পবিত্র হওয়ার জন্য।
- পরিবেশের অন্যতম উপাদান– পানি ও বায়ু।
- পরিষ্কার, সুন্দর ও পরিপাটি অবস্থাকে বলে– পরিচ্ছন্নতা।
- পরিচ্ছন্নতার আরবি প্রতিশব্দ– নাজাফাত।
- মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো– পরিচ্ছন্ন থাকা।
- মানবসমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে মিতব্যয়িতা।
- মিতব্যয়িতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত– মহানবি (স)।
- মুমিনের একটি গুণ হলো– মিতব্যয়িতা।
- মানুষের মধ্যে মনোমালিন্য ও শত্রুতার জন্ম দেয়– কৃপণতা।
- অপচয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি পন্থা হলো– মিতব্যয়িতা।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২৬. কর্তব্যপরায়ণতা কোন আখলাকের অন্তর্ভুক্ত? (জ্ঞান)

ক আখলাকে যামিমাহ খ আখলাকে যায়িদা
গ আখলাকে সায়্যিআহ ● আখলাকে হামিদাহ

৩২৭. সার্বিক উন্নতির চাবিকাঠি কী? (জ্ঞান)

ক ব্যবসা করা খ মৎস্য চাষ করা
● কর্তব্যপরায়ণতা ঘ কৃষি কাজ করা

৩২৮. কর্তব্যপরায়নতা কী? (জ্ঞান)

● যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন খ নিয়মিত কাজ
গ উদ্দেশ্য সাধন ঘ সচেতন থাকা

৩২৯. মানবজীবনে সফলতা লাভের হাতিয়ার কোনটি? (জ্ঞান)

● কর্তব্যপরায়ণতা খ সালাত
গ মিতব্যয়িতা ঘ সাওম

৩৩০. রাতুল তার প্রতিবেশী অসুস্থ শুনেও ঘরে বসে হাসি–তামাশা করছেন। তাঁর খোঁজ নিচ্ছেন না। তার কাজে কোনটি প্রতিফলিত হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক লোভ ● কর্তব্যে অবহেলা
গ অহঙ্কার ঘ হিংসা

৩৩১. যে ব্যক্তি কর্তব্যপরায়ণ সকলে তাকে কী করে? (জ্ঞান)

ক অপছন্দ করে খ ঘৃণা করা ● ভালোবাসে ঘ অপমান করে

৩৩২. আলরাহ তায়ালা মানুষের ওপর কিছু দায়িত্ব–কর্তব্য অর্পণ করেছেন। এর কারণ কী? (জ্ঞান)

● মানুষের উন্নতি ও সফলতার জন্য খ মানুষের মন জয় করার জন্য
গ আলরাহর নিজস্ব প্রয়োজনে ঘ নবি–রাসুলের প্রয়োজনে

৩৩৩. রিপন নবম শ্রেণির ছাত্র। সে প্রতিদিন স্কুলে যায়, শিৰকদের সম্মান করে। রিপন সম্পর্কে কোনটি প্রযোজ্য? (জ্ঞান)

ক সত্যবাদী ● কর্তব্যপরায়ণ
গ আমানতদার ঘ দেশপ্রেমিক

৩৩৪. কর্তব্যপরায়ণতা মুমিনের অন্যতম কী? (জ্ঞান)

● গুণ খ বৈশিষ্ট্য গ পরিচয় ঘ কাজ

৩৩৫. 'প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার গ্রহণ করবে না–' এ আয়াতে কোনটির গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক মিতব্যয়িতা ● কর্তব্যপরায়ণতা
গ সত্যবাদিতা ঘ পরিচ্ছন্নতা

৩৩৬. আলরাহ তায়ালা দুনিয়াতে আমাদের নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়েছেন কেন? (অনুধাবন)

ক উন্নতি করার জন্য ● পরীৰা করার জন্য
গ ব্যস্ত রাখার জন্য ঘ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য

৩৩৭. কর্তব্যের ব্যাপারে পরকালে জিজ্ঞাসা করা হবে। কারা এৰেত্রে সফল হবে? (উচ্চতর দৰতা)

● যারা সঠিকভাবে কর্তব্য পালন করেছে
খ যারা উত্তমরূপে নফল নামায পড়েছে
গ যারা সৎভাবে জীবনযাপন করেছে
ঘ যারা হালাল উপার্জন করেছে

৩৩৮. সরকারি চাকরিজীবী জনাব কামরান তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করেন না। এর ফলে তার চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে? (উচ্চতর দৰতা)

ক পদোন্নতি বঞ্চিত হবেন খ সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে
গ চাকরিচ্যুত হতে পারেন ● জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবেন

৩৩৯. জুলহাস তার কর্তব্য কাজে অবহেলা করে দায়িত্ব পালন করেনি। তার পরকালীন পরিণতি কী হবে? (উচ্চতর দৰতা)

● জাহান্নাম খ আরাফ
গ জবাবদিহির কঠোরতা ঘ পরিশেষে ৰমা

৩৪০. পরিচ্ছন্নতা বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)

ক অপবিত্র, হালাল অবস্থা ● পরিষ্কার, পরিপাটি অবস্থা
গ সুন্দর, অপবিত্র অবস্থা ঘ হারাম, দৃষ্টিনন্দন অবস্থা

৩৪১. পরিচ্ছন্নতার আরবি প্রতিশব্দ কী? (জ্ঞান)

ক হামিলাহ খ হামিদাহ ● নাজাফাহ ঘ হারামাহ

৩৪২. পবিত্রতা ইমানের কতটুকু অংশ? (জ্ঞান)

ক সামান্য অংশ ● অর্ধেক গ এক চতুর্থাংশ ঘ এক পঞ্চমাংশ

৩৪৩. ইবাদত করার জন্য কী প্রয়োজন? (জ্ঞান)

ক গোসল খ পরিচ্ছন্নতা ● পবিত্রতা ঘ তায়াম্মুম

৩৪৪. কী ব্যতীত ইবাদত কবুল হয় না? (জ্ঞান)

ক জায়নামাজ খ টুপি ● পবিত্রতা ঘ জামা

৩৪৫. নখ বড় হলে কী হয়? (জ্ঞান)

● ময়লা জমে খ অরবচি হয় গ সৌন্দর্য বাড়ে ঘ অভদ্র দেখায়

৩৪৬. 'নিশ্চয়ই প্রস্রাবই বেশির ভাগ কবর আযাবের কারণ হয়ে থাকে'– এ হাদিসের দ্বারা কোনটির গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক শালীনতা ● পরিচ্ছন্নতা গ আমানত ঘ মিতব্যয়িতা

৩৪৭. মিতব্যয়িতা কিসের অন্যতম দিক? (জ্ঞান)

● আখলাকে হামিদাহ খ আখলাকে যামিমাহ
গ আখলাকে হাসিনা ঘ আখলাকে উযমা

৩৪৮. মিতব্যয়িতা কী? (জ্ঞান)

ক সৎভাবে জীবনযাপন করা ● প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করা
গ বেশি খরচ করা ঘ কৃপণতা করা

৩৪৯. কুরআনে কাকে শয়তানের ভাই বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে? (অনুধাবন)

ক সুদখোরকে ● অপব্যয়ীকে
গ খিয়ানতকারীকে ঘ ছিনতাইকারীকে

৩৫০. খাদিজা প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়েও বিলাসিতা পরিহার করে সংসারের জন্য প্রয়োজন মাফিক খরচ করেন। খাদিজাকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)

ক সম্পদশালী ● মিতব্যয়ী গ কৃপণ ঘ বিলাসী

৩৫১. মিতব্যয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক গুণ–এটি সম্পর্কে নিচের কোনটি প্রযোজ্য? (উচ্চতর দৰতা)

● সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে
ⓖ মানুষের মধ্যে শত্রবতা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করে
ⓖ জান্নাতের পথ সুগম হয়
ⓖ সমাজকে ভারসাম্যপূর্ণ করে

৩৫২. মিতব্যয়িতা কোথায় শান্তি বয়ে আনে? (জ্ঞান)
● সমাজে ⓖ রাষ্ট্রে ⓖ দেশে ⓖ বিদেশে

৩৫৩. অর্থ ব্যয় করার ৰেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার লৰণ। এটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ বুখারি ⓖ মুসলিম ● মুসনাদে আহমাদ | সুনানে আবু দাউদ

৩৫৪. শাহেদ তার মেয়ের বিয়েতে প্রচুর সম্পদ খরচ করেন। অথচ এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইসলামের দৃষ্টিতে তাকে কী বলা হবে? (প্রয়োগ)
ⓚ মুমিনের বন্ধু ⓖ আলৱাহর বন্ধু
● শয়তানের ভাই ⓖ শয়তানের বাবা

৩৫৫. রাসুল (স)–এর আদর্শ অনুযায়ী আমরা কোন কাজটি করব? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ বিলাসী জীবন কাটাব
ⓖ কম টাকা–পয়সা খরচ করব
● প্রয়োজন মাফিক সম্পদ খরচ করে তুষ্ট থাকব
ⓖ অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করব

৩৫৬. মহব্বত সাহেব তার অফুরন্ত সম্পদ থেকে পরিবারের জন্য প্রয়োজন মাফিক সম্পদ ব্যয় করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তার পরিচয় কোনটি? (প্রয়োগ)
ⓚ কর্তব্যপরায়ণ ● মিতব্যয়ী ⓖ সম্পদশালী ⓖ ৰমাশীল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৫৭. মানুষ হিসেবে আমাদের উপর রয়েছে– (অনুধাবন)
i. দায়িত্ব ii. অবহেলা
iii. কর্তব্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓖ ii ⓖ iii ● i ও iii

৩৫৮. নিশ্চয়ই আলৱাহ তাওবাকারীদের– (অনুধাবন)
i. ঘৃণা করেন ii. ভালোবাসেন
iii. পছন্দ করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩৫৯. ব্যয় করার ৰেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা– (অনুধাবন)
i. নির্বুদ্ধিতার কাজ ii. অপমানজনক কাজ
iii. বুদ্ধিমত্তার কাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓖ ii ● iii ⓖ i, ii ও iii

৩৬০. মাহিনা একজন ছাত্রী। সে তার কর্তব্য পালন করবে– (প্রয়োগ)
i. শিৰকদের সম্মান করে ii. ঠিকমতো লেখাপড়া করে
iii. আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩৬১. আরজু একজন মুমিন ব্যক্তি। তিনি সর্বদা– (প্রয়োগ)
i. পরিষ্কার থাকেন ii. পবিত্র থাকেন
iii. ব্যস্ত থাকেন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩৬২. পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদের। সুতরাং– (উচ্চতর দৰতা)
i. ডাস্টবিনে ময়লা না ফেলা ii. রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা
iii. পরিচ্ছন্ন কর্মীদের সাহায্য করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩৬৩. ফাতেমা বেগম একজন গৃহিণী। তিনি প্রয়োজনমাফিক খরচ করেন। কৃপণতা করেন না, আবার অপচয়ও করেন না। তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে– (প্রয়োগ)
i. মুমিনের গুণ ii. মিতব্যয়িতা
iii. কৃপণতা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩৬৪. পরকালে আলৱাহ কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সেদিন মুক্তিলাভ করবে– (উচ্চতর দৰতা)
i. সম্পদশালী ব্যক্তিগণ ii. কর্তব্যপালনকারীগণ
iii. দুনিয়ার সফল ব্যক্তিগণ
নিচের কোনটি সঠিক?
● ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩৬৫. মুসলিম হিসেবে আমাদের কর্তব্য রয়েছে– (উচ্চতর দৰতা)
i. পিতামাতার প্রতি ii. আত্মীয়–স্বজনদের প্রতি
iii. গরিব–দুঃখীদের প্রতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৬৬. আকলিমা নিজেকে সব সময় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করে। সে–(প্রয়োগ)
i. ওযু করে ii. গোসল করে
iii. আলৱাহর ইবাদত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩৬৭. মানুষ দৈনিক পাঁচবার সালাতের পূর্বে ওযু করে। এর দ্বারা– (উচ্চতর দৰতা)
i. মানুষের সকল অপবিত্রতা দূর হয় ii. মানুষের পাপ মাফ হয়
iii. মানুষ পরিচ্ছন্ন থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৬৮. জনাব আহাদ মিতব্যয়ী ব্যক্তি। তিনি মুক্ত থাকবেন– (প্রয়োগ)
i. আরাম–আয়েশ থেকে ii. লোভ–লালসা থেকে
iii. পরিশ্রম করা থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৬৯ ও ৩৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মালেকা নবম শ্রেণির ছাত্রী। সে ঠিকমতো লেখাপড়া করে, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সংৱৰণ করে, শিৰকদের সম্মান করে এবং তাঁদের কথা মেনে চলে।

৩৬৯. মালেকা সম্পর্কে নিচের কোনটি প্রযোজ্য? (প্রয়োগ)
ⓚ দেশপ্রেমিক ● কর্তব্যপরায়ণ
ⓖ মিতব্যয়ী ⓖ আমানতদার

৩৭০. এরূ প কাজের ফলে সে– (উচ্চতর দৰতা)
i. জীবনের সর্বৰেত্রে ব্যর্থ হবে ii. জীবনে সফলতা লাভ করবে
iii. সবার ভালোবাসা লাভ করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

➲ ১৪ ও ১৫ : আত্মশুদ্ধি, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৩৬-১৩৮

At a Glance

- মানুষের অন্তর হলো– স্বচ্ছ কাঁচের মতো।
- অন্তরাত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন সম্ভব– আত্মশুদ্ধি দ্বারা।
- কলবের সংশোধনই হলো– আত্মশুদ্ধি।

- মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়– আত্মশুদ্ধি।
- ইহজীবনে মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করে– আত্মশুদ্ধি।
- সফলতা লাভের মাধ্যম হলো– আত্মশুদ্ধি।
- অন্তর পরিষ্কার রাখার যন্ত্র হলো– আলরাহর যিকির।
- আমর বিল মারবফ ও নাহি আনিল মুনকার– মুমিনগণের বৈশিষ্ট্য।
- সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজের নিষেধ করা দ্বারা সফলতা লাভ করা যায়। দুনিয়া ও আখিরাতে।
- সৎকাজের আদেশ দ্বারা বিকশিত হয়– সদাচরণ ও নৈতিক গুণাবলি।
- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ দ্বারা সমাজে– দীন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- আমর বিল মারবফ ও নাহি আনিল মুনকার ব্যতীত কোনো ব্যক্তি হতে পারবে না– পূর্ণাঙ্গ মুমিন।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৭১. আত্মশুদ্ধি অর্থ কী? (জ্ঞান)
● নিজের সংশোধন ⓖ নিজেকে ছোট করা
ⓖ আত্মাকে শান্তি দেওয়া ⓖ আত্মার পরিতৃপ্তি

৩৭২. আত্মশুদ্ধির আরবি পরিভাষা কী? (জ্ঞান)
ⓚ রিসালাতুন নাফস ⓖ তাহারাতুন নাফস
● তাযকিয়াতুন নাফস ⓖ এতমেনানুন নাফ্স

৩৭৩. নেওয়াজ সাহেব সকল প্রকার পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। তার অন্তর খাঁটি ও পবিত্র। ইসলামের দৃষ্টিতে তার সম্পর্কে কোনটি প্রযোজ্য? (প্রয়োগ)
ⓚ তিনি খাঁটি ইমানদার
● তিনি আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছেন
ⓖ তিনি সমাজের একজন প্রভাবশালী লোক
ⓖ তিনি জান্নাতে যাবেন

৩৭৪. ইবাদতের পূর্বশর্ত কী? (জ্ঞান)
● পবিত্রতা ⓖ গোসল ⓖ ইমান ⓖ তায়াম্মুম

৩৭৫. জারিফ সাহেব সবধরনের কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকেন, সকল পাপাচার ও অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তার সম্পর্কে নিচের কোনটি প্রযোজ্য? (প্রয়োগ)
ⓚ তিনি জ্ঞান লাভ করেছেন ● তিনি আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছেন
ⓖ তিনি সম্মান লাভ করেছেন ⓖ তিনি মর্যাদা লাভ করেছেন

৩৭৬. আত্মা পবিত্র হলে– (জ্ঞান)
ⓚ মুক্তি পাওয়া যায় ⓖ শাস্তি পাওয়া যায়
● সফলতা লাভ করা যায় ⓖ শান্তি পাওয়া যায়

৩৭৭. পরকালীন জীবনের সফলতা কিসের উপর নির্ভরশীল? (জ্ঞান)
● আত্মশুদ্ধি ⓖ আত্মার কলুষতা
ⓖ আত্মার খোরাক ⓖ আত্মশান্তি

৩৭৮. ইসলামে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব বেশি কেন? (অনুধাবন)
ⓚ আত্মার উন্নতির জন্য ● পরকালীন সফলতার জন্য
ⓖ গুনাহ মাফের জন্য ⓖ ধন–সম্পদের জন্য

৩৭৯. মানুষের অন্তর কেমন? (জ্ঞান)
ⓚ ঘরের মতো ⓖ আয়নার মতো
● স্বচ্ছ কাচের মতো ⓖ পানির মতো

৩৮০. মানুষের অন্তরে কালো দাগ পড়ে কেন? (অনুধাবন)
ⓚ অসুখের কারণে ⓖ দুর্বলতার কারণে
ⓖ স্বভাবগত কারণে ● গুনাহ করলে

৩৮১. কোন পথে চললে আত্মা কলুষিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ভালো পথে ● মন্দ পথে
ⓖ রাসুলের পথে ⓖ কল্যাণের পথে

৩৮২. জনাব মারবফ অন্যায়–অত্যাচার, সন্ত্রাস–নির্যাতনসহ সব ধরনের কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থেকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করেন। এতে তার কী লাভ হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ আত্মশুদ্ধি ● নৈতিক ও মানবিক আদর্শ
ⓖ ইখলাস ⓖ যুহদ

৩৮৩. অন্তর পরিষ্কারের যন্ত্র কোনটি? (জ্ঞান)
● আলরাহর যিকির ⓖ সালাত
ⓖ হজ ⓖ সাওম

৩৮৪. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ–এর আরবি পরিভাষা কী? (জ্ঞান)
ⓚ আল মারবফ ওয়াল মুনকার
ⓖ ওয়াল মুনকার ইলরা মান আতা
● আমর বিল মারবফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার
ⓖ ক্বাদ আফলাহা মান যাক্কাহা

৩৮৫. আমর বিল মারবফ অর্থ কী? (জ্ঞান)
ⓚ সৎ কাজের চেষ্টা ● সৎ কাজের আদেশ
ⓖ অসৎ কাজের নিষেধ ⓖ অসৎ কাজের নির্দেশ

৩৮৬. নাহি আনিল মুনকার কী? (জ্ঞান)
ⓚ ভালো কাজের পরামর্শ ⓖ মন্দ কাজের আদেশ
ⓖ সৎকাজের আদেশ ● অসৎ কাজে নিষেধ

৩৮৭. সিয়াম এলাকার ইমানদার যুবকদের সাথে নিয়ে গ্রামের গাঁজার আসরটি ভেঙ্গে দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে তার এ কাজটি কী? (প্রয়োগ)
ⓚ আমর বিল মারূ ফ ● নাহি আনিল মুনকার
ⓖ জিহাদ ফি সাবিলিলরাহ ⓖ দা'ওয়াহ ইলালরাহ

৩৮৮. হাদিসে 'নাহি আনিল মুনকারের' কয়টি স্তর বর্ণনা করা হয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ ৫ ⓖ ২ ⓖ ৭ ● ৩

৩৮৯. রিহান রাস্তায় প্রকাশ্যে মদ খাচ্ছিল। রাসেল তার এ কাজে বাধা দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে তার কাজটিকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
● নাহি আনিল মুনকার ⓖ আমর বিল মারবফ
ⓖ দায়ি ইলালরাহ ⓖ সিরাতুল মুস্তাকিম

৩৯০. রাসেলের বাবা তাকে প্রতিদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধলোকটিকে রাস্তা পারাপার করে দেয়ার পরামর্শ দেন। তার কাজটিকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
● সৎকাজে উৎসাহ দান ⓖ অসৎকাজ থেকে দূরে রাখা
ⓖ অসৎকাজে প্ররোচিত করা ⓖ সৎকাজ থেকে দূরে রাখা

৩৯১. জনাব ইমরান ইসলামি পাঠাগারের অন্তর্ভুক্ত থেকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে থাকেন। এর ফলে তিনি কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ দুনিয়ায় সম্মান ও মর্যাদা ⓖ প্রচুর ধন–সম্পদ
● দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা ⓖ রাজনৈতিক নেতৃত্ব

৩৯২. সৎ কাজের আদেশ করতে বলা হয়েছে কোন কিতাবে? (জ্ঞান)
● কুরআনে ⓖ তাওরাতে ⓖ সহিফায় ⓖ ইনজিলে

৩৯৩. 'শ্রেষ্ঠ জাতি' বলতে তুমি কাদের বুঝবে? (অনুধাবন)
● মানুষদের ⓖ নবিদের ⓖ রাসুলদের ⓖ ফেরেশতাদের

৩৯৪. সৎকাজের আদেশ সমাজে কিসের প্রসার ঘটায়? (জ্ঞান)
ⓚ ইমান ও ইসলামের ● সৎ ও ন্যায় কাজের
ⓖ উন্নতি ও অগ্রগতির ⓖ ভালোবাসা ও মমতার

৩৯৫. সৎকাজে উৎসাহ দেওয়া ও অসৎকাজে বাধা দেওয়া মানুষের জন্য দুটি অপরিহার্য কাজ। কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● এর ওপর দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা নির্ভর করে
ⓖ এর মাধ্যমে দুনিয়ার শান্তিময় জীবনযাপন সম্ভব
ⓖ এটি মানুষকে উন্নতির পথে পরিচালিত করে
ⓖ এর জন্য মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে

৩৯৬. কর্মের প্রতিফল কার নিকট? (জ্ঞান)
ⓚ রাসুল (স)–এর ⓖ সমাজপতির ● আলরাহর ⓖ পরিবার প্রধানের

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৯৭. তাযকিয়াতুন নাফসের উদ্দেশ্য– (প্রয়োগ)

i. পাপ থেকে বিরত থাকা ii. অনৈতিক কর্ম না করা

iii. ভালো চাকরি পাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ● i ও ii

৩৯৮. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ফলে সমাজে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. দীন প্রতিষ্ঠিত হয় ii. অন্যায় বেড়ে যায়

iii. শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৯৯. আত্মশুদ্ধি মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করে। এর ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. মানুষ কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকে

ii. আদর্শ মানুষ হিসেবে পরিচিতি পায়

iii. মানুষ সব ধরনের সহযোগিতা পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪০০ ও ৪০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাব্বির সর্বদা যিকিরে মশগুল থাকেন। তিনি করিমকে বলেন, যিকিরের ফলে মানুষের অন্তর পবিত্র হয়। আপনি যিকিরে মশগুল থাকুন।

৪০০. সাব্বিরের করা ইবাদতটি কিসের জন্য করা হয়? (প্রয়োগ)

● সাওয়াবের খ নিয়মতান্ত্রিক

গ ভালো হওয়া ঘ আল্লাহ তায়ালা ভালো বলবে

৪০১. উক্ত ইবাদতের ফলে সাব্বির– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. আত্মশুদ্ধি লাভ করবে ii. সৎমানুষ হবে

iii. প্রিয় বান্দা হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-১৬ : আখলাকে যামিমাহ ➡

বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৪০

At a Glance

- মানবচরিত্রের– বহু নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
- আখলাকে যামিমাহ অর্থ– নিন্দনীয় স্বভাব।
- পশুর চেয়ে অধম সে যার চরিত্র– অসৎ।
- মন্দ চরিত্রের মানুষ সমাজে– ঘৃণার পাত্র।
- মন্দ চরিত্রের লোকদেরকে কেউ– ভালোবাসে না।
- সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে– আখলাকে যামিমাহ।
- পরকালীন জীবনে শোচনীয় পরিণতি হবে– অসচ্চরিত্রের মানুষের।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪০২. আখলাকে যামিমাহ অর্থ কী? (জ্ঞান)

● নিন্দনীয় স্বভাব খ প্রশংসনীয় স্বভাব

গ উত্তম স্বভাব ঘ তুলনামূলক স্বভাব

৪০৩. মানবচরিত্রের কোন স্বভাবগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বলে? (জ্ঞান)

● নিন্দনীয় স্বভাব খ প্রশংসনীয় স্বভাব

গ উত্তম স্বভাব ঘ সুন্দর স্বভাব

৪০৪. আখলাকে যামিমাহর অপর নাম কী? (জ্ঞান)

ক আখলাকে হাসানাহ ● আখলাকে সায়্যিআহ

গ আখলাকে হাবিবাহ ঘ আখলাকে শারিয়াহ

৪০৫. আখলাকে সায়্যিআহ অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক ভালো স্বভাব খ ভালো গুণাবলি

● মন্দ স্বভাব ঘ সচ্চরিত্র

৪০৬. দালালচক্র চাকরির লোভ দেখিয়ে বিদেশে লোক পাচার করে শেষে তাদের থেকে মুক্তিপণ আদায় করে। তাদের চরিত্রে কোনটি ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)

ক আখলাকে হামিদাহ খ আখলাকে হুসনা

● আখলাকে যামিমাহ ঘ আখলাকে উজমা

৪০৭. শাহিন আলম সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মানুষের সাথে প্রতারণা করে। তার চরিত্রে কোন আখলাকের প্রতিফলন ঘটেছে? (প্রয়োগ)

ক আখলাকে হামিদাহ ● আখলাকে যামিমাহ

গ আখলাকে হাসানাহ ঘ আখলাকে যায়িদাহ

৪০৮. মানবজীবনে আখলাকে যামিমাহর কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি মানবজীবনে কী প্রভাব ফেলে? (উচ্চতর দক্ষতা)

● বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে খ জীবনকে উন্নত করে

গ সমৃদ্ধি আনয়ন করে ঘ মহিমান্বিত করে

৪০৯. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয় কেন? (অনুধাবন)

ক আখলাকে হামিদাহর কারণে ● আখলাকে যামিমাহর কারণে

গ আখলাকে হাবিবাহর কারণে ঘ আখলাকে হাসানার কারণে

৪১০. মানব পাচারকারীরা থাইল্যান্ডের গহীন জঙ্গলে নারী–পুরুষ–শিশুদের বন্দী করে অমানবিক নির্যাতন করে শেষে মুক্তিপণ নিয়ে হত্যা করে। তাদের পরকালীন পরিণতি কী? (প্রয়োগ)

ক সন্তুষ্টি ● জাহান্নাম গ শান্তি ঘ জান্নাত

৪১১. আখলাকে যামিমাহ অত্যন্ত ঘৃণিত ও বর্জনীয় স্বভাব। এর ফলাফল কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক সত্যিকার মানুষ হিসেবে পরিচিত না হওয়া

খ ইমান ও আমলের পরিপন্থী

● দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত

ঘ সবরকমের সুবিধা থেকে বঞ্চিত

৪১২. কী থেকে সকলের বেঁচে থাকা উচিত? (জ্ঞান)

ক আনন্দ থেকে খ বন্ধুত্ব থেকে

গ বেশি খাওয়া থেকে ● অসৎচরিত্র থেকে

৪১৩. আমরা অসৎচরিত্র ত্যাগ করে কী অবলম্বন করব? (জ্ঞান)

● সচ্চরিত্র খ ক্রোধ গ প্রতারণা ঘ মন্দ স্বভাব

৪১৪. সকলের প্রিয়পাত্র হওয়া যায় কীভাবে? (অনুধাবন)

ক বেশি বেশি দান করে ● সচ্চরিত্রবান হয়ে

গ সালাত আদায় করে ঘ লেখাপড়া করে

৪১৫. থাইল্যান্ডের সেনাবাহিনী সাগরে ভাসমান লোকদের উদ্ধার করে চিকিৎসা দিচ্ছে। তাদের আচরণে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)

ক সহায়তা খ সাহায্য করা

গ অনুদান প্রদান ● আখলাকে হামিদাহ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪১৬. আমরা অসৎচরিত্র ত্যাগ করে সচ্চরিত্রবান হব। এতে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সকলের প্রিয়পাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হবে

ii. কঠিন শাস্তি পেতে হবে

iii. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪১৭. আখলাকে যামিমাহ এর উদাহরণ হলো– (অনুধাবন)

i. মিথ্যা ii. প্রতারণা

iii. গিবত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ● i, ii ও iii

৪১৮. ঐ লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে– (প্রয়োগ)

i. দুশ্চরিত্রবান ii. রূঢ় স্বভাবের

iii. সত্যিকার মানুষ

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৪১৯. আলৱাহ চরিত্রহীন লোককে ভালোবাসেন না, কারণ তারা– (উচ্চতর দৰতা)

i. নামায পড়ে না ii. পাপাচারে লিপ্ত থাকে

iii. আলৱাহর অবাধ্য হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪২০ ও ৪২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ইবরাহিম একজন চরিত্রহীন ব্যক্তি। নিজ স্বার্থরৰার জন্য সে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। সবরকমের অন্যায়, অত্যাচার ও অশালীন কাজে সে সর্বদা লিপ্ত থাকে।

৪২০. ইবরাহিমের স্বভাবকে ইসলামের দৃষ্টিতে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)

ⓚ আখলাকে হাসানাহ ● আখলাকে যামিমাহ

ⓖ আখলাকে হামিদাহ ⓖ আখলাকে যায়িদাহ

৪২১. ইবরাহিমের এরূ প আচরণের ফলে– (উচ্চতর দৰতা)

i. সামাজিক সুখ–শান্তি বিনষ্ট হয়

ii. পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে

iii. দুনিয়ায় সফলতা লাভ করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

➲ পাঠ-১৭ : প্রতারণা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৪১

At a Glance

- প্রতারণা অত্যন্ত– গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ।
- সর্বাবস্থা প্রতারণা বর্জন করায়– আবশ্যক।
- প্রতারণার অর্থ– বিশ্বাস ভঙ্গ করা।
- মুমিন ব্যক্তি কখনও আশ্রয় নেয় না– প্রতারণার।
- মিথ্যাচারের একটি বিশেষ রূ প– প্রতারণা।
- অনেক ৰেত্রে প্রতারণা– মিথ্যা অপেৰা জঘন্য।
- ইসলামে প্রতারণা করা সম্পূর্ণভাবে– হারাম।
- প্রতারণা একটি– সমাজদ্রোহী অপরাধ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪২২. প্রতারণা অর্থ কী? (জ্ঞান)

● ফাঁকি দেওয়া ⓖ পরনিন্দা করা

ⓖ বিশৃঙ্খলা করা ⓖ হাঙ্গামা করা

৪২৩. প্রতারণা কিসের রূ প? (জ্ঞান)

● মিথ্যা ⓖ অন্যায় ⓖ গিবত ⓖ লালসা

৪২৪. প্রতারণা বেশি পরিলৰিত হয় কোন ৰেত্রে? (জ্ঞান)

ⓚ চাকরি ⓖ রাজনীতি ● ব্যবসা ⓖ কৃষি

৪২৫. ফলে ও মাছে রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো কী? (জ্ঞান)

ⓚ গীবত ⓖ লালসা ● প্রতারণা ⓖ অপব্যয়

৪২৬. পণ্যে ভেজাল দেওয়া কিসের শামিল? (অনুধাবন)

● প্রতারণার ⓖ মিথ্যার ⓖ হত্যার ⓖ চুরি করার

৪২৭. এসএসসি পরীৰায় মাইনউদ্দিন নকল করে ধরা পড়ে। তার এ কাজটি কিসের শামিল? (প্রয়োগ)

ⓚ মিথ্যার ● প্রতারণার ⓖ পরনিন্দার ⓖ লোভের

৪২৮. সোহান একটি কাজের দ্বারা তার বন্ধুর বিশ্বাস ভঙ্গ করল। রাসুল (স)–এর হাদিস অনুযায়ী সে– (প্রয়োগ)

● ইসলামি সমাজভুক্ত নয় ⓖ পরিবারভুক্ত নয়

ⓖ খারাপ মানুষ ⓖ অন্যের শুভাকাঙ্ক্ষী নয়

৪২৯. জনি পথচারীকে ভুল রাস্তা বলে দেয়, সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ এমনকি নিজ দায়িত্বও ঠিকমতো পালন করে না। সবৰেত্রে তার মধ্যে প্রতারণা লৰ করা যাচ্ছে। এর সামাজিক কুফল কী? (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত ● অত্যন্ত ভয়াবহ

ⓖ মানুষের নিরাপত্তার বিঘ্নতা ⓖ সমাজে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি

৪৩০. ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতাবিরোধী গর্হিত কাজ কোনটি? (জ্ঞান)

● প্রতারণা ⓖ আত্মশুদ্ধি

ⓖ অপরিচ্ছন্নতা ⓖ মিতব্যয়িতা

৪৩১. মিথ্যার শামিল কোনটি? (জ্ঞান)

● প্রতারণা ⓖ ঘুষ ⓖ যিনাহ ⓖ সুদ

৪৩২. যে প্রতারণা করে সে কী নয়? (জ্ঞান)

● মুসলিম ⓖ মানুষ ⓖ পাপী ⓖ অন্যায়কারী

৪৩৩. 'যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়' –এটি কোন হাদিস গ্রন্থের? (প্রয়োগ)

ⓚ বুখারি ⓖ মুসলিম ● তিরমিযি ⓖ আবু দাউদ

৪৩৪. "তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রণ কর না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন কর না।" অনূদিত আয়াতটি কোন সূরার? (প্রয়োগ)

● সূরা আল–বাকারা ⓖ সূরা আলে–ইমরান

ⓖ সূরা শুআরা ⓖ সূরা মুমতাহিনাহ

৪৩৫. জহির এক ব্যক্তির কাছে কম দামে আলু বিক্রি করল। অথচ আলু নষ্ট ছিল, যা সে গোপন করেছে। জহিরের কাজটিকে কী বলা হবে? (প্রয়োগ)

ⓚ হক নষ্ট করা ⓖ গিবত করা

● প্রতারণা করা ⓖ হিংসা করা

৪৩৬. রাসুলুলৱাহ (স) খাদ্যদ্রব্যের স্তূপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন কেন? (প্রয়োগ)

ⓚ খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ জানার জন্য ● পণ্যের সঠিক অবস্থা জানার জন্য

ⓖ মানুষকে ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ⓖ বিক্রেতাকে সতর্ক করার জন্য

৪৩৭. প্রতারণা একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ। কারণ এটি– (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ অর্থনীতিকে ৰতিগ্রস্ত করে ● বিশ্বাস ও আস্থা নষ্ট করে

ⓖ সামাজিক মূল্যবোধের ৰতি করে ⓖ অধিকার নষ্ট করে

৪৩৮. প্রতারণা ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন? (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ কবিরা গুনাহ ⓖ অতি নিন্দনীয় কাজ

ⓖ জঘন্য অপরাধ ● মানবতাবিরোধী অতি গর্হিত কাজ

৪৩৯. হারিস বেশি দামের দ্রব্যের সাথে কম দামের দ্রব্য মিশিয়ে বিক্রি করে। এর ফলে আখিরাতে তার জন্য কী রয়েছে? (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ জান্নাত ⓖ নাজাত ⓖ সফলতা ●দুর্ভোগ ও ধ্বংস

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৪০. প্রতারণার শামিল হলো– (অনুধাবন)

i. ভেজাল মেশানো ii. পরীৰায় নকল করা

iii. মিথ্যা সাৰ্য দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ⓖ ii ⓖ iii ● i, ii ও iii

৪৪১. মুনির সাহেব কাপড়ের ব্যবসা করেন। দেশি কাপড়ে বিদেশি মনোগ্রাম ব্যবহার করে অধিক মূল্যে বিক্রয় করেন। মুনিরের এ ধরনের কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে– (উচ্চতর দৰতা)

i. প্রতারণা ii. ব্যবসায়ে কারসাজি

iii. বুদ্ধির কৌশলগত প্রয়োগ

নিচের কোনটি সঠিক?ৎ

● i ⓖ ii ⓖ i ও ii ⓖ ii ও iii

৪৪২. কবির একজন প্রতারক। তার কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে– (প্রয়োগ)

i. ওজনে কম দেওয়া

ii. পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন করা

iii. ক্রেতাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৪৪৩. মানিক ব্যবসা–বাণিজ্যে বিভিন্নভাবে প্রতারণা করে। এর ফলে সে হবে–(উচ্চতর দৰতা)

i. ঘৃণিত ii. লজ্জিত iii. অপদস্থ

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৪৪. মিঠু তার বন্ধুর সাথে প্রতারণা করল। সে– (প্রয়োগ)

i. মিথ্যা সাৰ্য দিল ii. মাপে কম দিল

iii. বন্ধুর বিপদে সাহায্য করল

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৪৬ ও ৪৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আব্দুল হামিদ সাহেব বাজারে গেলেন। চালের দোকানে গিয়ে চালের স্তূপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেখলেন স্তূপের উপরেরগুলো শুকনো আর ভিতরেরগুলো ভিজা। দোকানিকে জিজ্ঞেস করায় সে বলল, চালে পানি লেগেছে।

৪৪৫. দোকানদারের কাজটি কিসের শামিল? (প্রয়োগ)

ⓐ ব্যবসার ● প্রতারণার ⓒ মিথ্যার ⓓ গিবতের

৪৪৬. এরূ প কাজের ফলে চালের দোকানদার– (উচ্চতর দৰতা)

i. রাসুলের উম্মত হিসেবে গণ্য হবে না

ii. আলৱাহর নিকট ঘৃণিত হবে

iii. ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

➲ পাঠ-১৮ : গিবত ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৪২

At a Glance

- গিবতের পাপ– অত্যন্ত ভয়াবহ।
- গিবত অর্থ– সমালোচনা করা।
- ইসলামি শরিয়তে গিবত করা– অবৈধ।
- গিবত করা পছন্দ করেন না– মহান আলৱাহ।
- ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক– গিবত।
- আলৱাহর নিকট অপছন্দনীয় কাজ– গিবত।
- আলৱাহ তায়ালা ৰমা করবেন না– গিবতের পাপ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৪৭. গিবত কী শব্দ? (জ্ঞান)

● আরবি ⓑ হিন্দি ⓒ ফারসি ⓓ উর্দু

৪৪৮. গিবত অর্থ কী? (জ্ঞান)

● পরনিন্দা করা ⓑ অন্যের ৰতি করা

ⓒ অন্যকে গালি দেয়া ⓓ নৈরাজ্য সৃষ্টি করা

৪৪৯. ময়না তার প্রতিবেশী হাসনার অসাৰাতে তার দুর্নাম করে। তার এরূ প কাজকে ইসলামি পরিভাষায় কী বলা হয়? (প্রয়োগ)

ⓐ ফিতনা ⓑ হিংসা ⓒ প্রতারণা ● গিবত

৪৫০. গিবত বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)

ⓐ অপরের গুণ প্রকাশ করা ● অপরের দোষ প্রকাশ করা

ⓒ অপরের সাথে ঝগড়া করা ⓓ অপরের সাথে মারামারি করা

৪৫১. কারো দোষ বলে বেড়ানো গিবত করা এসবই কী? (অনুধাবন)

ⓐ প্রতারণা ● পরনিন্দা ⓒ কুৎসা ⓓ সমালোচনা

৪৫২. তসলিমা তার লেখনির মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ ও ধর্মের দোষ খুঁজে বেড়ায়। তার কর্মকাণ্ডে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)

ⓐ সমালোচনা ⓑ ধর্মের বিরোধিতা

● গিবত ⓓ চোগলখুরি

৪৫৩. একটি দেশের কিছু অসাধু ব্যক্তি মহানবি (স) কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র ও কার্টুন অংকন করে গিবত করে। তাদের কর্মকাণ্ডের রাষ্ট্রীয় ফলাফল কী? (উচ্চতর দৰতা)

ⓐ রাষ্ট্রের ৰতি হবে

● রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃদ্ধি পাবে

ⓒ রাষ্ট্রের উন্নতিতে বাধাগ্রস্ত হবে

ⓓ অন্য রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে

৪৫৪. ইয়াসমিন তার সহকর্মী রত্নার পোশাক–আশাক এবং কথাবার্তা নিয়ে তার পেছনে সব সময় খারাপ মন্তব্য করে। তার কাজটিকে কিসের সাথে তুলনা করা যায়? (প্রয়োগ)

● মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে ⓑ ব্যভিচার করার সাথে

ⓒ প্রতিহিংসার সাথে ⓓ বাবা–মাকে কষ্ট দেওয়ার সাথে

৪৫৫. কোন কাজ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতো? (জ্ঞান)

ⓐ অন্যের প্রশংসা করা ● অন্যের গিবত করা

ⓒ অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে আনা ⓓ অন্যকে মারধর করা

৪৫৬. ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক কোনটি? (জ্ঞান)

● গিবত ⓑ খিয়ানত ⓒ ফিসক ⓓ ফিতনা

৪৫৭. আল–কুরআনে গিবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এটি সম্পর্কে নিচের কোনটি প্রযোজ্য? (উচ্চতর দৰতা)

● গিবতকারীকে আলৱাহ ৰমা করবেন না

ⓑ গিবতকারী জান্নাতে যাবে না

ⓒ গিবতকারী অর্থ উপার্জন করতে পারবে না

ⓓ গিবতকারী সামাজিকভাবে একা হয়ে যাবে

৪৫৮. গিবতের পরিণতি কী? (উচ্চতর দৰতা)

ⓐ অপমান ● জাহান্নাম ⓒ দুঃখ কষ্ট ⓓ অভিশাপ

৪৫৯. গিবত করা যাবে না কেন? (অনুধাবন)

● কারণ এটি হারাম ⓑ কারণ এটি বেহুদা কাজ

ⓒ কারণ এটি সময়ের অপচয় ⓓ কারণ এর দ্বারা মুর্খতা প্রকাশ পায়

৪৬০. যে গিবত করে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)

● গিবতকারী ⓑ অন্যায়কারী ⓒ অত্যাচারী ⓓ বিনয়ী

৪৬১. আমির তার সহপাঠী হামিমের অসাৰাতে তার দোষ বলে বেড়ায় এবং তার জাত–বংশ নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূ প করে। এরূ প কাজের ফলে আমিরের পরিণতি কী হবে? (উচ্চতর দৰতা)

ⓐ সম্মান–মর্যাদা বাড়বে ⓑ ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত হবে

● অত্যন্ত ভয়াবহ পাপ হবে ⓓ আখিরাতে নাজাত পাবে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৬২. গিবতের অন্তর্ভুক্ত হলো– (অনুধাবন)

i. কারো জাত–বংশ নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূ প করা

ii. কারো অভ্যাস নিয়ে ব্যঙ্গ চিত্র আঁকা

iii. কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৪৬৩. আনোয়ার তার সহপাঠীদের গিবত করে বেড়ায়। তার এরূ প কাজ থেকে বিরত থাকার উপায় হলো– (প্রয়োগ)

i. পরস্পরের মধ্যে ঐক্য–সংহতি বজায় রাখা

ii. ভালোবাসা ও সহানুভূতিমূলক আচরণ করা

iii. নিয়মিত সালাত আদায় করা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৪৬৪. রোকেয়া তার বান্ধবীদের দোষ খুঁজে বেড়ায়। তার এরূ প কাজের পরিণাম হলো– (উচ্চতর দৰতা)

i. আলরাহর অসন্তুষ্টি ii. অত্যন্ত পাপ
iii. পরকালীন মুক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৪৬৫. গিবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ– (অনুধাবন)
i. গিবতকারীকে আলরাহ পছন্দ করেন না
ii. সুস্থ মানুষ এটি পছন্দ করতে পারে না
iii. গিবতকারীর ধ্বংস অনিবার্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৬৬ ও ৪৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিঠু ও সুমন একত্রে গল্পচ্ছলে হেলালের সমালোচনা করল। হেলাল তা জানতে পেরে মনঃক্ষুণ্ন হয়।

৪৬৬. মিঠু ও সুমনের কাজে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ হিংসা ● গিবত ⓖ ক্রোধ ⓖ ফিতনা

৪৬৭. তাদের এরূ প কাজের ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. আলরাহ অসন্তুষ্ট হবেন
ii. ভয়াবহ পাপ হবে
iii. বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৬৮ ও ৪৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কয়েকজন ছাত্র তাদের এক বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার মিথ্যাচার নিয়ে আলোচনা করছিল। এমতাবস্থায় এক বন্ধু এ ধরনের আলোচনা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করে।

৪৬৮. শরিয়া মতে শিৰার্থীদের কাজটি কিরূ প হয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ নিন্দা ⓖ সমালোচনা ● গিবত ⓖ ফিতনা

৪৬৯. শিৰার্থীদের এ ধরনের কাজের পরিণতি– (উচ্চতর দৰতা)
i. অশান্তি ii. শত্রুতা
iii. পরকালীন শাস্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓖ ii ⓖ iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-১৯ : হিংসা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৪৪

At a Glance

- হিংসা–বিদ্বেষ মানবচরিত্রের অত্যন্ত– নিন্দনীয় অভ্যাস।
- হিংসা মানে– অন্যকে ঘৃণা করা।
- মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়– হিংসা।
- সচ্চরিত্রবান হতে পারে না– হিংসুক ব্যক্তি।
- আমাদের পূর্ববর্তী অনেক জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে– হিংসার কারণে।
- হিংসার আরবি প্রতিশব্দ হলো– হাসাদ।
- পরস্পর কল্যাণকামিতা হলো– দীন।
- সৎগুণ ধ্বংস করে দেয়– হিংসা।
- ইসলামি শরিয়তে হিংসা–বিদ্বেষ সম্পূর্ণরূ পে–নিষিদ্ধ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৭০. হিংসা–বিদ্বেষ বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
● অন্যের ৰতি কামনা করা ⓖ অন্যকে গালি দেওয়া
ⓖ অন্যের দোষ প্রকাশ করা ⓖ অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা

৪৭১. জর্নার বান্ধবী হাসনা একটি ভালো প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়েছেন শুনে জর্না হাসনার নামে নানা ধরনের মিথ্যা কথা বলে ওর অবস্থান নষ্ট করার চেষ্টা করে। জর্নার এ কাজটিতে আখলাকে যামিমাহ এর কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে? (জ্ঞান)
● হিংসা ⓖ অহংকার ⓖ গিবত ⓖ প্রতারণা

৪৭২. খলিল সাহেব সততার সাথে ব্যবসা–বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ–সম্পদের মালিক হন। তার আপন ভাই করিম তা সহ্য করতে না পেরে তার নামে নানা ধরনের কুৎসা রটায়। করিমের চরিত্রে কোনটি প্রকাশিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ অহংকার ⓖ লোভ ● হিংসা ⓖ ক্রোধ

৪৭৩. মানবচরিত্রকে ধ্বংস করে কিসে? (জ্ঞান)
ⓚ ঝগড়া ● হিংসা ⓖ মাদক ⓖ ক্রোধ

৪৭৪. ইসলামি শরিয়তে হিংসা–বিদ্বেষ সম্পূর্ণরূ পে নিষিদ্ধ কেন? (অনুধাবন)
ⓚ এটি মানব চরিত্রের ৰতি করে
ⓖ এটি মানুষের কোনো উপকার করে না
ⓖ এটি সমাজের উন্নতিতে বাধা
● এটি মানবচরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়

৪৭৫. কোনটি মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে? (জ্ঞান)
ⓚ খিয়ানত ⓖ অশ্লীলতা ● হিংসা ⓖ অহংকার

৪৭৬. অন্যকে ঘৃণা করা কী? (জ্ঞান)
ⓚ প্রতারণা ● হিংসা ⓖ গিবত ⓖ ফিতনা

৪৭৭. হিংসা–বিদ্বেষের পরিণাম কী? (অনুধাবন)
● সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ⓖ চুরি, ডাকাতি বৃদ্ধি
ⓖ সমাজ নিন্দনীয় ⓖ আর্থিক ও শারীরিক ৰতি

৪৭৮. হিংসা–বিদ্বেষ জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও উন্নতির পথে অন্তরায়। এর ফলে জাতির মধ্যে কী দেখা যায়? (উচ্চতর দৰতা)
● বিভেদ ও বৈষম্য ⓖ লোভ ও বিভেদ
ⓖ হানাহানি ⓖ নেতৃত্বে ফাটল

৪৭৯. হিংসা জাতির উন্নতির– (জ্ঞান)
ⓚ সহায়ক ⓖ পরিপূরক ● অন্তরায় ⓖ চাবিকাঠি

৪৮০. হিংসা–বিদ্বেষ জাতীয় ঐক্যের অন্তরায়। এর ফলে সমাজের মধ্যে কী দেখা দেয়? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ মারামারি ● বৈষম্য ⓖ উন্নতি ⓖ ভালোবাসা

৪৮১. মহানবি (স) বলেছেন– তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মুণ্ডনকারী রোগ তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এখানে কী বুঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ মহামারি ● হিংসা ⓖ লোভ ⓖ ধ্বংস

৪৮২. হিংসা মানুষের কী নষ্ট করে? (জ্ঞান)
ⓚ খাদ্য ⓖ বস্ত্র ⓖ বাসস্থান ● আমল

৪৮৩. নাজির সাহেব যথেষ্ট নেক আমল করেন। তবে তিনি অন্য কারো উন্নতি ও সুখ সহ্য করতে পারেন না। তার নেক আমলের অবস্থা কী হবে? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ সাওয়াব কম হবে ● নেক আমল ধ্বংস হবে
ⓖ নেক আমল বৃদ্ধি পাবে ⓖ নেকা আমল হাল্কা হবে

৪৮৪. আলরাহ মানুষকে কখন সাহায্য করেন? (অনুধাবন)
ⓚ বিচ্ছিন্ন থাকলে ⓖ দলবদ্ধ থাকলে
ⓖ সন্ন্যাসী হলে ● জিকির করলে

৪৮৫. হিংসা করা কী? (জ্ঞান)
ⓚ জায়েয ● হারাম ⓖ মানদুব ⓖ ইবাদত

৪৮৬. আসমাকে সবাই হিংসুটে বলেই জানে। আসমার চরিত্রের অন্যতম দিক কোনটি? (প্রয়োগ)
ⓚ অন্যের উপকারে আসা ⓖ বিপদে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া
● অন্যের অনিষ্ট কামনা করা ⓖ সব সময় সুখে থাকার চেষ্টা করা

৪৮৭. "আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই যখন সে হিংসা করে।" অনূদিত আয়াতটি কোন সূরার? (জ্ঞান)
● সূরা ফালাকের ⓖ সূরা নাসের
ⓖ সূরা লাহাবের ⓖ সূরা ইখলাসের

৪৮৮. হিংসা একটি মারাত্মক– (জ্ঞান)
● অপরাধ ⓖ যন্ত্র ⓖ বিষয় ⓖ পশু

৪৮৯. ইসলামি শরিয়ত হিংসা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার কারণ কী? (উচ্চতর দৰতা)

● হিংসা মানুষের সচ্চরিত্রসমূহ বিনষ্ট করে দেয়
ⓖ হিংসুক ব্যক্তি সমাজের বোঝা
ⓖ হিংসা সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে
ⓖ হিংসার কারণে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়

৪৯০. আমাদের সকলের কী পরিত্যাগ করা উচিত? (জ্ঞান)

ⓚ ভালোবাসা ● হিংসা–বিদ্বেষ ⓖ মায়ামমতা ⓖ সহমর্মিতা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৯১. হিংসা আখলাকে যামিমাহর এমন একটি দিক যা– (প্রয়োগ)

i. চরিত্র নষ্ট করে ii. জাতীয় উন্নতির অন্তরায়
iii. ভালোবাসা সৃষ্টি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৪৯২. হিংসা বিনষ্ট করে মানুষের– (উচ্চতর দৰতা)

i. নেক আমল ii. স্বাস্থ্য
iii. সচ্চরিত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৯৩ ও ৪৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দিপু বার্ষিক পরীৰায় প্রথম স্থান অধিকার করে। এতে আকলাল তার ওপর চটে যায়। এক পর্যায়ে আকলাল দিপুকে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অপমান করে।

৪৯৩. আকলালের আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)

ⓚ আমানতদারী ⓖ মায়ামমতা
● হিংসা ⓖ ঘৃণা

৪৯৪. এ ধরনের আচরণের ফলে– (উচ্চতর দৰতা)

i. ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয় ii. শান্তি–শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়
iii. পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৯৫ ও ৪৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাফিনা ও জায়েদা একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেয়। কিছু দিনের মধ্যে জায়েদার কাজের সুনাম ছড়িয়ে পড়লে সাফিনা তা সহ্য করতে পারে না। প্রতিষ্ঠানে জায়েদার নামে নানা ধরনের কুৎসা রটায়। এক পর্যায়ে জায়েদা বাধ্য হয়ে চাকরি ছেড়ে দেয়।

৪৯৫. সাফিনার চরিত্রে কোনটি প্রকাশিত হয়েছে? (প্রয়োগ)

ⓚ অহংকার ● হিংসা ⓖ ক্রোধ ⓖ লোভ

৪৯৬. সাফিনার এ কাজের পরিণতি হবে– (উচ্চতর দৰতা)

i. তার সৎকর্মগুলো নষ্ট হয়ে যাবে ii. আলৱাহ তাকে ৰমা করবেন না
iii.প্রতিষ্ঠানে সুনাম অর্জন করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

➲ পাঠ-২০ : ফিতনা-ফাসাদ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৪৫

At a Glance

- ইসলাম– শান্তির ধর্ম, সুশৃঙ্খল ও সুন্দর জীবনব্যবস্থা।
- ফিতনা অর্থ– অরাজকতা।
- সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার বিপরীত অবস্থাই– ফিতনা–ফাসাদ।
- ইসলামে ফিতনা– হারাম।
- বিশৃঙ্খলা–বিপর্যয় সৃষ্টিকে বলে– ফিতনা-ফাসাদ।
- আলৱাহ তায়ালা ঘৃণা করেন– ফিতনা-ফাসাদকারীদের।
- ফাসাদ অর্থ– বিপর্যয়।
- বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার কোনো স্থান নেই– ইসলামে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৯৭. ফিতনা কোন ভাষার শব্দ? (জ্ঞান)

● আরবি ⓖ হিন্দি ⓖ উর্দু ⓖ ফারসি

৪৯৮. ফিতনা অর্থ কী? (জ্ঞান)

ⓚ বন্ধুত্ব ⓖ শত্রুতা ● অরাজকতা ⓖ হিংসা

৪৯৯. শান্তিপূর্ণ অবস্থার বিপরীত কী? (জ্ঞান)

ⓚ হিংসা ⓖ প্রতারণা ● ফিতনা ⓖ গিবত

৫০০. জীবনের সকলৰেত্রে বিপর্যয় নেমে আসে কেন? (অনুধাবন)

ⓚ মিথ্যার কারণে ⓖ ন্যায়ের কারণে
ⓖ গিবতের কারণে ● ফিতনার কারণে

৫০১. লিমন একজন সন্ত্রাসী। সে খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, অপহরণসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে। লিমনের এরূ প কর্মকাণ্ড কিসের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)

ⓚ গিবত ● ফিতনা–ফাসাদ ⓖ জঙ্গিবাদ ⓖ সন্ত্রাস

৫০২. একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আন্তর্জাতিকভাবে শৃঙ্খলাপূর্ণ হওয়াই ইসলামের লৰ্য। এ লৰ্য পূরণের প্রধান অন্তরায় কী? (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ⓖ অর্থনৈতিক দৈন্যতা
● ফিতনা–ফাসাদ ⓖ ভূস্বামীদের অত্যাচার

৫০৩. ফিতনার ফলে মানবজীবন কেমন হয়ে পড়ে? (জ্ঞান)

ⓚ অস্থির ⓖ ভীত ● দুর্বিষহ ⓖ শান্ত

৫০৪. ফিতনার ফলে আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ে। ফলে সমাজে কী দেখা দেয়? (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ শৃঙ্খলা ● অস্থিরতা ⓖ শান্তি ⓖ দারিদ্র্য

৫০৫. কোনটির কারণে সমাজ ও পরিবারে অশান্তি দেখা দেয়? (জ্ঞান)

ⓚ ব্যবসা ⓖ পরোপকার ● ফিতনা–ফাসাদ ⓖ সত্যবাদিতা

৫০৬. শান্তি ও উন্নতির পথ রৰদ্ধ হয়ে যায় কেন? (অনুধাবন)

● ফিতনার কারণে ⓖ গিবতের কারণে
ⓖ অপরাজনীতির কারণে ⓖ বিদ্বেষের কারণে

৫০৭. 'ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য' –এটি কার বাণী ? (জ্ঞান)

ⓚ মহানবি (স)–এর ● আলৱাহ তায়ালার
ⓖ ইমাম আবু হানিফা–এর ⓖ হযরত আবু বকর (রা)–এর

৫০৮. মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয় কেন? (অনুধাবন)

ⓚ মারামারির কারণে ⓖ হিংসার কারণে
ⓖ ন্যায়ের কারণে ● ফিতনা–ফাসাদের কারণে

৫০৯. 'পৃথিবীতে শান্তি–শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাতে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না'– কোন সূরার আয়াত? (জ্ঞান)

ⓚ আন–নাস ⓖ আল–ফালাক ● আল–আরাফ ⓖ আল–মাউন

৫১০. মানুষ তার অন্যায় ও মন্দকর্মের মাধ্যমে পৃথিবীতে নানা ধরনের ফিতনা–ফাসাদ সৃষ্টি করে। আলৱাহ তায়ালার দৃষ্টিতে তারা কী? (প্রয়োগ)

ⓚ গুনাহগার ⓖ প্রতিবন্ধী ⓖ অরাজক ● ঘৃণার পাত্র

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫১১. ফিতনা–ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত হলো– (অনুধাবন)

i. রাহাজানি, গুম, খুন ii. সন্ত্রাস, ছিনতাই, অপহরণ
iii. হিংসা–বিদ্বেষ, ঘৃণা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও iii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৫১২. তুমি পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করতে চাইবে না। কারণ– (উচ্চতর দৰতা)

i. এটি ইসলামি আদর্শের বিরোধী ii. মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে
iii. হত্যার চেয়েও জঘন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ● i, ii ও iii

৫১৩. ফিতনা মারাত্মক অপরাধ। এর ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. অন্যায় অত্যাচারের দরজা খুলে যায়

ii. ভয়–ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়

iii. আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫১৪. ফিতনা–ফাসাদ ইসলামি আদর্শের বিপরীত হওয়ার কারণ– (অনুধাবন)

i. ঝগড়া সৃষ্টি করে ii. অরাজকতা সৃষ্টি করে

iii. বন্ধুত্বে ফাটল ধরায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫১৫ ও ৫১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচনে জনগণ ভোট দেওয়ার সময় সন্ত্রাসী রনি অরাজকতা সৃষ্টি করে। পরিশেষে আইন–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়লে তাকে রামধোলাই দিয়ে থানায় নিয়ে যায়।

৫১৫. রনির কর্মকাণ্ড ইসলামের দৃষ্টিতে কী? (প্রয়োগ)

ক হিংসা খ প্রতারণা

● ফিতনা–ফাসাদ ঘ গিবত

৫১৬. এরূ প কাজের ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. অন্যায়–অত্যাচারের দরজা খুলে যায়

ii. ভয়ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়

iii. উন্নতি ও অগ্রগতির পথ সুগম হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-২১ ও ২২ : কর্মবিমুখতা, সুদ ও ঘুষ

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৪৭-১৪৮

At a Glance

- মানবজীবনে কাজের কোনো– বিকল্প নেই।
- ঘুষদাতা ও ঘুষকোর উভয়ই– জাহান্নামি।
- কাজ না করার ইচ্ছাকে বলা হয়– কর্মবিমুখতা।
- মানুষের মাঝে অলসতা সৃষ্টি করে– কর্মবিমুখতা।
- অলস মস্তিষ্ক– শয়তানের কারখানা।
- কর্মবিমুখতা মানবজীবনের জন্য– অভিশাপ।
- হালাল রুজি– ফরজের পরেও একটি ফরজ।
- ঘুষ শব্দের অর্থ– উৎকোচ গ্রহণ।
- ইসলামে সুদ ও ঘুষ– হারাম।
- মানবসমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্ম দেয়– সুদ।
- প্রদত্ত ঋণের মূল পরিমাণের উপর অতিরিক্ত আদায় করাকে– সুদ বলে।
- অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয় বলে সুদকে হারাম করেছে– ইসলাম।
- সুদের আরবি প্রতিশব্দ– রিবা।
- সুদ ও ঘুষ মানব সমাজে ডেকে আনে অশান্তি।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫১৭. কর্মবিমুখতা কী? (জ্ঞান)

ক অফিসে ঘুমানো খ সঠিকভাবে কাজ করা

গ বেকারদের কাজ দেওয়া ● কাজ না করার ইচ্ছা

৫১৮. বাতেন একজন কর্মঠ লোক। কাজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে কাজ করছে না। বাতেনের মধ্যে কোনটি লক্ষ করা যায়? (প্রয়োগ)

● কর্মবিমুখতা খ বেকারত্ব গ অকর্মণ্যতা ঘ অক্ষমতা

৫১৯. মানবজীবনে কিসের বিকল্প নেই? (জ্ঞান)

● কাজের খ সময়ের গ ভালোবাসার ঘ টাকার

৫২০. বড় হওয়ার জন্য কী দরকার? (জ্ঞান)

● কাজ খ টাকা গ সোনা ঘ মনিমুক্তা

৫২১. কীসের প্রয়োজনে মানুষকে বহু কাজ করতে হয়? (অনুধাবন)

ক অলসতা নিবারণের জন্য খ শারীরিক সুস্থতার জন্য

গ আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য ● জীবিকা উপার্জনের জন্য

৫২২. জীবনের অভিশাপ কোনটি? (অনুধাবন)

ক অত্যাচার খ সুদ ● কর্মবিমুখতা ঘ ঘুষ

৫২৩. কর্মবিমুখতা মানুষের মধ্যে কী সৃষ্টি করে? (জ্ঞান)

ক ভালোবাসা ● অলসতা গ দয়া ঘ আনুগত্য

৫২৪. কর্মবিমুখতার ফলে মানুষ অনেক সময় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় কেন? (অনুধাবন)

ক কেউ ভালোবাসে না বলে খ কেউ আত্মীয়তা করতে চায়না বলে

● মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে বলে ঘ মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে বলে

৫২৫. কল্যাণের ধর্ম কোনটি? (জ্ঞান)

ক সনাতন ● ইসলাম গ বৌদ্ধ ঘ খ্রিস্টান

৫২৬. হালাল উপার্জন করা কী? (জ্ঞান)

ক সুন্নত খ নফল ● ফরজ ঘ ওয়াজিব

৫২৭. "হালাল উপায়ে জীবিকা অন্বেষণ করা ফরজের পর আরও একটি ফরজ কাজ।" অনূদিত হাদিসটি কোন গ্রন্থের? (জ্ঞান)

ক বুখারি ● বায়হাকি গ মিশকাত ঘ মুসলিম

৫২৮. কোন প্রকার উপার্জন উত্তম ও পবিত্রতম? (অনুধাবন)

ক বিনা শ্রমের উপার্জন ● নিজ শ্রমের উপার্জন

গ অন্যের দাম ঘ অসৎ ব্যবসায় লব্ধ উপার্জন

৫২৯. ইসলামে কর্মবিমুখতার কোনো সুযোগ নেই। এখানে কোনটি উৎসাহিত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক যেকোনো উপার্জন ● যে কোনো বৈধ উপার্জন

গ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন ঘ চাকরির মাধ্যমে উপার্জন

৫৩০. হযরত উমর (রা) বলেছেন– তোমাদের কেউ যেন জীবিকা উপার্জনের চেষ্টায় নিরুৎসাহিত হয়ে বসে না থাকে। এখানে কোনটির প্রতি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক কর্ম ● কর্মবিমুখতা গ অর্থের লোভ ঘ উপার্জনের আশা

৫৩১. সুদ কী শব্দ? (জ্ঞান)

● ফার্সি খ উর্দু গ আরবি ঘ বাংলা

৫৩২. সুদের আরবি প্রতিশব্দ কী? (জ্ঞান)

ক গিনাহ খ যিনাহ ● রিবা ঘ মাওয়া

৫৩৩. "যে ঋণ কোনো লাভ নিয়ে আসে তাই রিবা।" এটি কার বাণী? (জ্ঞান)

ক আল্লাহ তায়ালার খ হযরত আবু বকর (রা)–এর

গ হযরত উমর (রা)–এর ● হযরত মুহাম্মদ (স)–এর

৫৩৪. যে ঋণ কোনো লাভ নিয়ে আসে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)

● সুদ খ হাদিয়া গ ব্যবসা ঘ উপহার

৫৩৫. কাঁকন ১০% লাভে মানুষকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন এবং সালাত আদায় করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করেন। তার ইবাদত কবুল হবে কি–না? (প্রয়োগ)

ক কবুল হবে খ সামান্য কবুল হবে

● কবুল হবে না ঘ বিলম্বে কবুল হবে

৫৩৬. মি. মামুন জহিরকে এক হাজার টাকা ধার দিয়ে ছয় মাস পর দুই হাজার টাকা দিতে বলল। এক্ষেত্রে মামুন কী গ্রহণ করল? (প্রয়োগ)

ক মুনাফা ● সুদ গ ঘুষ ঘ উৎকোচ

৫৩৭. কিসের বিনিময় মূল্য নেই? (জ্ঞান)

ক ব্যবসা খ হাদিয়া ● সুদ ঘ গনিমত

৫৩৮. ঘুষ অর্থ কী? (জ্ঞান)

● উৎকোচ খ সুযোগ গ সুবিধা ঘ বৃদ্ধি

৫৩৯. আউয়াল সাহেব তার অফিসে রিদওয়ানকে চাকরি দেবে বলে তার কাছ থেকে ২৫,০০০ টাকা নিল। তার এ কাজে কী প্রকাশ পেল? (প্রয়োগ)

ক সুদের লেনদেন খ ব্যবসা
● ঘুষের লেনদেন ঘ উপহার আদান–প্রদান

৫৪০. জনাব হেকমত পাঁচলৰ টাকা ঘুষ দিয়ে একটি অফিসের সহকারী ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি মূলত কোনটি হরণ করেছেন? (উচ্চতর দৰতা)

● অধিকার খ ৰমতা গ পেশাধারী ঘ কর্ম

৫৪১. যে সমাজে ঘুষের লেনদেন প্রসার লাভ করে সে সমাজে সৃষ্টি হয়– (উচ্চতর দৰতা)

ক অর্থনৈতিক ভারসাম্য ● ভীতি ও সন্ত্রাস
গ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘ শান্তি ও সমৃদ্ধি

৫৪২. 'ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়েই জাহান্নামি' কে বলেছেন? (প্রয়োগ)

ক মহান আলরাহ ● মহানবি (স)
গ হযরত আবু বকর (রা) ঘ হযরত উসমান (রা)

৫৪৩. ঘুষ দেওয়া কী? (জ্ঞান)

ক মোবাহ খ মাকরূহ গ জায়েয ● হারাম

৫৪৪. ঘুষ খাওয়া কী? (জ্ঞান)

ক জায়েয ● হারাম গ হালাল ঘ লাভ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৪৫. যার যার সামর্থ্যানুযায়ী কাজ করা দরকার। এতে– (প্রয়োগ)

i. শরীর ও মন অস্থির হয় ii. শরীর ও মন ভালো থাকে
iii. আলরাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৪৬. সর্বাবস্থায় হারাম– (অনুধাবন)

i. সুদ ii. হাদিয়া
iii. ঘুষ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৪৭. কর্মবিমুখতার ফলে লোপ পায়– (উচ্চতর দৰতা)

i. কর্মদৰতা ii. কর্মস্পৃহা
iii. চুরিবিদ্যা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৪৮ ও ৫৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আলী কোনো কাজ করে না। মানুষের সমস্যার কথা চিন্তা করে মাসিক চুক্তিতে টাকা দেয়। মাস শেষে মূল টাকাসহ আরও কিছু বাড়তি টাকা আদায় করে।

৫৪৮. আলীর কাজটি কিসের পর্যায়ে পড়ে? (প্রয়োগ)

ক উপকারের ● সুদের গ দানের ঘ ইহসানের

৫৪৯. তার এ কাজের ফলে পরকালে– (উচ্চতর দৰতা)

ক পুরস্কৃত হবে খ নিয়ামত পাবে ● শাস্তি পাবে ঘ নাজাত পাবে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৫০ ও ৫৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আলম সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। জনৈক ঠিকাদার কাজের জন্য দরপত্র দাখিল করলে তিনি বলেন, আমাকে প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১০% টাকা না দিলে কার্যাদেশ দেয়া হবে না।

৫৫০. আলম সাহেবের কাজ না দেওয়ার উক্তি– (প্রয়োগ)

ক অহংকার খ দাম্ভিকতার বহিঃপ্রকাশ
গ দায়িত্বে অবহেলা ● ৰমতার অপব্যবহার

৫৫১. আলম সাহেবের এ ধরনের দাবি– (উচ্চতর দৰতা)

i. জুলুম ii. ঘুষ
iii. উপহার

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৫২. আহমাদ একজন সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি। তিনি– (প্রয়োগ)

i. সমাজের চোখে ভালো ii. পরিবারের কাছে উত্তম
iii. আলরাহর কাছে প্রিয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৫৩. মেহেদি সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি বিরত থাকেন– (প্রয়োগ)

i. ঘুষ গ্রহণ থেকে ii. হালাল উপার্জন থেকে
iii. অশ্লীল কাজ থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৫৪. মান্নান সাহেব সর্বদা ওয়াদা পালন করেন। সুতরাং তিনি সমাজে পরিচিত হবেন– (প্রয়োগ)

i. দীনদার হিসেবে ii. ভালো মানুষ হিসেবে
iii. দয়াশীল হিসেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● i ও ii ঘ ii ও iii

৫৫৫. একজন মুত্তাকী সর্বৰেত্রে বলবে– (অনুধাবন)

i. সত্য কথা ii. হক কথা
iii. মিথ্যা কথা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৫৬. আব্দুল কাদির তার জীবনের সর্বৰেত্রে সততা ও নৈতিক স্বভাবের অনুশীলন করছেন। তিনি একজন– (প্রয়োগ)

i. পূর্ণাঙ্গ মুমিন ii. আলরাহর প্রিয় বান্দা
iii. রাসুল (স)–এর আদর্শের ধারক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৫৭. অর্থনৈতিক ৰেত্রে ইসলাম নারীর অধিকার ও মর্যাদা সংরৰণ করেছে। ফলে নারীরা– (উচ্চতর দৰতা)

i. উপার্জন করার সুযোগ পাচ্ছে ii. উত্তরাধিকারী হতে পেরেছে
iii. ৰমতার প্রয়োগ ঘটাতে পারছে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৫৮. কোনো জাতির উন্নতির মূলে রয়েছে– (অনুধাবন)

i. ভ্রাতৃত্ববোধ ii. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
iii. শিৰা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৫৯. যারা দুনিয়াতে কর্তব্যকাজে অবহেলা করবে তারা– (উচ্চতর দৰতা)

i. বিপদগ্রস্ত হবে ii. শাস্তি ভোগ করবে
iii. সফলতা লাভ করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৬০. জীবনকে সুন্দর করতে হলে আমাদের কর্তব্য হলো– (উচ্চতর দৰতা)

i. আরামপ্রিয় হওয়া ii. মিতব্যয়ী হওয়া
iii. লোভ পরিহার করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৬১. রাব্বানী সাহেব সব সময় মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেন। এর মাধ্যমে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মানুষের মধ্যে নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে
ii. মানুষ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়
iii. সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৬২. সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা আবশ্যক। কারণ প্রতারণাকারী– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. প্রকৃত মুমিন নয় ii. ফেরেশতাদের অভিশাপ পায়
iii. মুসলিম দলভুক্ত নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৬৩. পরনিন্দা অর্থ– (অনুধাবন)
i. অন্যের নিন্দাবাদ করা ii. অন্যের দোষ বলা
iii. বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৬৪ ও ৫৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আবুল হাশেম একজন চাকরিজীবী। তার অফিসের সহকর্মীরা অবৈধ উপায়ে অনেক সম্পত্তির মালিক, কিন্তু তিনি অবৈধ পথে না গিয়ে বাড়তি উপার্জনের জন্য রাত জেগে বই লিখেন।

৫৬৪. আবুল হাশেমের হালাল উপার্জনের জন্য এরূপ প্রচেষ্টা কী? (প্রয়োগ)
ক নফল খ সুন্নত গ ওয়াজিব ● ফরজ

৫৬৫. আবুল হাশেমের কাজ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. প্রকাশ্য জিহাদ ii. অপ্রকাশ্য জিহাদ
iii. তাকওয়ার পরিচয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৬৬ ও ৫৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
১০ম শ্রেণির ছাত্র রিসাদ প্রায় মিথ্যা বলে। কোনো জিনিস তার কাছে রাখলে ফেরত দিতে চায় না। সিফাত তার এই স্বভাব পছন্দ করে না।

৫৬৬. রিসাদের স্বভাবে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)
● নিফাক খ ফাসেকি গ বদি ঘ জালেমি

৫৬৭. রিসাদ সংশোধিত হতে পারে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সিফাতের সঙ্গ লাভ করে ii. নিফাক ত্যাগ করে
iii. সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● i ও ii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৬৮ ও ৫৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জমির সাহেব সরকারি অফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি সবসময় প্রতিষ্ঠানের ভালো চান। তাই সবাইকে সুষ্ঠু, সুন্দরভাবে এবং বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করার পরামর্শ দেন।

৫৬৮. অনুচ্ছেদে জমির সাহেবের চরিত্রে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)
ক আদল প্রতিষ্ঠা ● আমানত রক্ষা
গ সত্য প্রতিষ্ঠা ঘ ওয়াদা পালন

৫৬৯. জমির সাহেবের কাজের ফলে– (প্রয়োগ)
i. আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন ii. সামাজিকভাবে মর্যাদা লাভ করবেন
iii. প্রচুর অর্থ–সম্পদের মালিক হবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৭০ ও ৫৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
এক গৃহহীন মহিলা জুলমাত সাহেবের নিকট একশ টাকার দশটি নোট আমানত রাখেন। পরে সে টাকা ফেরত চাইলে জুলমাত সাহেব তাকে একটি এক হাজার টাকার নোট ফেরত দেন।

৫৭০. জুলমাত সাহেবের উক্ত কাজটি– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আমানত রক্ষার শামিল ii. মানবতার
iii. কর্তব্যবোধের পরিচায়ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৭১. উক্ত টাকা ফেরতের কাজটি কাদের চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ? (প্রয়োগ)
ক কাফিরদের খ মুনাফিকদের ● মুমিনদের ঘ মুশরিকদের

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৭২ ও ৫৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আব্দুল আউয়াল একজন সৎলোক। তার ছোট ভাই করিম তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। হীন স্বার্থে আপন ভাইয়ের ওপর সে অনেক সময় চড়াও হয়। অন্যায়ভাবে তার সম্পত্তিও দখল করে। একদিন করিম হঠাৎ প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লে আব্দুল আউয়াল তার সেবাযত্নে এগিয়ে আসেন। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তার পরিবারের দায়িত্ব পালন করেন। এতে করিম লজ্জিত হয়।

৫৭২. আব্দুল আউয়ালের চরিত্রে কার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক হযরত আবু বকর (রা)–এর খ হযরত উমর (রা)–এর
গ হযরত আলি (রা)–এর ● মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)–এর

৫৭৩. আব্দুল আউয়াল এ কাজের ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবেন ii. সামাজিক মর্যাদা লাভ করবেন
iii. প্রচুর ধন–সম্পদ লাভ করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii ঘ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৭৪ ও ৫৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মামুন বাবা–মায়ের একমাত্র সন্তান। তার বৃদ্ধ মাতা গুরুতর অসুস্থ। তার চিকিৎসার প্রয়োজন। এ অবস্থায় তার চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে তিনি হজে চলে গেলেন।

৫৭৪. উক্ত কাজের মাধ্যমে মামুনের চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সমাজের প্রতি অবহেলা ii. মাতার প্রতি অবহেলা
iii. নারীর প্রতি অবহেলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৭৫. মামুনের উক্ত কাজের মাধ্যমে কী লঙ্ঘিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক ফরজ ● ওয়াজিব গ সুন্নত ঘ নফল

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৭৬ ও ৫৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রানা ও সালাম বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া দুই বন্ধু। রানা স্কুলজীবনে ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করেছে বলে ইংরেজির প্রতিই তার আকর্ষণটা বেশি। কিন্তু সালামের পূর্বপুরুষ অবাঙালি হলেও এদেশের সাথে সে একাকার হয়ে মিশে গেছে। তাই রানা মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করলেও সালাম বাংলাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়।

৫৭৬. সালামের মনোভাবে কী প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)
ক হাক্কুল্লাহ খ হাক্কুল ইবাদ
● হুব্বুল ওয়াতান ঘ হাক্কুল ওয়ালিদাইন

৫৭৭. রানার চিন্তাভাবনা ও মনোভাবকে বলা যায়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দেশদ্রোহী ii. ইসলামবিরোধী
iii. শাস্তিযোগ্য অপরাধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৭৮ ও ৫৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মাকসুদ নিয়মিত সালাত আদায় করে। সালাতের পূর্বে সে পবিত্রতা অর্জন করে।

৫৭৮. মাকসুদের কাজটি কোন ধরনের? (প্রয়োগ)

ক সাওয়াব ● অপরিহার্য গ গুনাহ ঘ মোবাহ

৫৭৯. এরূ প কাজের ফলে মাকসুদকে সবাই কী করবে? (উচ্চতর দৰতা)

ক অর্থ দিবে ● ভালোবাসবে

গ প্রশ্রয় দিবে ঘ রাস্তা করে দিবে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৮০ ও ৫৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আব্দুল হান্নান মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেয়। অন্যায় দেখলে বাধা প্রদান করে। সুযোগ পেলে সে সালাত কাযা করে।

৫৮০. হান্নানের প্রথম কাজটি কোন ধরনের? (প্রয়োগ)

● প্রশংসনীয় খ অন্যায় গ গুনাহ ঘ মোবাহ

৫৮১. সালাতের ব্যাপারে হান্নানের কাজের ফলস্বরূ প পরকালে সে–(উচ্চতর দৰতা)

ক জান্নাত পাবে ● শাস্তি পাবে গ নাজাত পাবে ঘ হুর পাবে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৮২ ও ৫৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আকলিমা জাহানারার বান্ধবী। জাহানারা সুতার কাপড়ের সাথে অন্য কাপড় যুক্ত করে পোশাক তৈরি করে। পরে তা সম্পূর্ণ সুতার কাপড়ে তৈরি বলে বিক্রি করে। আকলিমা জাহানারার অনুপস্থিতিতে সমাজের লোকের কাছে জাহানারার তৈরি পোশাকে ভেজাল আছে বলে দুর্নাম করে।

৫৮২. জাহানারার এ আচরণকে শরিয়তের দৃষ্টিতে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)

ক গিবত খ পরনিন্দা ● প্রতারণা ঘ ফিতনা–ফাসাদ

৫৮৩. আকলিমার এ আচরণের ফলে– (প্রয়োগ)

i. সামাজিক সুখ–শান্তি বিনষ্ট হবে

ii. সমাজে হিংসা–বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবে

iii.জমিলার সাথে শত্রৰতা সৃষ্টি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৮৪ ও ৫৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

একই মায়ের গর্ভে দুজনেরই জন্ম। অথচ আকাশ–পাতাল ব্যবধান। জনি সাহেব ছোট কাজ করেও ঘুষ, সুদের দ্বারা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। আলরাহর ভয়ের তোয়াক্কা সে করে না। অন্যদিকে আহমদ সাহেব সব কাজের আগে চিন্তা করেন তার কাজের দ্বারা আলরাহ সন্তুষ্ট কি না।

৫৮৪. আহমদ সাহেবের চরিত্রে কোনটি পরিলৰিত হয়? (প্রয়োগ)

● তাকওয়া খ আদল গ আহদ ঘ আকাইদ

৫৮৫. জনি সাহেবের কাজের ফলে সমাজে– (উচ্চতর দৰতা)

i. সুদের প্রসার ঘটবে

ii. অনৈতিকতার বিস্তার ঘটবে

iii.অপরাধের প্রসার ঘটবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ▸▸ সুদ ও কর্মবিমুখতা

আমিন সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি এলাকার মানুষকে ঋণ দিয়ে মূল পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে থাকেন। কিন্তু তাঁর ভাই লেখাপড়া শেষ করেও কর্মহীন জীবনযাপন করছে। কেউ তাকে কোনো কাজে নিযুক্ত হওয়ার পরামর্শ দিলে সে উত্তরে বলে– কোনো কাজই আমার ভালো লাগে না। [স. বো. '১৬]

ক. ওয়াদা পালন কোন আখলাকের অন্যতম গুণ? ১

খ. ফিতনা ফাসাদ বলতে কী ঝুঝায়? ২

গ. আমিন সাহেবের কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আমিন সাহেবের ভাই এর কাজের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ– মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়াদা পালন আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ।

খ ফিতনা–ফাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা–বিপর্যয় সৃষ্টি বোঝায়। অর্থাৎ সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার বিপরীত অরাজক পরিস্থিতিই ফিতনা–ফাসাদ। মানবসমাজে ভয়ভীতি, অত্যাচার, অনাচার ইত্যাদির মাধ্যমে নানা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এরূ প অস্থিতিশীল পরিস্থিতিই ফিতনা–ফাসাদ। সন্ত্রাস, ছিনতাই, রাহাজানি, গুম, খুন, অপহরণ, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি ফিতনা–ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত।

গ আমিন সাহেবের কর্মকাণ্ড সুদের অন্তর্ভুক্ত। কাউকে প্রদত্ত ঋণের মূল পরিমাণের উপর অতিরিক্ত আদায় করাকে সুদ বলে। সুদের সংজ্ঞা দিয়ে রাসুলুলরাহ (স) বলেন, "যে ঋণ কোনো লাভ নিয়ে আসে তা–ই রিবা (সুদ)।" (জামি সগির)

ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতা থেকে মূলধনের অতিরিক্ত কোনো লাভ নেওয়াই হলো সুদ। যেমন কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে একশত টাকা এ শর্তে ঋণ দিল যে গ্রহীতা একশত দশ টাকা পরিশোধ করবে। এৰেত্রে একশত টাকার অতিরিক্ত দশ টাকা হলো সুদ। কেননা এর কোনো বিনিময় মূল্য নেই। উদ্দীপকে আমিন সাহেব ঋণ দিয়ে এরূ প অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেন। উলেরখ্য পাঠ্যপুস্তকে বলা হয়েছে, শুধু টাকা–পয়সা বা মাল–সম্পদ বিনিময়েই সুদ সীমাবদ্ধ নয়। বরং একই শ্রেণিভুক্ত পণ্যদ্রব্যের লেনদেনে কম–বেশি করা হলেও তা সুদের আওতাভুক্ত হবে। সুতরাং আমিন সাহেবের অতিরিক্ত অর্থ আদায় সুদের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে আমিন সাহেবের ভাইয়ের কাজ তথা কর্মবিমুখতার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আমিন সাহেবের ভাই লেখাপড়া শেষ করেছে। তার কোনো কাজ ভালো লাগে না, এ অজুহাতে কর্মহীন রয়েছে। তার এ কর্মবিমুখতার পরিণাম অত্যন্ত জঘন্য। যে ব্যক্তি বা জাতি কর্মবিমুখ সে ব্যক্তি বা জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না। কর্মবিমুখতা একটি জাতির জন্য দুর্ভাগ্য, কলঙ্ক স্বরূ প। কর্মবিমুখতা মানুষের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি করে। এতে মানুষ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। মানুষের কর্মস্পৃহা, কর্মৰমতা লোপ পায়। বলা হয়, 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'। অলস ব্যক্তিরা নানা অসৎ ও অনৈতিক চিন্তা ও কর্মে ব্যাপৃত থাকে। অনেক সময় সন্ত্রাস সৃষ্টি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি অসৎ ও পাপকাজে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সামাজিক অবৰয় দেখা দেয়। কর্মবিমুখতা মানুষের আত্মসম্মানবোধ লোপ করে। অন্যের অর্থে জীবনযাপন করার মানসিকতা তৈরি হয়। এতে মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে। অনেক সময় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। সুতরাং আলোচনার প্রেৰিতে স্পষ্ট যে, আমিন সাহেবের ভাইয়ের কাজের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্রশ্ন– ২ ▸▸ প্রতারণা ও গিবত

জামি একজন ব্যবসায়ী। সে মালে ভেজাল দিয়ে বিক্রি করে। ওজনে কম দেয়। পৰান্তরে তার ভাই সামী কথায় কথায় অন্যের অনুপস্থিতিতে সমালোচনা করে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের দোষ খুঁজে বেড়ায়।

[স. বো. '১৬]

ক. ইমানের বিপরীত কী? ১

খ. ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. ইসলামের দৃষ্টিতে জামি কী ধরনের লোক? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সামীর কার্যাবলি মূল্যায়ন কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইমানের বিপরীত কুফর।

খ ইমান হলো ইসলামি শরিয়তের যাবতীয় বিধিবিধান অন্তরে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকার করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। আর ইসলাম অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি। আলৱাহ তায়ালার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা, তাঁর যাবতীয় আদেশ–নিষেধ মেনে চলা এবং হযরত মুহাম্মদ (স)–এর দেখানো পথ অনুসারে জীবনযাপন করাই হলো ইসলাম।

গ ইসলামের দৃষ্টিতে জামি একজন প্রতারক। ইসলামি পরিভাষায়, প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার ওপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়। প্রতারণা নানাভাবে হতে পারে। সাধারণত আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা–বাণিজ্যে প্রতারণার দৃষ্টান্ত বেশি পরিলৰিত হয়। যেমন : ওজনে কম দেওয়া, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন করা, ভালো জিনিস দেখিয়ে বিক্রির সময় খারাপ জিনিস দিয়ে দেওয়া, বেশি দামের দ্রব্যের সাথে কম দামের দ্রব্য মিশিয়ে বিক্রি করা, ভেজাল মেশানো, ফল ও মাছে রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের মিথ্যা প্রচারণা চালানো ইত্যাদি। উদ্দীপকের জামি ভেজাল দিয়ে মাল বিক্রি করে এবং ওজনে কম দেয়। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে জামি একজন প্রতারক।

ঘ উদ্দীপকে সামীর কার্যাবলি ইসলামি পরিভাষায় আখলাকে যামিমাহর অন্যতম দিক গিবতের অন্তর্ভুক্ত। গিবত আরবি শব্দ, এর অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, অসাৰাতে দুর্নাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা, কুৎসা রটনা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে। উদ্দীপকে সামী কথায় কথায় অন্যের অনুপস্থিতিতে সমালোচনা করে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের দোষ খুঁজে বেড়ায়। তার এই গিবত করাকে আল–কুরআনে নিজ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

পবিত্র হাদিসে মহানবি (স) আমাদের গিবতের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। রাসুলুলৱাহ (স) বলেছেন, "গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক। সাহাবিগণ বললেন, হে আলৱাহর রাসুল! গিবত কীভাবে ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক অপরাধ হয়? রাসুল (স) বললেন, কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করলে আলৱাহ তায়ালা তাকে ৰমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গিবতকারীকে ততৰণ পর্যন্ত আলৱাহ মাফ করবেন না, যতৰণ না যার গিবত করা হয়েছে সে ব্যক্তি মাফ করবে।" (বায়হাকি) সুতরাং উদ্দীপকের সামীর কার্যাবলি ইসলামি শরিয়তে সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ কাজ তার জন্য ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ সত্যবাদিতা ও প্রতারণা

জনাব রফিক ও জনাব শফিক দুই ব্যবসায়ী। রফিক বেশি লাভের আশায় পণ্যসামগ্রী গুদামজাত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেন। তাঁর বিরুদ্ধে জাল মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া, অন্যের হক নষ্ট করা এবং মিথ্যা সাৰ্য দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে জনাব শফিক কথাবার্তা, কাজকর্ম ও আচার–আচরণে সততা অবলম্বন করেন।

[স. বো. '১৫]

ক. সুদ–এর আরবি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. আমানত রৰা করতে হবে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব রফিকের মধ্যে আখলাকে যামীমাহ এর কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব শফিকের এরূপ কাজের প্রভাব ও সুফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুদ এর আরবি প্রতিশব্দ হলো রিবা।

খ আমানত রৰা করা আলৱাহ তায়ালার নির্দেশ হওয়ায় তা রৰা করতে হবে। অর্থাৎ আমানত রৰা করা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। আলৱাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আলৱাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার মালিকের নিকট পত্যর্পণ করতে। এটা মুমিনের লৰণ। কারণ মহানবি (স) এর হাদিসে আছে যার মধ্যে আমানতদারি নেই তার ইমান নেই। ইসলামি জীবন দর্শনে আমানত রৰা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুমিন হতে হলে জীবনের সর্বৰেত্রে আমানত রৰা করতে হবে।

গ জনাব রফিকের মধ্যে আখলাকে যামিমাহ এর অন্যতম দিক প্রতারণা প্রকাশ পেয়েছে। আমরা জানি, প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার ওপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়। প্রতারণার মাধ্যমে অন্যকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো হয়।

প্রতারণা নানাভাবে হতে পারে। সাধারণত আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসায়–বাণিজ্যে প্রতারণার দৃষ্টান্ত বেশি পরিলৰিত হয়। যেমন– ওজনে কম দেওয়া, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন করা, ভালো জিনিস দেখিয়ে বিক্রির সময় খারাপ জিনিস দিয়ে দেওয়া, বেশি দামের পণ্যের সাথে কম দামের দ্রব্য মিশিয়ে বিক্রি করা, ভেজাল মেশানো, ফলে ও মাছে রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের মিথ্যা প্রচারণা চালানো ইত্যাদি। এছাড়াও মানবজীবনের অন্যান্য ৰেত্রেও প্রতারণা হতে পারে। যেমন, পরীৰায় নকল করা, মিথ্যা সাৰ্য দিয়ে অন্যের হক নষ্ট করা, বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ভুল ও মিথ্যা তথ্য দেওয়া, পথচারীকে ভুল রাস্তা বলে দেওয়া, সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ, এমনকি নিজ নিজ দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করাও প্রতারণার শামিল। যেমনটি আমরা উদ্দীপকের রফিকের চরিত্রে দেখতে পাই। রফিক অধিক মুনাফার আশায় নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রি না করে গুদামে জমা করে রাখে। তাছাড়া জাল মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া, অন্যের হক নষ্ট করা, মিথ্যা সাৰ্য দেওয়াসহ আখলাকে যামিমাহর যাবতীয় বদস্বভাব তার মধ্যে পরিলৰিত হচ্ছে। তার এ সমস্ত কর্মকাণ্ড নির্দ্বিধায় প্রতারণার শামিল।

ঘ জনাব শফিকের সততার প্রভাব ও সুফল অপরিসীম। সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ আস–সিদ্‌ক। সাধারণভাবে সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলা হয়। মহান আলৱাহতে বিশ্বাসী মুমিনগণের একটি অন্যতম নিদর্শন হলো তাঁরা সত্যবাদী। জীবনের সর্বাবস্থায় তাঁরা সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা করেন। মানবজীবনে সত্যবাতিদার প্রভাব সীমাহীন। সত্যবাদিতা মানুষকে নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। পাপ ও অশালীন কাজ থেকে রৰা করে। উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, জনাব শফিক কথাবার্তা, কর্মকাণ্ড ও আচার আচরণে সততা অবলম্বন

করেন। তার যত সমস্যাই আসুক না কেন জীবনের সবৰেত্রে তিনি সততা অবলম্বন করে চলেন। এর প্রভাব তার জীবনের সর্বৰেত্রে সুফল বয়ে আনবে। বস্তুত সত্যবাদী ব্যক্তি কোনোরূ প অন্যায় ও অত্যাচার করতে পারে না। একটি হাদিসে আমরা এর প্রমাণ পাই। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, একদা জনৈক ব্যক্তি মহানবি (স)–এর নিকট এসে বলল, 'আমি চুরি করি, মিথ্যা বলি এবং আরও অনেক খারাপ কাজ করি। সবগুলো খারাপ কাজ একসঙ্গে ত্যাগ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনি আমাকে যেকোনো একটি খারাপ কাজ ত্যাগ করতে নির্দেশ দিন।' মহানবি (স) বললেন, 'তুমি মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও।' লোকটি বলল, এ তো খুব সহজ কাজ। মহানবি (স)–এর কথামতো লোকটি মিথ্যা বলা ছেড়ে দিল। পরে দেখা গেল যে, মিথ্যা বলা তাগ করায় তার পৰে আর কোনো খারাপ কাজ করা সম্ভব হলো না। এভাবে শুধু মিথ্যা ত্যাগ করায় লোকটি সকল খারাপ কাজ থেকে মুক্তি পেল। সত্যবাদিতা এভাবেই মানুষকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করে। সত্যবাদিতা নৈতিক গুণাবলির অন্যতম প্রধান গুণ। এটি মানুষকে প্রভূত কল্যাণ ও সফলতা দান করে। সুতরাং আমাদের সকলেরই সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী হওয়া একান্ত কর্তব্য।

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ মানবসেবা ও নারীর প্রতি সম্মানবোধ

জনাব শরীফ উদার ও উন্নত চরিত্রের একজন মানুষ। মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি তার অসীম দরদ। তিনি ক্ষুধার্তকে যেমন অন্নদান করেন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করেন তেমনি অসহায়কে আশ্রয় দান করেন এবং রোগীর সেবা করেন। অন্যদিকে জনাব আনিস নারীদের যেমন শ্রদ্ধা করেন তেমনি তাদের প্রতি সদয় আচরণ করেন। [স. বো. '১৫]

ক. আখলাক শব্দের অর্থ কী? ১
খ. ওয়াদা পালন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব শরীফের এরূ প কার্যাবলি আখলাকে হামিদার কোন গুণের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব আনিসের চরিত্র মহানবি (স)–এর চারিত্রিক গুণাবলি অনুসরণের প্রতিফল।" –বিশেৱষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখলাক শব্দের অর্থ চরিত্র, স্বভাব।

খ ওয়াদা পালন আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ এবং ওয়াদা পালন করা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ মুমিন হওয়া যায় না বিধায় একজন মুমিন অবশ্যই ওয়াদা পালন করবে। কারও সাথে কোনোরূ প প্রতিশ্রৰতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রৰা করাকে ওয়াদা পালন বলে। মানবজীবনে এর গুরৰত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এর কারণে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হয়। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে তাকে সবাই ভালোবাসে। তার প্রতি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে। সমাজে সে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করে। ইসলামি জীবন দর্শনে ওয়াদা পালন করা আবশ্যক। আর এ প্রেৰিতে ওয়াদা পালন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

গ জনাব শরীফের কার্যাবলি আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ মানবসেবার অন্তর্ভুক্ত। মানবসেবা বলতে মানুষের সেবা করা, পরিচর্যা করা, যত্ন নেওয়া, সাহায্য–সহযোগিতা করা ইত্যাদি বোঝায়। জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করা মানবসেবার আওতাভুক্ত। মানবসেবা করা মুমিনের গুণ। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই অন্য মানুষর খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। মহানবি (স) এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, রৰগ্ণ ব্যক্তির সেবা কর, বন্দীকে মুক্ত কর এবং ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত কর।" (বুখারি) নানাভাবে মানুষের সেবা করা যায়। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, অসহায়কে আশ্রয় দান, রোগীর সেবা করা, নিঃস্ব–দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য করার মাধ্যমে মানবসেবা করা যায়। ছোট ও বৃদ্ধদের সাহায্য করা, দয়া–মায়া–মমতা প্রদর্শন করা, তাদের প্রতি ভালোবাসা দেখানো মানবসেবার অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকের জনাব শরীফের কর্মকাণ্ডেও আমরা ঠিক তা–ই দেখতে পাই যে, মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি তার অসীম দরদ। তিনি ক্ষুধার্তকে যেমন খাদ্য দান করেন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করেন তেমনি অসহায়কে আশ্রয় দান করেন এবং রোগীর সেবা করেন। অর্থাৎ তার এসব কর্মকাণ্ড আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ মানবসেবার অন্তর্ভুক্ত।

ঘ জনাব আনিসের চরিত্র মহানবি (স) এর চারিত্রিক গুণাবলির অনুসরণের প্রতিফল– উক্তিটি যথার্থ। নারীর প্রতি সম্মানবোধ আখলাকে হামিদাহর অন্যতম। এটি একটি মহৎগুণ। নারীর প্রতি সম্মানবোধ ব্যাপক অর্থবোধক। সাধারণ অর্থে এটি নারীকে সম্মান প্রদর্শনের অনুভূতি বা মনোভাবকে বুঝিয়ে থাকে। আর ব্যাপক অর্থে নারীর প্রতি সম্মানবোধ হলো নারী জাতির প্রতি সম্মানজনক মনোভাব। যেমন, সৃষ্টির বিচারে নর ও নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রদান, নারী বলে কাউকে ছোট না করা, নারী হিসেবে কাউকে ঠাট্টা–বিদ্রূ প না করা। বরং যথাযথভাবে তাদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করা, তাদের কাজ করার সুযোগ প্রদান করা, তাদের মাল–সম্পদ, ইজ্জত, সম্মানের সংরৰণ করা ইত্যাদি নারীর প্রতি সম্মানবোধের প্রকৃত উদাহরণ। উদ্দীপকের জনাব আনিসের চরিত্রের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই যে, তিনি নারীজাতিকে শ্রদ্ধা করেন। নারীদের প্রতি সদয় আচরণ করেন মূলত তার এ চরিত্র মহানবি (স) এর অনুসরণ।

রাসুলুলরাহ (স) বলেছেন,

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ

অর্থ : "তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আলরাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে।" (মুসলিম)। অর্থাৎ তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে না, যথাযথভাবে তাদের হক আদায় করবে। বিদায় হজের ভাষণেও মহানবি (স) নারী জাতির অধিকার ও মার্যাদা রৰার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন। বস্তুত নারীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা মুমিনের নিদর্শন। নারীর প্রতি সম্মানবোধ না থাকলে ইমান পূর্ণ হয় না। আমাদের প্রিয়নবি (স) নারীদের শ্রদ্ধা করতেন, সম্মান করতেন এবং স্ত্রী ও মেয়েদের ভালোবাসতেন। উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, জনাব আনিসের চরিত্র মহানবি (স) এর চারিত্রিক গুণাবলি অনুসরণের প্রতিফলিত।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ তাকওয়া

শেফালী বেগম তার কিশোরী মেয়ে সালেহাকে নিয়ে দুধ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অভাব অনটনের সংসারে একটু লাভের আশায় তিনি তার মেয়েকে দুধের সাথে পানি মেশাতে বললে মেয়ে মাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, আইনশৃঙ্খলা রৰাকারী বাহিনী জানতে পারলে শাস্তি পেতে হবে। লোকজনের অগোচরে পানি মেশাতে মা মেয়েকে বলামাত্রই মেয়ে বলল, কেউ না দেখলেও আলরাহ তায়ালা সবকিছুই দেখেন।

[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]

ক. সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. আমানত রৰার গুরৰত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সালেহার জীবনে আখলাকে হামিদাহর কোন গুণটির প্রভাব বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সালেহার মধ্যে প্রতিফলিত হওয়া গুণটির গুরৰত্ব কুরআন ও হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ আস–সিদ্‌ক।

খ আমানত রৰার গুরবত্ব অপরিসীম। আলরাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আলরাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করতে।' আমানত রৰা করা মুমিনের জন্য আবশ্যক। মহানবি (স) বলেছেন, 'যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই।' সুতরাং ইসলামি জীবনদর্শনে আমানত রৰা করা অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ।

গ সালেহার জীবনে তাকওয়ার প্রভাব বিদ্যমান। আর তাকওয়া আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ। আলরাহ তায়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। আর যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তাকে বলা হয় মুত্তাকি। এ হিসেবে উদ্দীপকের সালেহা একজন মুত্তাকি ব্যক্তি। কেননা একমাত্র আলরাহ তায়ালার ভয়ে সে দুধে পানি মেশায়নি। সে জানে, দুধে পানি মেশানো প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত, যা মারাত্মক অপরাধ। শুধু তাই নয়, সালেহার মধ্যে তাকওয়ার প্রভাব বিদ্যমান থাকায় তার মা দুধে পানি মেশাতে বললে সে বলে, কেউ না দেখলেও আলরাহ তায়ালা সবকিছুই দেখেন। অর্থাৎ আলরাহ তায়ালার নিকট জবাবদিহিতার ভয়ে সালেহা দুধে পানি মেশানোর মতো অপরাধ করতে রাজি হয়নি। সুতরাং বলা যায়, সালেহার মধ্যে আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ তাকওয়া বিদ্যমান রয়েছে, যার প্রভাবে সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে সে বিরত থাকে।

ঘ সালেহার মধ্যে যে গুণটির প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো তাকওয়া। আলরাহ তায়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। এটি আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ। যার প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের সালেহার চরিত্রে। বস্তুত তাকওয়া একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানবজীবনে এর গুরবত্ব অপরিসীম। তাকওয়া মানুষকে ইহ–পরকালীন জীবনে সম্মান–মর্যাদা ও সফলতা দান করে। সূরা আল–হুজুরাতের ১৩নং আয়াতে আলরাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আলরাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।" যার মধ্যে তাকওয়ার প্রভাব বিদ্যমান থাকে সে কোনোরূ প অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করতে পারে না। কোনোরূ প অশরীল ও অশালীন কথা, কাজ ও চিন্তাভাবনা করতে পারে না। কেননা সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, পাপ যত গোপনেই করা হোক না কেন, আলরাহ তায়ালা তা দেখেন ও জানেন। পার্থিব জীবনে মুত্তাকিগণ আলরাহ তায়ালার বহু নিয়ামত লাভ করে থাকেন। আলরাহ তায়ালা তাকওয়াবানদের সর্বদা সাহায্য করেন। বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করেন ও বরকতময় রিযিক দান করেন। পরকালেও তাকওয়াবানদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আলরাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিন মুত্তাকিদের সকল পাপ ৰমা করে দেবেন এবং মহাসফলতা দান করবেন। আলরাহ বলেন, নিশ্চয়ই মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে সফলতা। সুতরাং বলা যায়, তাকওয়া মানব চরিত্রের সর্বাধিক গুরবত্বপূর্ণ স্বভাব। কেননা এর মাধ্যমে মানুষ সম্মান, মর্যাদা ও সফলতা লাভ করে।

প্রশ্ন– ৬ শালীনতা

শফিক তার বন্ধু আসাদের কাছে জানতে চাইল শালীনতা কী? আসাদ বলল, শালীনতা হলো ইসলামি সমাজের মূলভিত্তি। ইসলাম মানুষকে মার্জিত রবচিশীল, ভদ্র ও শালীন হওয়ার শিৰা দেয়। মূলত শালীনতা একটি সুস্থ, সুন্দর সমাজব্যবস্থার নিয়ামক। এটি সুন্দর সমাজ গঠনে শালীনতাপূর্ণ মার্জিত বেশভূষা, চালচলনের গুরবত্ব অপরিসীম।

[শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. আখলাকে যামিমাহ অর্থ কী? ১
খ. শালীনতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. শফিকের ব্যবহারিক জীবনে শালীনতার প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'শালীনতা সুস্থ, সুন্দর সমাজব্যবস্থার নিয়ামক' আসাদের বক্তব্যের যথার্থতা নিরূ পণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখলাকে যামিমাহ অর্থ নিন্দনীয় স্বভাব।

খ শালীনতা অর্থ মার্জিত, সুন্দর ও শোভন হওয়া। কথা–বার্তা, আচার–আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলা হয়। শালীনতা বহু নৈতিক গুণের সমষ্টি। ভদ্রতা, নম্রতা, সৌন্দর্য, সুরবচি, লজ্জাশীলতা ইত্যাদি গুণাবলির সমন্বিত রূ পের মাধ্যমে শালীনতা প্রকাশ পায়।

গ শফিকের ব্যবহারিক জীবনে শালীনতার প্রভাব অপরিসীম। কেননা, শালীনতা সুস্থ, সুন্দর ও সুরবচিপূর্ণ জীবনযাপনে ভূমিকা রাখে। ভদ্রতা, নম্রতা, সৌন্দর্য, সুরবচি, লজ্জাশীলতা ইত্যাদি গুণাবলির সমন্বিত রূ পের মাধ্যমে শালীনতা প্রকাশ পায়। পোশাক–পরিচ্ছদ ও চলাফেরায় শালীনতার অভাব মানুষ অশরীল ও কুকর্মে জড়িয়ে পড়ে। আর অশরীলতা মানুষের মানবিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করে দেয়। মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বের অভ্যাস গ্রহণ করে। ফলে সমাজে অনাচার, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে। শালীনতার অন্যতম বিষয় হলো লজ্জাশীলতা। লজ্জাশীলতা মানুষকে মার্জিত ও ভদ্র হতে সাহায্য করে। মহানবি (স) বলেছেন, "অশরীলতা যেকোনো জিনিসকে খারাপ করে এবং লজ্জাশীলতা যেকোনো জিনিসকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।" উপরিউক্ত আলোচনায় বোঝা যায়, শফিকের ব্যবহারিক জীবনে শালীনতার প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং শফিককে চলাফেরা, পোশাক–পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, আচার–আচরণে অশরীলতা পরিহার করে শালীন হতে হবে।

ঘ শালীনতা সুস্থ, সুন্দর সমাজব্যবস্থার নিয়ামক– উদ্দীপকে আসাদের এ বক্তব্য যথার্থ। কথাবার্তা, আচার–আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলা হয়। শালীনতা ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার মূলভিত্তি। আর ইসলাম সৌন্দর্যের ধর্ম। ইসলাম সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুরবচিপূর্ণ জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। মার্জিত, নম্র, ভদ্র ও পূত পবিত্র হিসেবে মানুষকে গড়ে তোলা ইসলামি শিৰার অন্যতম উদ্দেশ্য। আর এ লৰ্যে শালীনতার গুরবত্ব অপরিসীম। সঙ্গত কারণে উদ্দীপকের শফিক তার বন্ধু আসাদের কাছে শালীনতা সম্পর্কে জানতে চাইলে আসাদ শালীনতা প্রসঙ্গে একপর্যায়ে বলে, শালীনতা সুস্থ, সুন্দর সমাজব্যবস্থার নিয়ামক। প্রকৃতপৰে আসাদের এ বক্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ হওয়ায় আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত। কেননা অশরীল ও অশালীন কাজকর্ম মানুষের মানবিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করে দেয়। ফলে সমাজে অনাচার, ব্যভিচার, ইভটিজিংসহ বিভিন্ন অশরীলতা ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে শালীনতা সুস্থ, সুন্দর, সুরবচিপূর্ণ ব্যক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজকে সুন্দর করে; মানুষের পাশবিক বৃত্তি রোধ করে তাকে সামাজিক মানুষ করে তোলে। ফলে গোটা সমাজব্যবস্থা হয় সুন্দর। সুতরাং বলা যায়, শালীনতা সুস্থ, সুন্দর সমাজব্যবস্থার নিয়ামক।

প্রশ্ন– ৭ প্রতারণা

"মৃত স্বামীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৭২ কোটি টাকা জমা রয়েছে। এ টাকা তুলতে হলে ট্যাক্স, সুপার ট্যাক্স এবং উকিলের ফি'র জন্য কোটি টাকা প্রয়োজন। যে টাকা ধার দেবে, তাকে দ্বিগুণ টাকা ফেরত দেওয়া হবে"– এমন কথা বলে এবং

ব্যাংকের কাগজপত্র দেখিয়ে আনোয়ারা বেগম বিভিন্ন জনের কাছ থেকে কমপক্ষে পাঁচ কোটি টাকা ধার নিয়ে আর ফেরত দেননি। [খুলনা জিলা স্কুল]

ক. 'সুন্দর ব্যবহারই পুণ্য' একথা কে বলেছেন? ১
খ. আখলাকে যামিমাহ বলতে কী বোঝ? ২
গ. আনোয়ারা বেগমের কাজটি ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আনেয়ারা বেগম কর্তৃক সংঘটিত কাজটির ফলাফল মূল্যায়ন কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সুন্দর ব্যবহারই পুণ্য' এ কথা বলেছেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)।

খ আখলাকে যামিমাহ অর্থ নিন্দনীয় স্বভাব। মানবচরিত্রের নিন্দনীয় স্বভাবগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বলা হয়। মিথ্যা, প্রতারণা, ঠাট্টা–বিদ্রূপ, বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা–বিদ্বেষ, লোভ–লালসা, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপচয়, কৃপণতা, ক্রোধ, গর্ব–অহংকার ইত্যাদি মন্দ স্বভাব আখলাকে যামিমাহর অন্তর্ভুক্ত।

গ আনোয়ারা বেগমের কাজটি প্রতারণার শামিল। কেননা তিনি ভুল ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন। প্রতারণা অর্থ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, ধোঁকা দেওয়া, বিশ্বাস ভঙ্গ করা। এটি মিথ্যাচারের একটি বিশেষ রূপ। ইসলামি পরিভাষায় প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার ওপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়। প্রতারণার মাধ্যমে অন্যকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো হয়। উদ্দীপকের আনোয়ারা বেগমের কর্মকাণ্ডে আমরা এর সাদৃশ্য খুঁজে পাই। তিনি মৃত স্বামীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৭২ কোটি টাকা জমা রয়েছে এমন মিথ্যা তথ্য প্রচার করে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে পাঁচ কোটি টাকা হাতিয়ে নেন। আনোয়ারা বেগমের এরূপ কর্মকাণ্ড প্রতারণার শামিল। কেননা তিনি মানুষকে ধোঁকা দিয়েছেন। ভুল বুঝিয়ে ঠকিয়েছেন। সুতরাং বলা যায়, আনোয়ারা বেগমের কাজটি প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।

ঘ আনোয়ারা বেগমের কাজটি প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। প্রতারণার মাধ্যমে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো হয়। যেমনটি করেছেন উদ্দীপকের আনোয়ারা বেগম। তিনি তার মৃত স্বামীর একাউন্টে ৭২ কোটি টাকা থাকার মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভিন্ন জনের নিকট থেকে ৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে মানুষকে ঠকিয়েছেন, যা প্রতারণার শামিল। ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা করা সম্পূর্ণ হারাম বিধায় এরূপ কাজের ফলে আনোয়ারা বেগম মুসলিম দলভুক্ত থাকতে পারবেন না। কেননা ইমান ও প্রতারণা এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রে থাকতে পারে না। মহানবি (স) বলেছেন, 'যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' মহানবি (স) অন্য হাদিসে বলেছেন, 'যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে আমার সে উম্মত নয়। আর যে কারও সাথে প্রতারণা করে সে মুসলিম দলভুক্ত নয়।' প্রতারণা একটি সমাজদ্রোহী অপরাধ। এর দ্বারা পরস্পরের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়। সমাজে শত্রুতার জন্ম হয়। প্রতারণাকারীকে কেউ পছন্দ করে না। সে যেমন মানবসমাজে ঘৃণিত, তেমনি আল্লাহ তায়ালার নিকটও ঘৃণিত। উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের আনোয়ারা বেগম প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের কারণে দুনিয়াতে ঘৃণিত, লজ্জিত ও অপদস্থ হবে। আর আখিরাতে তার জন্য রয়েছে দুর্ভোগ ও ধ্বংস। সুতরাং আমাদেরকে সকল কথা ও কাজে প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

প্রশ্ন– ৮ ▸▸ আখলাকে হামিদাহ ও আখলাকে যামিমাহ

ইমরান সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি অধিক মুনাফার জন্য ব্যবসায় প্রতারণা করেন। তার প্রতিবেশী মামুন সাহেব সৎভাবে ব্যবসা করেন। কারণ তিনি সকল কাজে আল্লাহকে ভয় করেন। [ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. কিয়ামত দিবসে মুমিনের পালরায় কোন জিনিসটি বেশি ভারী হবে? ১
খ. আখলাকে হামিদাহ জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ইমরান সাহেবের ব্যবসায়িক আচরণে কী বিষয় প্রকাশ পেয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. মামুন সাহেব আল্লাহকে ভয় করার কারণে জীবনে কীভাবে উপকৃত হবেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রশংসনীয় আচরণ ও স্বভাব কিয়ামত দিবসে মুমিনের পালরাকে ভারী করবে।

খ আখলাকে হামিদাহ হলো মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মানুষ তার মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারে তার মানবীয় মৌলিক গুণাবলি, উত্তম মানবিকতা, নৈতিকতার আদর্শের কারণে। সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি যেমন সমাজের চোখে ভালো, তেমনি মহান আল্লাহর কাছেও প্রিয়। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স) বলেন– 'আল্লাহ তায়ালার নিকট সেই লোকগুলোই অধিক প্রিয়, চরিত্রের বিচারে যে উত্তম।' (ইবনে হিব্বান) অতএব, উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উত্তম হওয়ার কারণে মানুষের জীবনে আখলাকে হামিদাহ শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

গ উদ্দীপকে ইমরান সাহেবের আচরণে আখলাকে যামিমাহ বা নিন্দনীয় স্বভাব প্রকাশ পেয়েছে। আখলাকে যামিমাহ অর্থ : হলো অসচ্চরিত্র, মন্দ স্বভাব ইত্যাদি। মানব চরিত্রে বহু নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন : মিথ্যা, প্রতারণা, ঠাট্টা–বিদ্রূপ, বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা–বিদ্বেষ, লোভ–লালসা, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপব্যয়–কৃপণতা, ক্রোধ, গর্ব–অহংকার ইত্যাদি এসব স্বভাব আখলাকে যামিমাহ–র অন্তর্ভুক্ত। আমরা দেখি, উদ্দীপকের ইমরান সাহেব ব্যবসায়ে অধিক মুনাফার জন্য প্রতারণার আশ্রয় নেন। সুতরাং ইমরান সাহেবের ব্যবসায়িক আচরণে অসচ্চরিত্র ও নিন্দনীয় স্বভাব প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ মানুষের মাঝে আল্লাহভীতি থাকলেই তিনি ইহজীবন ও পরজীবনে কামিয়াব হবেন। মামুন সাহেব একজন সৎ ব্যবসায়ী। আল্লাহকে ভয় করার কারণে তার আচরণে আখলাকে হামিদাহ বা সচ্চরিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। আখলাকে হামিদাহ মানবীয় মৌলিক গুণ ও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর দ্বারাই মানুষ পূর্ণমাত্রায় মনুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হয়। মানবিকতা ও নৈতিকতার আদর্শ আখলাকে হামিদাহর মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। মানুষের ইহ ও পরকালীন সুখ, শান্তি উত্তম আখলাকের ওপরই নির্ভরশীল। সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিকে সবাই ভালোবাসে। ছোট, বড় সবাই তাকে ভালো মানুষ হিসেবে মান্য করে। তিনি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে হেয়প্রতিপন্ন না হয়ে বরং সম্মানের অধিকারী হন। ফলে তিনি মানসিকভাবে সুখে ও শান্তিতে থাকেন। মহান আল্লাহকে ভয় করে মামুন সাহেব সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়ায় মহান আল্লাহ এবং তার রাসুলের কাছেও প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হন। উত্তম আচার–আচরণ মানুষকে পুণ্য বা সাওয়াব দান করে। কিয়ামতের দিন মুমিনের পালরায় সবচেয়ে ভারী বস্তু হবে সুন্দর চরিত্র। ফলে মামুন সাহেব পরকালের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে চিরশান্তির স্থান জান্নাত লাভ করবেন। মামুন সাহেব আল্লাহকে ভয় করার কারণে ইহকাল ও পরকালে সাফল্য লাভ করবেন।

প্রশ্ন– ৯ ▸▸ আমানত

এসএসসি পরীক্ষার পর কামাল তার বন্ধু হাসানের বাড়িতে বেড়াতে যায়। কামাল টাকা–পয়সা ও কাগজপত্র হাসানের নিকট আমানত রাখে। আসার সময় কামাল মালামাল চাইলে হাসান তা দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং নানারকম টালবাহানা করে। বিষয়টি হাসানের বাবার দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বললেন, 'আমানত রক্ষা করা মুমিনদের জন্য আবশ্যক।'

[গভ. ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা]

ক. আমানতের বিপরীত কোনটি? ১

খ. মানবসেবা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. হাসানের কাজটি শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. হাসানের বাবার উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমানতের বিপরীত হলো খিয়ানত।

খ মানবসেবা বলতে মানুষের সেবা করা, পরিচর্যা করা, যত্ন নেওয়া ও সাহায্য–সহযোগিতা করা ইত্যাদিকে বোঝায়। জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করা, ভালোবাসা, সাহায্য–সহযোগিতা করা মানবসেবার অন্তর্ভুক্ত। মানবসেবা হলো হাক্কুল ইবাদতের অন্যতম দিক।

গ হাসানের কাজটি শরিয়তের দৃষ্টিতে আমানতের খিয়ানত হয়েছে। সাধারণত কারও কাছে কোনো অর্থ–সম্পদ, গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। তবে ব্যাপক অর্থে শুধু ধনসম্পদ নয় বরং যেকোনো জিনিসই গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। আমানত রক্ষা করা আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমানত রক্ষা করা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। আল–কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ করতে। (সূরা আন–নিসা : ৫৮)

উদ্দীপকের কামাল তার বন্ধু হাসানের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে টাকা–পয়সা ও কাগজপত্র হাসানের কাছে আমানত রাখে। কিন্তু আসার সময় কামাল মালামাল ফেরত চাইলে হাসান তা দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং নানারকম টালবাহানা করে। সুতরাং হাসানের কাজটি শরিয়তের দৃষ্টিতে আমানতের খিয়ানত।

ঘ হাসানের বাবার উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমানত রক্ষা করা আখলাকে হামিদাহ–এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। উদ্দীপকে কামাল তার বন্ধু হাসানের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে টাকা–পয়সা ও কাগজপত্র হাসানের কাছে আমানত রাখে। পরবর্তীতে সেই মাল ফেরত চাইলে হাসান তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। সে আমানতের খিয়ানত করে। বিষয়টি হাসানের বাবার দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বলেন– আমানত রক্ষা করা মুমিনদের জন্য আবশ্যক। আর প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই আমানতের খিয়ানত করেন না। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স) বলেছেন, যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই। (মুসনাদে আহমাদ) আমানত রক্ষা করা ইমানের অঙ্গস্বরূপ। আমানতের খিয়ানত করা ইমানদারের বৈশিষ্ট্য নয়। আমাদের প্রিয় নবি (স) ছিলেন আমানতদারির মূর্ত প্রতীক। ঘোর শত্রুরাও তার কাছে তাদের মূল্যবান ধন–সম্পদ আমানত রাখত। ইসলামি জীবন দর্শনে আমানত রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমানতের খিয়ানত করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, হারাম। মহানবি (স)–এর হাদিসে এসেছে খিয়ানত করা মুনাফিকদের অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা খিয়ানতকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। সুতরাং মুমিন ব্যক্তি খিয়ানত করতে পারে না বরং হাসানের বাবার উক্তি অনুযায়ী 'আমানত রক্ষা করা মুমিনের জন্য আবশ্যক।'

প্রশ্ন– ১০ শালীনতা

শালীনতা বিবর্জিত সমাজ চিত্রের অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করে মামুন তার মামাকে জিজ্ঞেস করল, মামা এ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী? উত্তরে মামা বললেন, আমাদের নারী সমাজ কুরআন ও হাদিস মেনে চললে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে।

[ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]

ক. শালীনতা কাকে বলে? ১

খ. 'লজ্জাশীলতার পুরোটাই কল্যাণময়'– হাদিসটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শালীনতাপূর্ণ সমাজ গঠনে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. মামার মন্তব্য যথার্থ কি না– তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কথা–বার্তা, আচার–আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলা হয়।

খ পবিত্রতা ও শালীনতার অন্যতম শর্ত হলো লজ্জাশীলতা। লজ্জাশীলতা মানুষকে শালীন হতে সাহায্য করে। লজ্জাশীল মানুষ পরকালে সাফল্য লাভ করবে। মহানবি (স) বলেন– 'লজ্জাশীলতার পুরোটাই কল্যাণময়।' (মুসলিম) লজ্জাশীলতা যেকোনো খারাপ আচরণ ও কর্মকাণ্ড থেকে মানুষকে রক্ষা করে, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়। ইহকালে যেকোনো ধরনের বিপদ–আপদ থেকে রক্ষা করে।

গ শালীনতাপূর্ণ সমাজ গঠনে আমাদের সামাজিক দায়িত্বের গুরুত্ব বর্ণনাতীত। কেননা, শালীনতাপূর্ণ সমাজ আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। শালীনতাপূর্ণ সমাজে শান্তি বিরাজ করে। শালীনতাপূর্ণ সমাজে গঠনে আমাদের প্রত্যেকেরই সচেতন হতে হবে। শালীনতাপূর্ণ সমাজ গঠনে আমাদের কতকগুলো সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। উদ্দীপকের মামুন শালীনতা বিবর্জিত সমাজচিত্রের অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করে তার মামাকে জিজ্ঞাসা করলে মামা এটাই বললেন যে, একটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুরুচিপূর্ণ জীবনযাপনে সবাইকে ধর্মীয়ভাবে সচেতন হতে হবে। সমাজের সবাইকে নম্র, ভদ্র ও শালীন হতে উৎসাহিত করতে হবে। শালীনতাবিরোধী কাজকে সমাজে নিষিদ্ধ করতে হবে। মানুষের কুপ্রবৃত্তি এবং কামনা–বাসনাপূর্ণ জীবনকে পরিহার করতে হবে। পোশাক–পরিচ্ছদ ও চলাফেরায় সবাইকে সচেতন হতে হবে। নারী–পুরুষ সবাইকে পর্দা রক্ষা ও শালীনতা বজায় রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিনা প্রয়োজনে নারীদের বাইরে ঘুরে বেড়ানোকে নিষেধ করতে হবে।

ঘ উদ্দীপকের মামুনের মামা যে মন্তব্য করেছেন তা যথার্থই করেছেন। কারণ– সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ আদর্শ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই শালীনতা বজায় রেখে চলতে হবে। কুরআন ও হাদিসের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে পারলেই পরিবার ও সমাজে শালীনতা বজায় থাকবে। উদ্দীপকে মামুনের মামা এই বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন যে, নারী সমাজ যদি তাদের পোশাক, চলাফেরা ও জীবনযাপনে কুরআন–হাদিস তথা শরিয়ত মতে চলাফেরা করে তাহলে এ সমস্যার সমাধান হবে। কুরআন ও হাদিসে নারীর শালীনতার বিষয়ে অনেক কথাই আছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন– 'আর তোমরা (নারীরা) নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলি যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না।' (সূরা আল–আহযাব : ৩৩)

বিনা প্রয়োজনে অশালীনভাবে নারীর বাইরে ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়। কারণ ইসলামে শালীনতাবিরোধী কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা অশ্লীল ও অশালীন কাজকর্ম মানুষের মানবিকতা ও নৈতিকতার মূল্যবোধ বিনষ্ট করে

দেয়। এর ফলে সমাজের সর্বত্র অরাজকতা বিরাজ করে এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ ধরনের সমস্যা ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ সমাজ থেকে দূর করতে হলে সমাজে কুরআন ও হাদিসের বিধানাবলি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং তা যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

প্রশ্ন– ১১ তাকওয়া এবং ওয়াদা পালন

লাবিব সর্বদা হারাম ত্যাগ করে এবং হালাল গ্রহণ করে। সে বিশ্বাস করে, আলৱাহ তাকে দেখতে পান, তার কথা শুনতে পান এবং তার চিন্তা বুঝতে পারেন। নাবিল কারও কাছে কোনো কথা দিলে তা পূরণ করার চেষ্টা করে। সে এটাকে দ্বীনের অংশ মনে করে। সে জানে কথা রাখা ইমানের একটি অঙ্গ।[রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. কোনটিকে ইমানের অর্ধেক বলা হয়েছে? ১

খ. 'সুন্দর চরিত্রই পুণ্য'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. লাবিব তার কাজের মাধ্যমে কী প্রকাশ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইসলামের আলোকে নাবিলের চিন্তাধারা বিশেৱষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পবিত্রতাকে ইমানের অর্ধেক বলা হয়েছে।

খ মহানবি (স) বলেছেন– 'সুন্দর চরিত্রই পুণ্য।' (মুসলিম) রাসুলুলৱাহ (স) নিজে যেমন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, তেমনি মানবজাতিকে সচ্চরিত্র গঠনের শিৰা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'মুমিনগণের মধ্যে সেই পূর্ণ ইমানের অধিকারী, যে তাদের মধ্যে চরিত্রের বিচারে সবচেয়ে উত্তম।' (তিরমিযি) বস্তুত উত্তম আচার–আচরণ মানুষকে পুণ্য বা সাওয়াব দান করে।

গ লাবিব তার কাজের মাধ্যমে তাকওয়া প্রকাশ করেছে। আলৱাহ তায়ালার ভয়ে যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সকল পাপাচার থেকে নিজেকে রৰা করে কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করাকে তাকওয়া বলা হয়। যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তাকে বলা হয় মুত্তাকি। উদ্দীপকের লাবিব সর্বদা হারাম ত্যাগ করে ও হালাল গ্রহণ করে। সে বিশ্বাস করে, আলৱাহ তাকে দেখতে পান, তার কথা শুনতে পান এবং তার চিন্তা বুঝতে পারেন। তাকওয়া মানুষকে মানবিক ও নৈতিক গুণাবলিতে উদ্বুদ্ধ করে। কোনো মানুষকে হারাম বর্জন ও হালাল গ্রহণ করতে প্রেরণা যোগায়। মুত্তাকি ব্যক্তি কখনও কোনোরূ প অশৱীল ও অশালীন কথা, কাজ ও চিন্তা–ভাবনা করতে পারেন না। কেননা, তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, পাপ যত গোপনই হোক না কেন, আলৱাহ তা দেখেন ও জানেন। কোনোভাবেই আলৱাহ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাকওয়াবান ব্যক্তি সকল কাজেই নীতি–নৈতিকতা অবলম্বন করেন এবং অনৈতিকতা ও অশৱীলতা পরিহার করেন। লাবিবের চরিত্রেও তা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ নাবিলের চিন্তাধারা অর্থাৎ কথা দিলে তা রৰা করা ইসলামের আলোকে সর্বোৎকৃষ্ট বলা যায়। ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনোরূ প প্রতিশ্রুতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রৰা করাকে ওয়াদা পালন বলে। মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে সবাই তাকে ভালোবাসে। তার প্রতি সকলের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে। সমাজে সে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করে। উদ্দীপকের নাবিলের মধ্যেও আমরা এ চারিত্রিকতাই দেখতে পাই যে, নাবিল কারো সাথে কথা দিলে তা পূরণ করার চেষ্টা করে। সে এটাকে দ্বীনের অংশ মনে করে। হাশরের ময়দানে প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ওয়াদা পালন করে না, আখিরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে। আখিরাতে শাস্তির ভয়ে নাবিল তাই কারও কাছে কোনো কথা দিলে তা পূর্ণ করার চেষ্টা করে। সে এটাকে দ্বীনের অংশ মনে করে। কারণ যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন ও দ্বীনদার হতে পারে না। একটি হাদিসে মহানবি (স) বলেছেন– 'যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন নেই।' (মুসনাদে আহমাদ)

প্রশ্ন– ১২ ইসলামে নারীর মর্যাদা

রাকিব তার বন্ধু মাসুমকে বলল যে, বর্তমানে নারীরা পুরুষের মতো চাকরি করে। আমি এটা পছন্দ করি না। তখন মাসুম বলল, ইসলাম নারীকে পর্দা রৰা করে সামাজিক কাজ করার অনুমতি দিয়েছে।

[ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিলৱা]

ক. কে সর্বপ্রথম নারীকে সম্পত্তিতে অংশীদার করেছে? ১

খ. নারীর মর্যাদা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাকিবের মনোভাবটি কিরূ প? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মাসুমের মতামত সমর্থন কর? উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলাম সর্বপ্রথম নারীকে সম্পত্তিতে অংশীদার করেছে।

খ নারীর মর্যাদা বলতে বোঝায়, নারীর প্রাপ্য অধিকার তাকে যথাযথভাবে প্রদান করা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ৰেত্রেই নারীর অধিকার ও মর্যাদা পুরুষের পাশাপাশি সমানভাবে প্রদান করাই নারীর মর্যাদা। অর্থাৎ পুরুষের পাশাপাশি সকল ৰেত্রে নারীর কাজ করার সুযোগ প্রদান, তাদের মাল–সম্পদ, ইজ্জত, সম্মান সংরৰণ করা ইত্যাদি নারীর মর্যাদা।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রাকিবের মনোভাবটি পুরোপুরি নারীর প্রতি মর্যাদার পরিপন্থী। তার মতে নারীরা বর্তমানে অফিস–আদালতে যায়, সরকারি, বেসরকারি, ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন, এটি ঠিক নয়। রাকিবের মতে, নারীরা থাকবে ঘরে বন্দি, যা পূর্বে আরব সমাজের অজ্ঞতা ও বর্বরতার শামিল। সে সময় নারীদের কোনো মান–মর্যাদা ছিল না, তাদের কোনোরূ প অধিকার ছিল না। সে সময় নারীদের দ্রব্যসামগ্রী মনে করা হতো। ক্রীতদাসী হিসেবে বাজারে কেনাবেচা করা হতো। ইসলাম নারীকে এমন অপমানকর অবস্থা থেকে মুক্তি দান করেছে। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীর অধিকার ও মর্যাদার ঘোষণা দান করেছে। নারী যদি ঠিকমতো পর্দা করে চলতে পারে তবে অফিস–আদালতে, সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে, রাজনৈতিক ৰেত্রে, অর্থনৈতিক ৰেত্রসহ সকল ৰেত্রেই অংশগ্রহণ করতে পারবে। ইসলাম মানুষকে নারীর প্রতি সম্মানবোধের আদেশ করেছে।

ঘ আমি মাসুমের মতামতকে সমর্থন করি। কারণ– ইসলামে নারীকে প্রভূত সম্মান দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবি (স)–এর আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র বিশ্বে বিশেষত আরব সমাজে নারীর কোনো মান–মর্যাদা ছিল না। তাদের কোনোরূ প অধিকার ছিল না। নারীকে দ্রব্যসামগ্রী মনে করা হতো এবং আরবের লোকেরা কন্যাসন্তান জন্মকে অপমানজনক বলে মনে করত। নারীদের ক্রীতদাস হিসেবে বাজারে কেনাবেচা করা হতো।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রাকিব বর্তমান সময়ে নারীদের পুরুষের মতো, চাকরি করা পছন্দ না করলে মাসুম তার ভুল সংশোধন করে বলেন, ইসলাম নারীকে পর্দা রৰা করে সামাজিক সব কাজ করতে অনুমতি দিয়েছে। ইসলাম নারীকে অপমানকর

অবস্থা থেকে মুক্তি দান করেছে। আলৱাহ তায়ালা নর–নারী উভয়ের মাধ্যমেই মানবজাতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। তাই যেকোনো গঠনমূলক ও ভালো কাজ করার ৰেত্রে নারীকে বাদ দিয়ে চিন্তা করলে হবে না। সকল কাজে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। 'ইসলাম নারীদের পর্দা রৰা করে সামাজিক কাজ করার অনুমতি দিয়েছে'–মাসুমের এই মতামত সমর্থনযোগ্য। নারীদের মেধা বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। তাদের কাজে প্রয়োজনমতো সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে হবে। বিদায় হজের ভাষণেও মহানবি (স) নারীজাতির অধিকার ও মর্যাদা রৰার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন।

প্রশ্ন– ১৩ ▸▸ নারীর প্রতি সম্মানবোধ

নারীরা সমাজের একটা অংশ। তাদের ছাড়া সমাজের উন্নয়ন আদৌ সম্ভব নয়। ইসলাম নারীদের পুরবষের সাথে সম–অধিকার ও পূর্ণ মর্যাদা দান করেছে। ইসলাম কন্যা সন্তানকে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি বলে ঘোষণা করেছে। নারীর অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের সম্পর্কে রাসূল (স) ঘোষণা করেছেন, 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।'

[রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. প্রতারণা অর্থ কী? ১

খ. 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।'–হাদিসটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. নারীর মর্যাদা বা অধিকার সুনিশ্চিত করতে কোন পদৰেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? উদ্দীপকের প্রেৰাপটে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. পাঠ্যপুস্তক ও উদ্দীপকের আলোকে নারীর প্রতি সম্মানবোধের উপায় বিশেৱষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতারণা মানে ঠকানো বা ফাঁকি দেওয়া, বিশ্বাস ভঙ্গ করা।

খ ইসলাম পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর মর্যাদা ও সম্মানের ঘোষণা প্রদান করেছে। মা হিসেবে নারীকে সন্তানের কাছে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করেছে। রাসুলুলৱাহ (স) ঘোষণা করেছেন– 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।' এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, যেকোনো সন্তানের কাছে তার মায়ের গুরবত্ব কতটুকু। সঠিকভাবে সেবাযত্নের মাধ্যমে সন্তান মাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে সেই মা খুশি হয়ে আলৱাহর কাছে সন্তানের জন্য দোয়া করবেন।

গ নারীর মর্যাদা বা অধিকার সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদৰেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ– ইসলামে নর–নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। ধর্মীয় স্বাধীনতা, মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের ৰেত্রেও ইসলাম নারীকে পুরবষের সমান সম্মান ও অধিকার প্রদান করেছে। সমাজের প্রতিটি ৰেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ৰেত্রে নারীর মর্যাদা ও সম্মানের ব্যবস্থা করতে হবে। মা হিসেবে ইসলাম নারীকে সন্তানের কাছে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করেছে। কন্যা হিসেবেও নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করতে হবে। ইসলামে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হারাম। স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা ও সম্মান স্বামীর অনুরূ প হতে হবে। উদ্দীপক পাঠ করেও এই বিষয়টিই জানা যায় যে, সমাজের বৃহৎ নারী সমাজকে সব কাজে অংশগ্রহণ না করলে আদৌ উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীকে উন্নত করতে হলে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও কর্মপন্থা নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ নারীর প্রতি সম্মানবোধই আখলাকে হামিদাহর অন্যতম একটি মহৎ গুণ। সাধারণ অর্থে, নারীকে সম্মান প্রদর্শনের অনুভূতি বা মনোভাবকে নারীর প্রতি সম্মানবোধ বলা হয়। ব্যাপক অর্থে, নারীর প্রতি সম্মানবোধ হলো নারী জাতির প্রতি সম্মানজনক মনোভাব প্রকাশ। উদ্দীপকের মধ্যে এই সম্মানবোধের বিষয়টি অত্যন্ত জোরালোভাবে বলা হয়েছে যে, পুরবষ ও নারীতে সম্মানের ৰেত্রে কোনো তারতম্য নেই। বরং নারীদের মর্যাদা পুরবষের চেয়েও বেশি। বলা হয়েছে কন্যা সন্তান সৌভাগ্যের চাবি ও মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত। নারীর প্রতি সম্মানবোধ মানুষের উত্তম–মানসিকতার পরিচায়ক। শুধু অন্তর দ্বারা সম্মান ও মর্যাদা দেখালেই চলবে না বরং নিজ কাজ–কর্ম ও আচার–ব্যবহার দ্বারা এর প্রমাণ দিতে হবে। আমাদের পরিবারে মা, মেয়ে, বোন, স্ত্রী, দাদি, ফুফু, খালা, শিৰিকা, সহপাঠী ও নারী সহকর্মী রয়েছেন। সুন্দর ব্যবহার, যথাযথ শ্রদ্ধা–সম্মান ও মায়া–মমতা প্রদর্শন, জীবন ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা ও অধিকার প্রদান করা ইত্যাদি নারীর প্রতি সম্মানবোধের নিদর্শন। নারীকে কোনোরূ প অত্যাচার করা যাবে না, ঠাট্টা–বিদ্রূ প, তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য করা যাবে না, ইভটিজিং করা যাবে না, তারা মনে কষ্ট পায় বা তাদের সম্মানহানি হয় এরূ প কোনো কাজ করা যাবে না। সর্বদা তাদের প্রাপ্য ও অধিকার আদায় করতে হবে। তাদের প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে এবং মেধা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে নারীকে সম্মান দিলে আলৱাহ তায়ালা খুশি হন।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১৪ ▸▸ আলখাকে হামিদাহ

আঃ হালিম একজন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ। তিনি চট্টগ্রামে একটি ইসলামি সম্মেলনে সততা, সত্যবাদিতা ও ওয়াদা পালন বিষয়ে গুরবত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ইসলামে এসব গুণাবলি অর্জনের জন্য বিশেষভাবে গুরবত্বারোপ করা হয়েছে।

ক. হামিদাহ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. আখলাক বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আঃ হালিমের আলোচনায় কোন আখলাকের বর্ণনা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত বিষয়ের গুরবত্ব বিশেৱষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হামিদাহ শব্দের অর্থ প্রশংসনীয়।

খ আখলাক আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ–স্বভাব, চরিত্র ইত্যাদি। শব্দগত বিবেচনায় আখলাক বলতে সচ্চরিত্র ও দুশ্চরিত্র উভয়কেই বোঝায়। মূলত আখলাক হলো মানুষের স্বভাবসমূহের সমন্বিত রূ প। মানুষের আচার–আচরণ, চিন্তা–ভাবনা, মানসিকতা, কর্মপন্থা সবকিছুকে একত্রে চরিত্র বা আখলাক বলা হয়।

গ আঃ হালিমের আলোচনায় আখলাকে হামিদাহর বর্ণনা ফুটে উঠেছে। আখলাক বা চরিত্র দু'প্রকার। ১. আখলাকে হামিদাহ বা প্রশংসনীয় চরিত্র ও ২. আখলাকে যামিমাহ বা নিন্দনীয় চরিত্র। মানুষের যেসব স্বভাব বা চরিত্র সমাজে প্রশংসনীয় ও সমাদৃত, আলৱাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (স)–এর নিকট প্রিয় সেসব স্বভাব বা চরিত্রকে আখলাকে হামিদাহ বলা হয়। এককথায়, মানবচরিত্রের সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বলা হয়। সততা, সত্যবাদিতা, ওয়াদাপালন, মানবসেবা, পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা, দয়া, ৰমা ইত্যাদি গুণাবলি আখলাকে হামিদাহর অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকের ইসলামি চিন্তাবিদ আঃ হালিম সততা, সত্যবাদিতা ও ওয়াদাপালন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, যা আখলাকে

হামিদাহ বা প্রশংসনীয় চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত আখলাকে হামিদাহ মানবীয় মৌলিক গুণ ও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত বিষয়টি হলো আখলাকে হামিদাহ। মানব চরিত্রের উত্তম ও নৈতিক গুণাবলি আখলাকে হামিদাহর অন্তর্ভুক্ত। যেমন : সততা, সত্যবাদিতা, ওয়াদাপালন, মানবসেবা, দয়া, ৰমা ইত্যাদি। এসব মৌলিক গুণাবলি মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর দ্বারাই মানুষ পূর্ণমাত্রায় মানুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হয়। মানুষের ইহ ও পরকালীন সুখ–শান্তি আখলাকে হামিদাহর ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে উদ্দীপকের ইসলামি চিন্তাবিদ তার আলোচনায় সততা, সত্যবাদিতা ও ওয়াদা পালনের মতো উত্তম গুণাবলি অর্জনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরবত্বারোপ করেন। মহানবি (স) বলেছেন, 'আলৱাহ তায়ালার নিকট সেই লোকই অধিক প্রিয়, চরিত্র বিচারে যে উত্তম।' পূর্ণাঙ্গ মুমিন হওয়ার জন্য মহানবি (স) সৎ ও নৈতিক স্বভাব অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মুমিনগণের মধ্যে সেই পূর্ণ ইমানের অধিকারী, যে তাদের মধ্যে চরিত্রের বিচারে সবচেয়ে উত্তম। প্রকৃতপৰে আখলাকে হামিদাহ বা সচ্চরিত্র পরকালীন জীবনে মানুষের কল্যাণের হাতিয়ার ও মুক্তির উপায় হবে। তাছাড়া দুনিয়ার জীবনে সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিকে সমাজের সবাই ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেখায়। তাঁর বিপদে এগিয়ে আসে। পরিশেষে বলা যায়, সচ্চরিত্রের মাধ্যমেই ইসলামের যাবতীয় সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। এজন্য ইসলামে আখলাকে হামিদাহ অর্জনের জন্য বিশেষভাবে গুরবত্বারোপ করা হয়েছে।

প্রশ্ন– ১৫ ▸▸ তাকওয়া

হামিদ সাহেব একজন সৎ ব্যবসায়ী। তার সংসারে অভাব অভিযোগ লেগেই থাকে। হামিদ সাহেবের স্ত্রী সাবিনা মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে অতিরিক্ত আয়ের জন্য তাকে দু'একটা মিথ্যা বলতে, ওজনে কম দিতে ও দ্রব্যে ভেজাল মেশাতে বলে। কিন্তু হামিদ সাহেব তাকে বুঝিয়ে বলে, 'মানুষকে ফাঁকি দেয়া গেলেও আলৱাহর চোখকে ফাঁকি দেয়া যাবে না।'

ক. সত্যবাদিতার বিপরীত শব্দ কী? ১
খ. আমরা সত্যবাদিতার অনুশীলন করব কেন? ২
গ. কোন গুণের কারণে হামিদ সাহেব অসৎ পথ অবলম্বন করতে রাজি হলো না? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. হামিদ সাহেবের স্ত্রী সাবিনার মতামতকে তুমি সমর্থন কর কি? উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সত্যবাদিতার বিপরীত হলো মিথ্যাচার।

খ আমরা সত্যবাদিতার অনুশীলন করব কেননা সত্যবাদিতা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সত্যবাদিতা মানুষকে নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। পাপ ও অশালীন কাজ থেকে ৰৰা করে। আর সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের পথ দেখায় সেজন্য আমরা সত্যবাদিতার অনুশীলন করব।

গ তাকওয়ার কারণে হামিদ সাহেব অসৎপথ অবলম্বন করতে রাজি হলো না। ইসলামি জীবন দর্শনে তাকওয়াই সব সদগুণের মূল। যার অন্তরে তাকওয়া তথা খোদাভীতি আছে সে সর্বত্রই আলৱাহর উপস্থিতি অনুভব করবে। ফলে সে পাপকাজ করতে পারবে না। উদ্দীপকটি পাঠ করে আমরা বুঝতে পারি যে হামিদ সাহেব একজন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী। তার মাঝে প্রতারণা করার মনোবৃত্তি নেই। হামিদ সাহেবের মাঝে তাকওয়া তথা আলৱাহভীতি বিদ্যমান। তাকওয়া বিদ্যমান থাকার কারণে হামিদ সাহেব সবরকম অন্যায়–অত্যাচার, পাপাচার বর্জন করে চলতে চায়। তাই স্ত্রী সাবিনা মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে অতিরিক্ত আয়ের জন্য তাকে দু'একটা মিথ্যা বলতে, ওজনে কম দিতে ও দ্রব্যে ভেজাল মেশাতে বললেও হামিদ সাহেব তার স্ত্রীকে বলে, 'মানুষকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আলৱাহর চোখকে ফাঁকি দেয়া যাবে না। অতএব, আমরা বলতে পারি হামিদ সাহেবের মাঝে তাকওয়া থাকার কারণে স্ত্রীর পরামর্শে অসৎ পথ অবলম্বন করতে রাজি হয়নি।

ঘ আমি হামিদ সাহেবের স্ত্রীর মতামতের সাথে একমত নই। কারণ, মিথ্যাচার, প্রতারণা, আখলাকে যামিমাহর অন্তভুক্ত। মানবসমাজে এর কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। উদ্দীপকে হামিদ সাহেবের স্ত্রীর মতামতও তাকওয়া বিরবদ্ধ, যা ক্রেতার সাথে প্রতারণা করতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রথমত, হামিদ সাহেবের স্ত্রী হামিদ সাহেবকে মিথ্যা কথা বলতে বলে। কিন্তু মিথ্যা বলা মহাপাপ, সব পাপের মূলে মিথ্যা। মিথ্যাবাদীকে আলৱাহ ভালোবাসেন না। মিথ্যার পরিণাম ধ্বংস। আর মিথ্যাবাদিতা মুনাফিকের চিহ্ন। দ্বিতীয়ত, হামিদ সাহেবের স্ত্রী হামিদ সাহেবকে ওজনে কম দিতে ও দ্রব্যে ভেজাল মেশাতে বলে। ওজনে কম দেওয়া ও দ্রব্যে ভেজাল মেশানো প্রতারণার পর্যায়ে পড়ে। প্রতারণা ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতাবিরোধী অতি গর্হিত কাজ। প্রতারণা মিথ্যারই শামিল। মিথ্যা যেমন ঘৃণ্য, প্রতারণাও তেমনি ঘৃণ্য। এটি একটি সমাজদ্রোহী পাপ। তাই আমি হামিদ সাহেবের স্ত্রীর মতের সাথে কোনোভাবেই একমত নই।

প্রশ্ন– ১৬ ▸▸ ওয়াদা পালন

জাফর তার বন্ধু সাদিকের নিকট থেকে বড় অংকের টাকা ধার নিল এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে ওয়াদাবদ্ধ হলো। যথাসময়ে সাদিক টাকা ফেরত চাইলে টাকা তো দিলই না বরং টাকার কথা অস্বীকার করল। এতে উভয়ের মধ্যে কলহ ও মারামারি বেঁধে যায়। অথচ আলৱাহ কুরআনে বলেছেন, "তোমরা প্রতিশ্রবতি পালন কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রবতি সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।"

ক. ওয়াদা শব্দের আরবি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. ওয়াদা পালন বলতে কী বোঝ? ২
গ. জাফরের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে কীরূ প? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কুরআনের বাণীটির তাৎপর্য মূল্যায়ন কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়াদা শব্দের আরবি প্রতিশব্দ 'আল–আহ্‌দু'।

খ কারও সাথে কোনোরূ প প্রতিশ্রবতি দিলে, অঙ্গীকার করলে বা কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে রৰা করাকে ওয়াদা পালন বলে। ওয়াদা পালন আখলাকে হামিদাহর অন্যতম গুণ।

গ ইসলামের দৃষ্টিতে জাফরের কাজটি ওয়াদাভঙ্গের শামিল যা মুনাফিকের লৰণ। মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোনো কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত করে। –এ হাদিসের আলোকে উদ্দীপকে জাফর একজন মুনাফিক। কেননা সে তার বন্ধু সাদিকের নিকট থেকে টাকা ধার নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধের ওয়াদা করে। কিন্তু পরবর্তীতে সে যথাসময়ে টাকা ফেরত দেয় না বরং টাকার কথা অস্বীকার করে। জাফরের এরূ প কর্মকাণ্ডে আহদ বা প্রতিশ্রবতি পালিত হয়নি। অথচ ওয়াদা বা প্রতিশ্রবতি ভঙ্গ করা মুনাফিকের

লৰণ। কোনো মুমিন ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে না। আমাদের প্রিয় নবি (স) সর্বদাই ওয়াদা পালন করেছেন। সাহাবি এবং আউলিয়াদের জীবনী পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা জীবনে কোনো ওয়াদা ভঙ্গ করেননি। কেননা ওয়াদা পালন করা অত্যাবশ্যক। হাশরের ময়দানে প্রতিশ্রৱতির ব্যাপারে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ওয়াদা পালন করে না, আখিরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে। তাই বলা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে জাফরের কাজটি নিফাকের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে আয়াতটি বর্ণিত পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাইলের ৩৪ নং আয়াত। ওয়াদা পালন সম্পর্কিত এই আয়াতটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলামি জীবন দর্শনে ওয়াদা পালন করা আবশ্যক। আলৱাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা প্রতিশ্রৱতি পালন কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রৱতি সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।" এ আয়াতে ওয়াদা পালনের গুরৱত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত ওয়াদা পালন মুমিনের বৈশিষ্ট্য। পৰান্তরে ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের নিদর্শন। ওয়াদা ভঙ্গের দ্বারা সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যেমনটি আমরা দেখি উদ্দীপকের জাফরের চরিত্রে। সে তার বন্ধুর নিকট থেকে টাকা ধার নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে টাকা ফেরত দেওয়ার ওয়াদা করলেও তা ভঙ্গ করে। এর ফলে উভয়ের মধ্যে মারামারি ও কলহ বেঁধে যায়। শান্তি–শৃঙ্খলা ও সফলতার জন্য ওয়াদা পালন করা অত্যাবশ্যক। হাশরের ময়দানে প্রতিশ্রৱতির ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ওয়াদা পালন করে না, আখিরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে। সুতরাং কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে, প্রতিশ্রৱতি দিলে তা রৰা করতে হবে। আর প্রতিজ্ঞা করলে বা চুক্তি সম্পাদন করলে তা পূর্ণ করতে হবে। তাহলে আলৱাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন। দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি–সফলতা লাভ করা যাবে।

প্রশ্ন– ১৭ ▸▸ সত্যবাদিতা

মহানবি (স) ছিলেন সত্যবাদিতার মূর্ত প্রতীক। তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা করেছেন। তিনি বলেছেন– 'সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে।' বস্তুত মানবজীবনে সত্যবাদিতার প্রভাব সীমাহীন।

ক. আখলাক অর্থ কী? ১
খ. আখলাকে হামিদাহ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধে উদ্দীপকে নির্দেশিত গুণ কীরূ প প্রভাব বিস্তার করতে পারে–ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত হাদীসের আলোকে সত্য বলার গুরৱত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখলাক অর্থ হলো চরিত্র, স্বভাব।

খ আখলাকে হামিদাহ অর্থ প্রশংসনীয় চরিত্র, সচ্চরিত্র। যে স্বভাব বা চরিত্র সমাজে প্রশংসনীয় ও সমাদৃত, আলৱাহ ও রাসুল (স)–এর নিকট প্রিয় সেসব স্বভাব বা চরিত্রকে আখলাকে হামিদাহ বলা হয়। যেমন : সততা, সত্যবাদিতা, ওয়াদা পালন, মানবসেবা, দয়া, ৰমা ইত্যাদি।

গ অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধে উদ্দীপকে নির্দেশিত গুণ সত্যবাদিতা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সৰম। সত্যবাদিতা এমন একটি মানবীয় গুণ, যার মাধ্যমে ব্যক্তি সব ধরনের পাপ, পঙ্কিলতা, অপরাধ, কলুষতা থেকে বিরত থাকতে পারে। অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধ ও নিরসনে সত্যবাদিতার প্রভাব কীরূ প তা নিরূ পণ করার জন্য মহানবি (স)–এর একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। হাদিসটি হলো– মহানবি (স)–এর কাছে এক লোক এসে বলল, আমাকে একটি খারাপ কাজ ত্যাগ করার নির্দেশ দিন। মহানবি (স) বললেন, মিথ্যা বলা ত্যাগ কর। লোকটি বলল, এতো খুব সহজ কাজ। পরে দেখা গেল, একমাত্র মিথ্যা ত্যাগ করায় সে সব ধরনের খারাপ কাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। সত্যবাদিতা এমন মহৎ গুণ, যা মানুষকে সব ধরনের পাপ, পঙ্কিলতা, অন্যায়, অপরাধ, হিংসা–বিদ্বেষ, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে। সুতরাং বলা যায়, অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধে সত্যবাদিতার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক।

ঘ 'সত্যবাদিতা মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে'– উদ্দীপকে উলিৱখিত এ হাদীসের আলোকে সত্য বলার গুরৱত্ব মূল্যায়ন করা হলো। সত্য বলার গুরৱত্ব অপরিসীম। যে ব্যক্তি সত্য বলে তাকে সকলে বিশ্বাস করে। সত্য বলার মধ্যে রয়েছে মুক্তি। পৰান্তরে মিথ্যার পরিণাম ভয়াবহ। মিথ্যা ব্যক্তিকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স)–এর একটি হাদিস প্রাণিধানযোগ্য। তিনি বলেন–

اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ–

সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে। সত্যবাদী ব্যক্তি সর্বদা কল্যাণময় পথে ধাবিত হয়। কেননা সত্যবাদী ব্যক্তির সহায়ক স্বয়ং আলৱাহ তায়ালা। পৃথিবীতে তার কোনো অনিষ্টকারী থাকে না। সকলেই তার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়। ফলে তার জীবনে নেমে আসে অনাবিল শান্তি ও সাফল্য। যে ব্যক্তি সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী হয় তাকে সমাজের সকল লোক সম্মান করে এবং ভালোবাসে। সত্যবাদীকে সবাই বিশ্বাস করে। অন্যদিকে মিথ্যা সকল পাপের মূল। মিথ্যাবাদী সকল ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। ফলে ধ্বংস তার জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে। মিথ্যাবাদীকে সমাজের সবাই ঘৃণা ও অপছন্দ করে। সমাজের কেউ তাকে বিশ্বাস করে না।

মুক্তির দিশারি মহানবি (স) তাই সত্য বলার ওপর যথেষ্ট গুরৱত্ব আরোপ করেছেন। সুতরাং সত্য বলার গুরৱত্ব উপলব্ধি করে জীবনের সামগ্রিক ৰেত্রে আমাদের সত্যাশ্রয়ী হতে হবে এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকতে হবে। আর তাহলেই আমাদের জাগতিক ও পারলৌকিক জীবন সুন্দর ও সার্থক হবে।

প্রশ্ন– ১৮ ▸▸ সত্য ও মিথ্যার প্রভাব

সোহাগ ও শাকিল দুই ভাই। তারা একই স্কুলে পড়াশোনা করে। সোহাগ প্রায়ই শিৰক ও অন্যান্য সহপাঠীদের সাথে মিথ্যা কথা বলে। অন্যদিকে শাকিল কারো সাথে মিথ্যা কথা বলে না বরং সকল কাজে সত্য বলার চেষ্টা করে।

ক. আলৱাহ তায়ালার নিকট কোন গুণটির মূল্য অত্যধিক? ১
খ. নৈতিক জীবন গঠনে তাকওয়া গুরৱত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. সোহাগের কর্মকাণ্ডগুলোকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে শাকিলের কর্মকাণ্ডের পরিণতি বিশেৱষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলৱাহ তায়ালার নিকট তাকওয়ার মূল্য অত্যধিক।

খ নৈতিক জীবন গঠনে ও নীতি–নৈতিকতা রৰায় তাকওয়ার প্রভাব অনস্বীকার্য। তাকওয়া সকল সৎ গুণের মূল। ইসলামি নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো তাকওয়া। তাকওয়া মানুষকে মানবিক ও নৈতিক গুণাবলিতে উদ্বুদ্ধ করে। তাকওয়া মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলে। সকল সৎ ও সুন্দর গুণ অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করে।

গ সোহাগের কর্মকাণ্ডগুলোকে বলা হয় আখলাকে যামিমাহ। মানব চরিত্রে এমন কিছু দিক রয়েছে যা অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয়। মানব চরিত্রে এসব নিন্দনীয়

স্বাভাবগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বলা হয়। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, সোহাগ প্রায়ই শিৰক ও অন্যান্য সহপাঠীদের সাথে মিথ্যা কথা বলে। মিথ্যা কথা বলা আখলাকে যামিমাহর অন্তর্ভুক্ত। মিথ্যা কথা বলা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। মানবজীবনে সকল পাপের মূল হলো মিথ্যা। মিথ্যা বলার দ্বারা সোহাগ অন্যান্য পাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে। মিথ্যা মানুষের জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে। মানুষকে অসৎ ও অনৈতিক কাজে উদ্বুদ্ধ করে, মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। তেমনি সোহাগের মিথ্যা কথা বলার কারণে তাকে কেউ বিশ্বাস করবে না। পরকালে তার জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।

ঘ শাকিল তার কর্মকাণ্ডের ফলে দুনিয়াতে সম্মান ও আখিরাতে জান্নাত লাভ করবে। কারণ সত্যবাদিতা গ্রহণ ও মিথ্যার বর্জন দুনিয়াতে মানুষকে প্রভূত কল্যাণ ও সফলতা দান করে। আর আখিরাতে তার প্রতিদান হলো জান্নাত। যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে তাকে সবাই ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। পৰান্তরে যে মিথ্যাবাদী তাকে কেউ ভালোবাসেনা, সম্মান করেনা। বরং সকলেই তাকে ঘৃণা করে। কেননা মিথ্যা বলা মহাপাপ। এটি সকল পাপের মূল। মিথ্যবাদীর উপর আলৱাহ তায়ালা চরম অসন্তুষ্ট। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, শাকিল সবসময় সত্য কথা বলে। শাকিলের কর্মকাণ্ড তার নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করবে, তাকে পাপ ও অশালীন কাজ থেকে রৰা করবে। শাকিলকে সবাই ভালোবাসবে ও বিশ্বাস করবে। সত্যবাদিতার পরিণতি হলো সফলতা ও মুক্তি। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে– 'সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে।' সত্যবাদিতার ফলে মানুষ সম্মানিত হয়, মর্যাদা লাভ করে। আখিরাতে সত্যবাদিতার প্রতিদান হলো জান্নাত। সুতরাং শাকিলের সত্যবাদিতা তাকে প্রভূত কল্যাণ ও সফলতা দান করবে।

প্রশ্ন– ১৯ সত্যবাদিতা

আরিফ একটি ধার্মিক পরিবারের সন্তান। তার বাবা–মা ইসলামের শরিয়ত মোতাবেক চলাফেরা করেন। তার অন্যান্য ভাইয়েরা বাবা–মাকে অনুসরণ করে। এমনকি তারা স্ব স্ব ৰেত্রে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আরিফ কথায় কথায় মিথ্যা বলে এবং মানুষকে ফাঁকি দেয়। বর্তমানে তার ব্যবসা–বাণিজ্য ধ্বংসের পথে। যেমন হাদিসে রয়েছে 'সত্যবাদিতা মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে।'

ক. আমানত শব্দের অর্থ কী? ১
খ. আমানতের খিয়ানতকারীকে আত্মসাৎকারী বলা হয় কেন? ২
গ. আরিফ কী করলে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আরিফের মতো মানুষের জন্য উদ্দীপকে উলিৱখিত হাদিসটির প্রয়োজনীয়তা বিশেৱষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমান শব্দের অর্থ : গচ্ছিত রাখা, নিরাপদ রাখা।

খ কারো নিকট কোনো কিছু গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। আমানত রৰা করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমানতদার যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে আমানত অস্বীকার করে বা আমানত খিয়ানত করে সেটা আত্মসাৎ করার নামান্তর। এজন্য আমানত খিয়ানতকারীকে আত্মসাৎকারী বলে।

গ উদ্দীপকে আরিফ সত্যবাদিতার সাথে জীবনযাপন করলে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারবে। কেননা মহানবি (স) বলেছেন, 'সত্যবাদিতা মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ডেকে আনে ধ্বংস।' আরিফ এ হাদিসের আলোকে জীবনের প্রতিটা ৰেত্রে আমল করলে ধ্বংসের হাত থেকে রৰা পেয়ে সুন্দর জীবনযাপন করতে পারবে। সে যদি কথায় কথায় মিথ্যা না বলে সত্যকথা বলে পাপমুক্ত হতো তাহলে সে ধ্বংস হতো না। তাকে মানুষেরা বিশ্বাস করত ফলে তার ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতি হতো। মিথ্যার আশ্রয়ই তাকে ধ্বংস করেছে। এখন ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে হলে আরিফকে মিথ্যা পরিহার করে সত্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা রাসুল (স) বলেছেন, তোমরা সত্যবাদী হও, কারণ সত্য পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের পথ দেখায়।

ঘ আরিফের মতো মানুষের জীবনে উদ্দীপকে উলিৱখিত হাদিসটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ সত্যবাদিতা মানবজীবনের একটি মহৎ গুণ। এজন্য ইসলামে সত্যবাদিতার প্রতি গুরবত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স) বলেন– সত্যবাদিতা মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ডেকে আনে ধ্বংস। একটি ঘটনা প্রমাণ করে কীভাবে সত্য মুক্তি দেয়। একদিন একজন লোক মহানবি (স)–কে বললেন, আমি চুরি করি, মিথ্যা বলি, আরও অনেক খারাপ কাজ করি। সব খারাপ কাজ একবারে ত্যাগ করা আমার পৰে সম্ভব নয়। আমাকে একটি খারাপ কাজ ত্যাগ করার নির্দেশ দিন। মহানবি (স) বললেন, 'মিথ্যা বলা ত্যাগ কর।' লোকটি বলল, এত খুব সহজ কাজ। পরে মিথ্যা ত্যাগ করার কারণে লোকটি আর কোনো খারাপ কাজ করেনি। তার জীবন পাপমুক্ত হলো এবং পরিণামে সে মহৎ ব্যক্তিরূ পে পরিচিত হলো। উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, আরিফ মিথ্যা বলার কারণে তার ব্যবসা ধ্বংস হয়েছে। মুলত মিথ্যাচার জঘন্যতম অপরাধ ও সমস্ত অপকর্মের উৎস। মিথ্যাবাদীকে কেউ কখনো বিশ্বাস করে না। আল–কুরআনে মিথ্যাবাদীদের অনিবার্য ধ্বংসের সংবাদ দিয়ে আলৱাহ বলেন– সেদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের জন্য। (সূরা মুতাফফিফিন : ১০) আমাদেরও উচিত জীবনের সর্বৰেত্রে মিথ্যাকে পরিহার করা ও সত্যবাদি হওয়া।

প্রশ্ন– ২০ শালীনতা

রিতা ও মিতা দুই বান্ধবী। রিতার পোশাক–পরিচ্ছদ শালীন হলেও মিতা অশালীন পোশাক পরিধান করে। কথা–বার্তা, আচার–আচরণেও রিতা অত্যন্ত মার্জিত। কিন্তু মিতা এসবের ধার ধারে না। তারা দুইজন যখন একই সাথে বিদ্যালয়ে যায়, তখন রিতাকে সবাই ভালো চোখে দেখে কিন্তু মিতাকে দেখে ছেলেরা ইভটিজিং করে। মিতার অশালীনতা এলাকার যুবক ছেলেদের মনে বিভিন্ন কুভাবনার বিস্তার ঘটায় এবং তারা মিতার যাতায়াতের পথে বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি করে। ফলে মিতাকে ঘিরে একধরনের অশান্তির সৃষ্টি হয়।

ক. হুব্বুলওয়াতান শব্দের অর্থ কী? ১
খ. শালীনতার পরিধি উলেৱখ কর। ২
গ. রিতার সুন্দর ও সুরবচিপূর্ণ জীবনযাপনে শালীনতার গুরবত্ব উপস্থাপন কর। ৩
ঘ. 'মিতার অশালীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী'– কথাটি কতটা যুক্তিসঙ্গত বলে তুমি মনে কর? ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হুব্বুলওয়াতান শব্দের অর্থ স্বদেশপ্রেম।

খ শালীনতা অর্থ মার্জিত, সুন্দর ও শোভন হওয়া। শালীনতার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এটি বহু নৈতিক গুণের সমষ্টি। ভদ্রতা, নম্রতা, সৌন্দর্য, সুরবচি, লজ্জাশীলতা ইত্যাদি গুণের সমন্বিত রূ পের মাধ্যমে শালীনতা প্রকাশ পায়।

গ ইসলাম সৌন্দর্যের ধর্ম। এটি অশালীন কুরবচিপূর্ণ কোনো স্বভাব সমর্থন করে না। রিতার সুন্দর ও সুরবচিপূর্ণ জীবনযাপনে শালীনতার দান অপরিসীম। মার্জিত, নম্র, ভদ্র ও পূত–পবিত্র হিসেবে মানুষকে গড়ে তোলা ইসলামি শিৰার অন্যতম উদ্দেশ্য। বলা যায় শালীনতাই ইসলামি সমাজব্যবস্থার মূলভিত্তি। রিতা

সবসময় শালীন পোশাক পরিধান করে। ফলে মানুষের কুনজর সে এড়িয়ে চলতে পারে। সবাই তাকে দেখে সম্মান করে। এছাড়া ইবাদতের মূল শক্তি শালীনতা। শালীন পোশাকে আলৱাহর ইবাদত করাতে সে আলৱাহর অনুগ্রহ লাভ করে। সৎভাবে জীবনযাপন এবং শালীন আচার–ব্যবহার রিতাকে যেমন সুন্দর জীবন দান করে, তেমনি তার সুন্দর রবচির প্রকাশ ঘটায়।

ঘ মিতার অশালীনতা সমাজের বিশৃঙ্খলার জন্য বহুলাংশে দায়ী বলে আমি মনে করি। অশালীনতা সমাজে ইভটিজিং, ব্যভিচার ইত্যাদির জন্ম দেয়। এজন্য নর–নারীকে পর্দা করা ও শালীনতা অর্জনের গুরবত্ব দেওয়া হয়েছে। অশৱীল কাজকর্ম মানুষের মানসিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করে দেয়। মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বের অভ্যাস গ্রহণ করে। ফলে সমাজে অনাচার, ব্যাভিচার, অশৱীলতা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ভেঙ্গে দেয়। যার কারণে সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মিতা অশালীন পোশাক পরার কারণে এলাকার যুবক ছেলেরা তাকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে। এভাবে ইভটিজিং থেকে ব্যভিচার ও ধর্ষণের আশঙ্কা দেখা যায়। তাছাড়া মিতাকে দেখে অন্য মেয়েরাও অশৱীল পথে আসার চেষ্টা করবে। ফলে সমাজে এক প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

প্রশ্ন– ২১ আমানত

জয়া হাসনার কাছে দশ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখে। কয়েক মাস পরে জয়া ওই টাকা ফেরত আনতে গেলে হাসনা বলল, সে টাকাগুলো খরচ করে ফেলেছে। এতে জয়ার মন খারাপ হয়।

ক. মুনাফিকের লৰণ কয়টি? ১
খ. আমানতের খিয়ানত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. হাসনার কাজটি ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত বিষয়টির গুরবত্ব বিশেরষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফিকের লৰণ ৩টি।

খ কারো কাছে কোনো ধনসম্পদ বা মাল কিংবা কোনো জিনিস গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। আমানতের বিপরীত শব্দ খিয়ানত। অর্থাৎ যে সম্পদ বা জিনিস গচ্ছিত রাখা হয় তা যথাযথভাবে মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ না করে আত্মসাৎ বা ৰতিসাধন করাকে আমানতের খিয়ানত বলে।

গ হাসনার কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে খিয়ানতের শামিল। আমানতকৃত দ্রব্য বা বিষয় যথাযথভাবে প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে না দিয়ে আত্মসাৎ করাকে খিয়ানত বলে। আর আমানতের খিয়ানত করা ইমানদারের বৈশিষ্ট্য নয়। বরং এটি মুনাফিকের চিহ্ন। উদ্দীপকে দেখা যায়, জয়া হাসনার কাছে দশ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখে। কয়েক মাস পর জয়া ঐ টাকাগুলো ফেরত আনতে গেলে হাসনা বলল, সে টাকাগুলো খরচ করে ফেলেছে। অর্থাৎ হাসনা জয়ার আমানতের টাকা আত্মসাৎ করেছে। অথচ ইসলামে আমানতের খিয়ানত করা সম্পূর্ণরূ পে নিষিদ্ধ বা হারাম। পবিত্র কুরআনের সূরা আনফালের ৫৮নং আয়াতে বলা হয়েছে; "নিশ্চয়ই আলৱাহ তায়ালা খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।" আর মহানবি (স) বলেছেন, যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই।' সুতরাং আমরা বলতে পারি, জয়ার গচ্ছিত টাকাগুলো হাসনা খরচ করে আমানতের খিয়ানত করেছে। কুরআন ও হাদিসের আলোকে যা সম্পূর্ণ অবৈধ।

ঘ উদ্দীপকে আমানতদারির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর ইসলামি জীবনদর্শনে আমানত রৰা করা অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ। নিচে আমানতের গুরবত্ব বিশেরষণ করা হলো :

১. **ইমানের অঙ্গ** : আমানত রৰা করা ইমানের অঙ্গ স্বরূ প। আমানতের গুরবত্ব সম্পর্কে রাসুল (স) ইরশাদ করেন, 'যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই।'
২. **আমানত রৰা করা ফরজ** : মহাগ্রন্থ আল–কুরআনের সুরা আন–নিসার ৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আলৱাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ কর।"
৩. **মহানবি (স)–এর আদর্শ** : আমাদের প্রিয় নবি (স) ছিলেন আমানতদারির মূর্তপ্রতীক। ঘোর শত্রবরাও তাঁকে আল–আমিন হিসেবে জানত, তাঁর নিকট তাদের মূল্যবান ধন–সম্পদ আমানত রাখত।
৪. **খিয়ানতকারী মুনাফিক** : মুনাফিকের ৩টি আলামতের মধ্যে আমানতের খিয়ানত করা অন্যতম। যারা আমানতের খিয়ানত করে তারা প্রকৃত মুমিন নয়, বরং তারা প্রতারক, ভণ্ড ও মুনাফিক।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় আমানত রৰার গুরবত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন– ২২ আমানত

সাগর ও সগির একই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। উভয়ের পিতা সরকারি চাকরিজীবী। সাগরের বাবা তার ব্যক্তিগত কাজে অফিসের গাড়ি ব্যবহার করেন। প্রতিদিন সাগরকে গাড়িতে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যায় দেখে সগির তাকে প্রশ্ন করল, তোমরা কী গাড়ি কিনেছ? তখন সাগর বলল, এটা বাবার অফিসের গাড়ি। বাড়ি গিয়ে সগির তার বাবাকে বলল, বাবা তোমারও তো অফিসের গাড়ি আছে। তোমার অফিসের গাড়ি আমাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে দাও না কেন? তখন সগিরের বাবা বললেন, এটি রাষ্ট্রীয় সম্পদ এবং জনগণের আমানত। এটি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

ক. "লজ্জাশীলতার পুরোটাই কল্যাণময়"–এটি কার বাণী? ১
খ. আখলাকে যামিমাহ বর্জনীয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. সাগরের বাবার কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে কীরূ প হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সগিরের বাবার উক্তিটি কুরআন–হাদিসের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাণী।

খ মানব চরিত্রের নিন্দনীয় স্বভাবগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বলে। যেমন : মিথ্যা, প্রতারণা, গিবত, হিংসা, ফিতনা–ফাসাদ ইত্যাদি। মানবসমাজে আখলাকে যামিমাহর কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি ব্যক্তিজীবনে যেমন অশান্তি ডেকে আনে, তেমনি সমাজজীবনেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষ ভীষণভাবে ৰতিগ্রস্ত হয়। এজন্য আখলাকে যামিমাহ ঘৃণিত ও বর্জনীয়।

গ সাগরের বাবার কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে আমানতের খিয়ানতের পর্যায়ে পড়ে। যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং কোনো অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয়। ইসলামে মানুষের প্রতিটি দায়িত্ব ও কর্তব্যই আমানতস্বরূ প। ব্যক্তিগত কাজের পাশাপাশি মানুষকে আরও বহু দায়িত্ব পালন করতে হয়। মানুষের এসব পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক দায়িত্ব আমানত হিসেবে গণ্য। আমানতের কতিপয় ৰেত্র রয়েছে তার মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের নিকট ঐ প্রতিষ্ঠান আমানতস্বরূ প। ঐ প্রতিষ্ঠানের সবকিছু রৰণাবেৰণ করা তাদের কর্তব্য। রাষ্ট্রের সকল সম্পদ জনগণের নিকট

আমানতস্বরূ প। এগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার না করা খিয়ানত হিসেবে গণ্য। উদ্দীপকে দেখা যায়, সাগরের বাবা ব্যক্তিগত কাজে অফিসের গাড়ি ব্যবহার করেন। অথচ ইহা রাষ্ট্রীয় সম্পদ এবং জনগণের আমানত। সাগরের বাবা আমানতের সংরৰণ না করে বরং খিয়ানত করেছেন। ইসলামে আমানতের খিয়ানত করা মুনাফিকের লৰণ। সূরা আনফালে বলা হয়েছে– নিশ্চয়ই আলরাহ তায়ালা খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সাগরেরবাবার কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে আমানতের খিয়ানত হিসেবে গণ্য।

ঘ সরকারি অফিসের গাড়ি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার বিষয়ে উদ্দীপকে বর্ণিত সগিরের বাবার উক্তিটি যথাযথ এবং প্রশংসনীয়। এ প্রসঙ্গে সগিরের বাবার উক্তিটি ছিল, 'এটি রাষ্ট্রীয় সম্পদ এবং জনগণের আমানত। এটি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা ঠিক নয়।' ইসলামে মানুষের প্রতিটি দায়িত্ব ও কর্তব্যই আমানতস্বরূ প। ব্যক্তিগত কাজের পাশাপাশি মানুষকে আরও বহু দায়িত্ব পালন করতে হয়। মানুষের এসব পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক দায়িত্ব আমানত হিসেবে গণ্য। এ হিসেবে কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিকট ঐ প্রতিষ্ঠান আমানতস্বরূ প। ঐ প্রতিষ্ঠানের সবকিছু রৰণাবেৰণ করা তাদের কর্তব্য। উদ্দীপকের সগিরের বাবা সরকারি চাকরি করলেও তিনি তার অফিসের গাড়ি ব্যবহারের বিষয়ে যথেষ্ট আমানতদারির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মনে করেন অফিসের গাড়ি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার জনগণের আমানতে খেয়ানত। কেননা অফিসের গাড়ি রাষ্ট্রীয় সম্পদ। অর্থাৎ তিনি আমানত রৰার গুরবত্ব সম্পর্কে অবহিত আছেন। আলরাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই আলরাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার মালিকের নিকট যথাযথভাবে ফেরত দাও।" আর মহানবি (স) বলেন, 'যার মধ্যে আমানতদারি নেই তার ইমান নেই।' সুতরাং বলা যায়, কুরআন–হাদিসের আলোকে সগিরের বাবার উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন– ২৩ ▸▸ মানবসেবা

রামুর বৌদ্ধ মন্দিরে হামলার ঘটনাকে হাসান সাহেব নিন্দনীয় মনে করেন। তিনি নির্যাতিত দুজন বৌদ্ধের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তার মনে প্রশ্ন জাগে মানুষ এত জঘন্য কাজ কীভাবে করতে পারে?

ক. কর্তব্যপরায়ণতা কী? ১
খ. নারীর প্রতি সম্মানবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. হাসান সাহেবের কাজে কিসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. হাদিস থেকে দৃষ্টান্তের সাহায্যে উক্ত কাজের গুরবত্ব বিশেরষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্তব্যপরায়ণতা হলো যথাযথভাবে কর্তব্য আদায় করা এবং দায়িত্বসমূহ পালন করা।

খ নারীর প্রতি সম্মানবোধ মানুষের উত্তম মন–মানসিকতার পরিচায়ক। এটি নারীকে সম্মান প্রদর্শনের অনুভূতি বা মনোভাবকে বুঝিয়ে থাকে। ব্যাপক অর্থে নারীর প্রতি সম্মানবোধ হলো নারীজাতির প্রতি সম্মানজনক মনোভাব। যথাযথভাবে তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করাকে নারীর প্রতি সম্মানবোধ বলে।

গ হাসান সাহেবের কাজে মানবসেবার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মানবসেবা বলতে মানুষের সেবা করা, পরিচর্যা করা, যত্ন নেওয়া, সাহায্য–সহযোগিতা করা ইত্যাদি বোঝায়। জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করা মানবসেবার আওতাভুক্ত। বস্তুত, সকল মানুষ ভাই ভাই। সকলেই আদম (আ)–এর সন্তান। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্য ভাইয়ের সাহায্য করে আলরাহ তায়ালাও সে ব্যক্তির সাহায্য করেন, তার বিপদাপদ দূর করেন। মানবসেবা করা মুমিনের অন্যতম গুণ। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই অন্য মানুষের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। মহানবি (স) এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, রগ্ন ব্যক্তির সেবা কর, বন্দীকে মুক্ত কর এবং ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত কর।" (বুখারি) নানাভাবে মানুষের সেবা করা যায়। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, অসহায়কে আশ্রয় দান, রোগীর সেবা করা, নিঃস্ব দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য করার মাধ্যমে মানবসেবা করা যায়। এৰেত্রে ধর্ম বিভেদ বিবেচ্য নয়। উদ্দীপকের হাসান সাহেবও ধর্মের বিভেদ বিবেচনা না করে দুজন বৌদ্ধের চিকিৎসায় সাহায্য করেন। সুতরাং তার কাজটিতে মানবসেবার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঘ উক্ত কাজ তথা মানবসেবার গুরবত্ব অত্যাধিক। আমাদের প্রিয় নবি (স) মানবসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ছোট–বড়, ধনী–গরিব, মুসলিম–অমুসলিম সকলকেই তিনি সাহায্য–সহযোগিতা করতেন, সকলের খোঁজখবর নিতেন। বিপদগ্রস্ত, অভাবীদের সহায়তা করতেন। তাঁর দয়া, মায়া ও সহানুভূতি থেকে তাঁর চরম শত্রুও বঞ্চিত হতো না। রাসুল (স)–এর জীবনী পাঠ করলে আমরা এরূ প বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। রাসুল (স)–কে কষ্টদানকারী বুড়ির ঘটনা আমরা সবাই জানি। মানবসেবার প্রতিদান সীমাহীন। আলরাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিন মানুষের সেবাকারীকে প্রভূত পুরস্কার ও নিয়ামত দান করবেন। মহানবি (স) বলেন, "কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাপড় দান করলে আলরাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের পোশাক দান করবেন। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করলে আলরাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সুস্বাদু ফল দান করবেন। কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানি পান করালে আলরাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সিলমোহরকৃত পাত্র থেকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন।" (আবু দাউদ) সকল মানুষের সাহায্য–সহযোগিতা করা রাসুলুলরাহ (স)–এর আদর্শ। আমাদের তিনি এজন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত যথাসম্ভব সকল মানুষের সেবা করা।

প্রশ্ন– ২৪ ▸▸ ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

দশম শ্রেণির ছাত্র আব্দুর রব মায়ানমারে মুসলমানদের উপর অমানবিক নির্যাতনের কথা টিভির খবরে এবং পত্রিকার মাধ্যমে জেনে খুবই ব্যথিত হয়। আবার অল্প কিছুদিন পরে নিজ দেশের রামুর বৌদ্ধমন্দিরে হামলার ঘটনাকে সে নিন্দনীয় মনে করে।

ক. ভ্রাতৃত্ববোধ কী? ১
খ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মায়ানমারের নির্যাতিত মুসলমানদের প্রতি আব্দুর রবের মনোভাবে কিসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রামুর বৌদ্ধমন্দিরে হামলার ঘটনায় একজন মুসলমান হিসেবে তোমার মনোভাব ব্যক্ত কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভ্রাতৃত্ববোধ হলো ভ্রাতৃত্বসুলভ অনুভূতি প্রকাশ।

খ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যকার সম্প্রীতি ও ভালোবাসা। আমাদের সমাজে বহু ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতির লোক বাস করে। তারা এক একটি সম্প্রদায়। সমাজে বসবাসরত এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাবই হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

গ মায়ানমারের নির্যাতিত মুসলমানদের প্রতি আব্দুর রবের মনোভাবে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আমরা জানি, ইসলামে সকল মুসলমান ভাই ভাই। মুসলমানগণ বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক সে কালো হোক বা সাদা, ধনী হোক কিংবা গরিব সকলেই ভাই ভাই। আলৱাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।' আর রাসুলুলৱাহ (স) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।' তাই বিশ্বের সকল মুসলমান ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। তারা পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ব সুলভ আচরণ করবে– এটাই ইসলামের শিৰা। একটি হাদিসে মহানবি (স) মুসলমানদের এ ভ্রাতৃত্বের স্বরূ প তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'তুমি মুমিনগণকে পারস্পরিক করুণা প্রদর্শন, সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের ব্যাপারে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে। যখন দেহের একটি অঙ্গ কষ্ট পায় তখন গোটা দেহই জ্বর ও নিদ্রাহীনতার মাধ্যমে এর প্রতি সাড়া দেয়।' মুসলমানদের এ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব হলো ইসলামি ভ্রাতৃত্ব। এ ভ্রাতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উদ্দীপকের আব্দুর রবের মনোভাবে। কেননা সে মায়ানমারের মুসলমানদের উপর অমানবিক নির্যাতনের কথা টিভির খবরে এবং পত্রিকার মাধ্যমে জেনে খুবই ব্যথিত হয়। দুনিয়ার দূরতম প্রান্তে কোনো মুসলমান কষ্টে পতিত হলে আব্দুর রবের মতো অন্য মুসলমানও তার সমব্যথী হয়, তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। এটাই ইসলামি ভ্রাতৃত্বের নমুনা।

ঘ একজন মুসলমান হিসেবে রামুর বৌদ্ধবিহারে হামলাকে আমি নিন্দা করি। কেননা এ ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়। আমাদের সমাজে অমুসলিম সম্প্রদায়ের বহু লোকজন বসবাস করেন। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। কেননা তারা সকলেই আলৱাহ তায়ালার সৃষ্টি। মহানবি (স) বলেছেন, 'সকল সৃষ্টি আলৱাহর পরিজন। সুতরাং আলৱাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে আলৱাহর পরিজনের প্রতি সদাচরণ করে।' তাছাড়া অমুসলিম সম্প্রদায়কে তাদের ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দিতে হবে। তাদের ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয়, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূ প করা যাবে না। ধর্ম পালনে তাদের বাধা দেওয়া যাবে না। আলৱাহ তায়ালা বলেন, 'তাদের ধর্ম তাদের জন্য আর আমার জন্য আমার ধর্ম।' অন্যত্র আলৱাহ বলেন, 'দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।' আর মহানবি (স) বলেন, 'সাবধান যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের প্রতি অত্যাচার করে অথবা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা ৰমতা বহির্ভূতভাবে কোনো কাজ চাপিয়ে দেয় বা জোরপূর্বক তার কোনো সম্পদ নিয়ে যায় তবে কিয়ামতের দিন আমি সে ব্যক্তির প্রতিবাদকারী হব।' এভাবে ইসলাম সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রৰার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছে। সুতরাং আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। পারস্পরিক মারামারি, হানাহানির পরিবর্তে শান্তি স্থাপনে এগিয়ে আসতে হবে। এটাই ইসলামের শিৰা।

প্রশ্ন– ২৫ ▸▸ নারীর প্রতি সম্মানবোধ

১০ই এপ্রিল ২০১৫ জার্মানীর বার্লিনে ইন্টারন্যাশনাল জি ৭/২০ পার্লামেন্টারিয়ানস " কনফারেন্স অন এমপাওয়ারিং ওমেন গার্লস টু লীড সেলফ–ডিটারমাইন্ড, হেলদি এন্ড প্রডাক্টিভ লাইভস" শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তারা তাদের বক্তৃতায় বলেন, নারীর ৰমতায়ন নিশ্চিত করতে শিৰা, স্বাস্থ্যসহ সব ৰেত্রে নারী–পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। জেন্ডার সমতা ও নারীর ৰমতায়ন জোরদার করতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে যাতে আগামি দিনে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। সামাজিক ও পারিবারিক পরিমণ্ডলেও যেন নারীর অধিকার নিশ্চিত হয় সে লৰ্যে নারী–পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসেই জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব। [সূত্র : বার্তাপ্রবাহ এপ্রিল ২০১৫]

ক. নারীর প্রতি সম্মানবোধ কোন আখলাকের অন্যতম? ১

খ. মহানবি (স)–এর আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল? ২

গ. নারী ও পুরুষের অধিকারের ৰেত্রে ইসলাম কী বলেছে? উদ্দীপকের বিষয়বস্তু তা সমর্থন করে কী? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. নারীর প্রতি সম্মানবোধ উন্নয়নের চাবিকাঠি –উক্তিটির তাৎপর্য পাঠ্যপুস্তক ও উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নারীর প্রতি সম্মানবোধ আখলাকে হামিদাহ–র অন্যতম।

খ মহানবি (স)–এর আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। সে সময় নারীদের কোনো মান–মর্যাদা ছিল না। তাদের কোনোরূ প অধিকার ছিল না। সে সময় নারীদের দ্রব্যসামগ্রী মনে করা হতো। তাদের ক্রীতদাসী হিসেবে বাজারে কেনাবেচা করা হতো। তারা ছিল ভোগ্যপণ্য, আনন্দদায়ক, প্রেমদায়িনী, সকল ভাঙ্গানের উৎস, নরকের দরজা, অনিবার্য পাপ ইত্যাদি নামে খ্যাত। এমনকি কোনো সভ্যতায় তাদের বিষধর সাপের সাথে তুলনা করা হতো। অনেক সময় নারীদের মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না। তৎকালীন আরবের লোকেরা কন্যা সন্তানের জন্মকে অপমানজনক মনে করত ও কন্যা শিশুকে জীবন্ত কবর দিত।

গ নারী ও পুরুষের অধিকারের ৰেত্রে ইসলাম সমানাধিকারের কথা বলেছে। সৃষ্টিগতভাবে ইসলামে নর–নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বরং মানুষ হিসেবে তারা উভয়ই সমান মর্যাদার অধিকারী। আলৱাহ তায়ালা নর–নারী উভয়ের মাধ্যমেই মানবজাতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। এতে কারও একার কৃতিত্ব নেই। বরং উভয়েই সমান মর্যাদা ও কৃতিত্বের অধিকারী। আলৱাহ তায়ালা বলেন,

يَاۤ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى

অর্থ : " হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও নারী থেকে।" (সূরা আল–হুজুরাত, আয়াত ১৩) ধর্মীয় স্বাধীনতা, মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের ৰেত্রেও ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান সম্মান ও অধিকার প্রদান করেছে। ধর্মীয় কর্তব্য পালন ও ফল লাভের ৰেত্রে নর–নারীতে কোনোরূ প পার্থক্য করা হয়নি। উদ্দীপক পাঠেও আমরা এই সমানাধিকারের কথাই জানতে পারি। ১০ই এপ্রিল ২০১৫, দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা জার্মানীর বার্লিনে ইন্টারন্যাশনাল জি ৭/২০ পার্লামেন্টারিয়ান্স কর্তৃক আয়োজিত "কনফারেন্স অন এমপাওয়ারিং ওমেন গার্লস টু লীড সেলফ ডিটারমাইন্ড, হেলদি এন্ড প্রডাকটিভ লাইভস" শীর্ষক অনুষ্ঠানের বক্তারা নারীর ৰমতায়ন নিশ্চিত করতে শিৰা, স্বাস্থ্যসহ সবৰেত্রে জেন্ডার সমতা তথা নারী–পুরুষের সমানাধিকারের কথাই বলেছেন।

ঘ নারীর প্রতি সম্মানবোধ উন্নয়নের চাবিকাঠি। উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়। সকল ৰেত্রে ইসলাম নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সংরৰণ করেছে। বর্তমানে নারীগণ স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন এবং ব্যয় করতে পারছে। জেন্ডার বিবেচনা না করে যদি পুরুষের পাশাপাশি নারীগণ শালীনতা ও ইসলামি নিয়ম–নীতি অনুযায়ী সমভাবে কর্ম করে, তবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ৰেত্রে উন্নয়নের জোয়ার প্রবাহমান থাকবে। উদ্দীপকেও এটাই দেখা যায় যে, জার্মানীর ইন্টারন্যাশনাল জি ৭/২০ পার্লামেন্টারিয়ানস কনফারেন্স অন এমপাওয়ারিং ওমেন গার্লস টু লীড সেলফ ডিটারমাইন্ড হেলদি এন্ড প্রডাক্টিভ লাইভস" শীর্ষক অনুষ্ঠানের বক্তাগণ আগামি দিনে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জেন্ডার সমতা তথা নারী পুরুষের

সমানাধিকারের উলেৱখ করেন। উদ্দীপকের এ বিষয়বস্তুর প্রৰিতে পাঠ্যপুস্তকের পাঠ বিবেচনায় আমরা বলতে পারি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের জন্য 'নারীর প্রতি সম্মানবোধ' গুণ থাকা আবশ্যক। প্রয়োজনমতো তাদের সাহায্য–সহযোগিতা করতে হবে। তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে হবে। যদি নারীর প্রতি উপরোক্ত পদ্ধতিতে সম্মান প্রদর্শন করা যায় তাহলে আজকের নারীসমাজ পৃথিবীর যেকোনো পর্যায়ের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন– ২৬ ▸▸ স্বদেশপ্রেম

সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়ের একদল শিৰার্থী তাদের প্রধান শিৰকসহ সুন্দরবনে শিৰা সফরে গেলেন। সেখানকার দৃশ্য দেখে তারা সকলেই মুগ্ধ হলেন। সেখানে দুজন লোক হরিণের গোশত বিক্রি করছিল। প্রধান শিৰক জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কী হরিণের গোশত খেতে চাও? তারা সমস্বরে উত্তর দিল, 'না স্যার, আমরা খাব না। কারণ এটা জাতীয় সম্পদ। অন্যায়ভাবে শিকার করে জাতীয় সম্পদ অপব্যবহার করছে। আমরা এদেরকে সহায়তা করতে পারি না।' শিৰার্থীদের উত্তরে প্রধান শিৰক খুশি হয়ে বললেন– 'তোমরা কখনও দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করবে না। যখন পেশাজীবী হবে, তখন নিয়মিত কর দেবে, বিদ্যুৎবিল পরিশোধ করবে। মনে রাখবে, দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।'

ক. দেশের প্রতি ভালোবাসা কীসের বিষয়? ১
খ. হরিণের গোশত বিক্রেতা দুজনকে কী বলা যায়? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের শিৰার্থীদের উক্তিতে কীসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'প্রধান শিৰকের বক্তব্য জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক'– বিশেৱষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের প্রতি ভালোবাসা অনুভূতির বিষয়।

খ হরিণের গোশত বিক্রেতা দুজনকে দেশদ্রোহী বলা যায়। কেননা তারা দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করেছে। সুন্দরবন আমাদের জাতীয় সম্পদ। আর হরিণ সুন্দরবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রৰা করে। তাই সুন্দরবনের হরিণ শিকার করে তার গোশত বিক্রি করা জাতীয় সম্পদ ধ্বংসের শামিল।

গ উদ্দীপকে শিৰার্থীদের উক্তিতে স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। স্বদেশের প্রতি মায়া–মমতা, আকর্ষণই হলো স্বদেশপ্রেম। দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে কাউকে সাহায্য না করা, দেশের সম্পদের রৰণাবেৰণ করা, দেশের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করা ইত্যাদি দ্বারা দেশকে ভালোবাসা যায়। উদ্দীপকে শিৰার্থীদের উক্তিতে স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। দেশকে ভালোবাসে বলেই তারা দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে কাউকে সাহায্য করতে রাজি হয়নি। তারা জানে, দেশের সম্পদের রৰণাবেৰণ করা প্রত্যেক সুনাগরিকের দায়িত্ব। কিন্তু হরিণের গোশত বিক্রেতা অন্যায়ভাবে তা শিকার করে জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার করেছে। তাই দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে স্কুলের শিৰার্থীরা এ ধরনের কাজে তাদেরকে সহায়তা করতে পারে না। তাছাড়া স্বদেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ। সুতরাং কোনো মুমিন ব্যক্তি দেশের স্বার্থবিরোধী এরূ প জঘন্য কাজ করতে পারে না।

ঘ প্রধান শিৰকের বক্তব্য জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক। দেশের স্বার্থে কাজ করার দ্বারা দেশপ্রেম প্রমাণিত হয়। জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখা অর্থাৎ দেশের কৃষি, শিৰা, বাণিজ্য ইত্যাদির উন্নতিতে অবদান রাখার দ্বারাও দেশপ্রেম প্রকাশ করা যায়। উদ্দীপকে প্রধান শিৰকের এ বক্তব্য জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক। কেননা কর ও বিদ্যুৎবিলের অর্থ আমাদের রাজস্ব আয়ের একটা উলেৱখযোগ্য অংশ। এসব উৎস থেকে আদায়কৃত অর্থ দ্বারা জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। তাছাড়া দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ না করার মধ্য দিয়েও পরোৰভাবে জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করা হয়। উপরন্তু প্রধান শিৰক তার বক্তব্যে 'দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ' বলে শিৰার্থীদের মধ্যে চেতনা জাগিয়ে তোলেন। যা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে শিৰার্থীদের অনুপ্রাণিত করবে। উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, শিৰার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রধান শিৰকের বক্তব্য প্রকারান্তরে জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক।

প্রশ্ন– ২৭ ▸▸ কর্তব্যপরায়ণতা

রমিজ সাহেব সরকারি অফিসের কর্মকর্তা। তিনি অফিসের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করেন না। তিনি প্রায়ই কাজে অমনোযোগী থাকেন। আবার বাড়িতে ছেলেমেয়েদেরও ঠিকভাবে দেখাশুনা করেন না। ছেলেমেয়েরা নিয়মিত স্কুলে না গেলেও তিনি কিছু বলেন না।

ক. মানবজীবনে সফলতা লাভের প্রধান হাতিয়ার কী? ১
খ. কর্তব্যপরায়ণতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রমিজ সাহেবের চরিত্রে কীসের অভাব ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রমিজ সাহেবের এরূ প আচরণের পরিণতি বিশেৱষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানবজীবনে সফলতা লাভের প্রধান হাতিয়ার হলো কর্তব্যপরায়ণতা।

খ কর্তব্যপরায়ণতা হলো যথাযথভাবে কর্তব্য আদায় করা, দায়িত্বসমূহ পালন করা। মানুষ হিসেবে আমাদের উপর নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকা, সময়মতো সুন্দর ও সুচারৰভাবে এগুলো পালন করা এবং এৰেত্রে কোনোরূ প অবহেলা বা উদাসীনতা প্রদর্শন না করাকেই কর্তব্যপরায়ণতা বলা হয়।

গ রমিজ সাহেবের চরিত্রে কর্তব্যপরায়ণতার অভাব ফুটে উঠেছে। কর্তব্যপরায়ণতা হলো যথাযথভাবে কর্তব্য আদায় করা, দায়িত্বসমূহ পালন করা। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে আমাদের উপর যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে সেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকা, সময়মতো সুন্দর ও সুচারৰরূ পে এগুলো পালন করা এবং এৰেত্রে কোনোরূ প অবহেলা বা উদাসীনতা প্রদর্শন না করাকেই কর্তব্যপরায়ণতা বলা হয়। যেমন : পরিবারের সদস্য, পিতামাতা, ভাই–বোন, দাদা–দাদি সকলের প্রতি আমাদের নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা উচিত। কিন্তু উদ্দীপকের রমিজ সাহেবের চরিত্রে এর ব্যতিক্রম লৰ করা যায়। রমিজ সাহেব সরকারি কর্মকর্তা হলেও অফিসের কাজ তিনি যথাযথভাবে সম্পন্ন করেন না। তিনি প্রায়ই কাজে অমনোযোগী থাকেন। তাছাড়া বাড়িতে ছেলেমেয়েদেরও ঠিকভাবে দেখাশুনা করেন না। রমিজ সাহেবের এ আচরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তার চরিত্রে কর্তব্যপরায়ণতার অভাব রয়েছে।

ঘ রমিজ সাহেবের আচরণের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। মানুষ হিসেবে আমাদের উপর নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা উচিত। কিন্তু উদ্দীপকের রমিজ সাহেব তা করেননি। তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা হলেও তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে

পালন করেন না। তাছাড়া পরিবারের প্রতিও তিনি উদাসীন। তিনি তার ছেলেমেয়েদের ঠিকভাবে দেখাশুনা করেন না। তার এরূ প আচরণে কর্তব্যপরায়ণতার অভাব পরিলৰিত হয়। যার পরিণতি অত্যন্ত খারাপ। মহানবি (স) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।' আলৱাহ তায়ালা দুনিয়াতে আমাদের পরীৰা করার জন্য নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়েছেন। পরকালে তিনি আমাদের সকলকে কর্তব্যপালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। সেদিন কর্তব্যপরায়ণগণ সহজেই মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে কর্তব্য কাজে অবহেলা করেছে, ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করেনি তারা বিপদগ্রস্ত হবে। তারা শাস্তি ভোগ করবে। তাদের জন্য রয়েছে চিরশাস্তির জাহান্নাম। তাই বলা যায়, কর্তব্যকাজে অবহেলার কারণে রমিজ সাহেবকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

প্রশ্ন– ২৮ ▸▸ প্রতারণা ও পরিচ্ছন্নতা

প্রেৰাপট এক : মোটা চাল আধুনিক মেশিনের মাধ্যমে চিকন করা হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি দিয়ে ঝকঝকে সাদা করে ফিটকিরি মিশিয়ে করা হয় মসৃণ। এরপর মিনিকেট নামে বাজারে বিক্রি করা হয়। (সংৰেপিত) যুগান্তর ০৯ অক্টোবর–১২, পৃষ্ঠা নং–১৩।

প্রেৰাপট দুই : এ বছর ৫ম বারের মতো উদযাপিত হয় বিশ্ব হাত ধোঁয়া দিবস। এ দিবসে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বাচ্চাদের হাতে–কলমে হাত ধোঁয়া শেখানো হয়। (সংৰেপিত) দৈনিক ইত্তেফাক, অক্টোবর–১২।

ক. আখলাক শব্দের অর্থ কী? ১

খ. "আমাদের প্রিয় নবি (স) ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক"– কথাটি ব্যাখ্যা কর? ২

গ. প্রেৰাপট এক–এ আখলাকে যামিমাহর কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রেৰাপট–দুই–এ বিবৃত অংশ আখলাকে হামিদাহর পরিচ্ছন্নতার আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখলাক শব্দের অর্থ স্বভাব সমষ্টি বা চরিত্র।

খ মক্কা ত্যাগকালে মহানবি (স) বারবার অশ্রুসজল নয়নে মক্কার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, "হে আমার স্বদেশ! তুমি কত সুন্দর। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার নিজ গোত্রের লোকেরা যদি ষড়যন্ত্র না করত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।" এ ঘটনা প্রমাণ করে আমাদের প্রিয়নবি (স) ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক।

গ প্রেৰাপট এক–এ আখলাকে যামিমাহর যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো প্রতারণা। প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার ওপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়। প্রতারণা নানাভাবে হতে পারে। সাধারণত আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসায়–বাণিজ্যে প্রতারণার দৃষ্টান্ত বেশি পরিলৰিত হয়। যেমন : ওজনে কম দেওয়া, বেশি দামের দ্রব্যের সাথে কম দামের দ্রব্য মিশিয়ে বিক্রি করা, ভেজাল মেশানো, ফলে ও মাছে রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন করা, ভালো জিনিস দেখিয়ে বিক্রির সময় খারাপ জিনিস দিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। প্রতারণার মাধ্যমে অন্যকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো হয়। যেমনটি দেখা গেছে প্রেৰপট এক–এ। মোটা চালের তুলনায় মিনিকেট চালের দাম বাজারে বেশি হওয়ায় মোটা চালকে মেশিনের মাধ্যমে রাসায়নিক দ্রব্যাদি দিয়ে ঝকঝকে সাদা করে মিনিকেট নামে বাজারে বিক্রি করা হয়। অধিক মুনাফার আশায় করা হয় এ ধরনের প্রতারণামূলক কাজ। যার মাধ্যমে ক্রেতা সাধারণ প্রতারিত হয়। সুতরাং, প্রেৰাপট এক–এ প্রতিফলিত হয়েছে প্রতারণা, যা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি মিথ্যাচারের শামিল এবং আখলাকে যামিমাহর অন্তর্ভুক্ত।

ঘ প্রেৰাপট দুই–এ দেখা যায়, বিশ্ব হাত ধোঁয়া দিবসে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বাচ্চাদের হাতে–কলমে হাত ধোঁয়া শেখানো হয়। এ কাজটিকে ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে পরিচ্ছন্নতা বলা হয়, যা অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ এবং আখলাকে হামিদাহর অন্তর্ভুক্ত। শরীর, মন ও অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তু সুন্দর ও পবিত্র রাখা, ময়লা–আবর্জনা থেকে মুক্ত রাখাকে পরিচ্ছন্নতা বলা হয়। ইসলামি শরিয়তে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্থে সাধারণত তাহারাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মানবজীবনে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার গুরবত্ব অপরিসীম। পরিচ্ছন্ন থাকা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। নোংরা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকা ইমানদারগণের স্বভাব নয়। রাসুল (স) বলেছেন, 'পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক।' পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের সবাই ভালোবাসে। আলৱাহ তায়ালাও তাদের ভালোবাসেন, পছন্দ করেন। আলৱাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আলৱাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালোবাসেন।" (সূরা আল বাকারা : ২২২) দৈহিক পরিচ্ছন্নতা মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা হলো হাত, পা, দাঁত, মুখ ও গোটা শরীর, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা। কারও হাত, পা, মুখ, দাঁত তথা গোটা শরীর অপরিষ্কার ও ময়লাযুক্ত থাকলে তা থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। হাতের পরিচ্ছন্নতার জন্য সঠিক নিয়মে হাত ধোঁয়া দরকার। এজন্য বিশ্ব হাত ধোঁয়া দিবসে বিদ্যালয়ের বাচ্চাদের হাতে–কলমে হাত ধোঁয়ার যে কৌশল শেখানো হয় তা সত্যিই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সুস্থ, সুন্দর জীবনের জন্য এ ধরনের তৎপরতা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

প্রশ্ন– ২৯ ▸▸ মিতব্যয়িতা ও আত্মশুদ্ধি

জনাব আওসাফ সাহেব দীনদার মানুষ। অপচয় করা পছন্দ করেন না। প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করা, পরিমিতবোধ, কথাবার্তা, কাজকর্মে যথার্থতা এবং মাল–সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার পছন্দ করেন। অন্যদিকে তার বন্ধু জনাব জামিল সাহেব নিজেকে খাঁটি, পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করার জন্য সদা সচেষ্ট। সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখতে আলৱাহ তায়ালার স্মরণ, আনুগত্য ও ইবাদতে কাটিয়ে দেন। তার মতে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ রৰা ও বিকাশের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ক. অন্তর পরিষ্কারের যন্ত্র কী? ১

খ. ইবাদতের জন্য দেহ–মন পবিত্র হওয়া আবশ্যক কেন? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব আওসাফ সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ রৰা ও বিকাশের জন্য জামিল সাহেবের মতটি বিশেৱষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্তর পরিষ্কারের যন্ত্র হলো আলৱাহর যিকির।

খ আলৱাহ তায়ালা পবিত্রতা ব্যতীত কোনোকিছুই কবুল করেন না বিধায় ইবাদতের জন্য দেহমন পবিত্র হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ ইবাদতের পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা। কেননা আলৱাহ তায়ালা স্বয়ং পবিত্র। তিনি মানুষের আভ্যন্তরীণ বিষয়টি দেখেন। এজন্য অন্তরকে পবিত্র রাখতে হবে। অন্য সবকিছু থেকে মনকে পবিত্র রেখে কেবল মহান আলৱাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করতে হবে।

গ উদ্দীপকে জনাব আওসাফ সাহেবের কর্মকাণ্ডে মিতব্যয়িতা প্রকাশ পেয়েছে। মিতব্যয়িতা হলো প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করা, পরিমিতিবোধ, কথাবার্তা,

কাজকর্মে যথার্থতা, মাল–সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ইত্যাদি। সাধারণত ধন–সম্পদের যথাযথ ও প্রয়োজন মাফিক ব্যবহারকে মিতব্যয়িতা বলা হয়। অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই খরচ করা, কম বা বেশি না করা। মিতব্যয়িতা আখলাকে হামিদাহ–র অন্যতম দিক। উদ্দীপকেও আমরা তাই দেখি জনাব আওসাফ সাহেব কথাবার্তা, কাজকর্ম, ও মাল–সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে পরিমিতবোধ পছন্দ করেন। তার এসব কর্মকাণ্ডের দ্বারা মূলত মিতব্যয়িতাই পরিলৰিত হয়। তিনি অপচয় মোটেও পছন্দ করেন না। সেটা কথার দ্বারা হোক আর সম্পদ ব্যয়ের ৰেত্রে হোক। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, জনাব আওসাফ সাহেবের কর্মকাণ্ডে মিতব্যয়িতা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ রৰা ও বিকাশের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য উদ্দীপকে জামিল সাহেবের এ মতটি অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ। সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। আলৱাহ তায়ালার স্মরণ, আনুগত্য ও ইবাদত ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছু থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখাই আত্মশুদ্ধি। উদ্দীপকের জনাব জামিল সাহেবও ঠিক সেরকমই একজন সুমহান মানুষ যিনি নিজেকে সংশোধন, খাঁটি ও পরিশুদ্ধ করার নিমিত্তে সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে অন্তরকে পবিত্র ও মুক্ত রেখে সর্বদা আলৱাহর ইবাদতে কাটিয়ে দেন। তিনি মনে করেন ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে আত্মশুদ্ধির গুরবত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি ও সামাজিক মূল্যবোধ রৰা করা অতি জরবরি। আত্মশুদ্ধি মানুষকে বিকশিত করে, সফলতা দান করে। ইহজীবনে আত্মশুদ্ধি মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করে। এরূ প মানুষ সবধরনের কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকে, সকল পাপাচার ও অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকে। ফলে সমাজে সে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করে। উপরিউক্ত আলোচনায় জামিল সাহেবের মতের যথার্থতাই প্রমাণিত হয় যে, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ রৰা ও বিকাশের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন– ৩০ ▸▸ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ

শিৰক জাহিদ হাসান সাহেব বিদ্যালয় থেকে বাসায় ফেরার সময় দেখেন গলিতে কিছু যুবক একটি মেয়েকে উত্ত্যক্ত করছে। তিনি উক্ত যুবকদের ভালো হয়ে যাওয়া ও ভালো কাজ করার পরামর্শ দেন। এতে তারা ৰিপ্ত হয় এবং পরবর্তীতে তাঁর বাসায় শাসাতে এলে তিনি বলেন, 'পৃথিবীতে আলৱাহ তায়ালা আমাকে পাঠিয়েছেন। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করার জন্য। কাজেই আমাকে হুমকি দিয়ে লাভ নেই।'

ক. কায্যাব অর্থ কী? ১
খ. 'আমর বিল মারূ ফ' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের শিৰক জাহিদ হাসান সাহেবের কাজটি ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিরখিত যুবকদের হুমকির জবাবে জাহিদ সাহেবের উক্তিটি বিশেরষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'কায্যাব' অর্থ চরম মিথ্যাবাদী।

খ 'আমর বিল মারূ ফ' অর্থ সৎকাজের আদেশ। সাধারণত কাউকে কোনো ন্যায় ও ভালো কাজের নির্দেশ দান করাকে আমর বিল মারূ ফ বা সৎকাজের আদেশ বলা হয়। তবে ব্যাপকার্থে কোনো ব্যক্তিকে ইসলামসম্মত কাজের নির্দেশ দেওয়া, উৎসাহিত করা, অনুপ্রাণিত করা, অনুরোধ করা, পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি সবই সৎকাজের আদেশের মধ্যে গণ্য।

গ উদ্দীপকে শিৰক জাহিদ হাসান সাহেবের কাজটি 'আমর বিল মারূ ফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার'–এর অন্তর্ভুক্ত। 'আমর বিল মারূ ফ' বলতে সাধারণত কাউকে কোনো ন্যায় ও ভালো কাজের নির্দেশ দান করা বোঝায়। তবে ব্যাপকভাবে কোনো ইসলামসম্মত কাজের নির্দেশ দেওয়া, উৎসাহিত করা, অনুপ্রাণিত করা, অনুরোধ করা, পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি সবই 'আমর বিল মারূ ফ –এর মধ্যে গণ্য। আর 'নাহি আনিল মুনকার' হলো যাবতীয় মন্দ, খারাপ ও অশরীল কাজ থেকে কাউকে বিরত রাখা। এ হিসেবে উদ্দীপকের শিৰক জাহিদ হাসান সাহেবের কাজটি 'আমর বিল মারূ ফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের পর্যায়ে পড়ে। কেননা তিনি কিছু যুবককে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করতে দেখে এরূ প জঘন্য অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করেন এবং তাদেরকে ভালো হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সুতরাং বলা যায়, জাহিদ হাসান সাহেবের কাজটি অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ। ইসলামি সমাজব্যবস্থা এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

ঘ ইসলামি জীবনদর্শনে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ–এর গুরবত্ব অপরিসীম। এটি মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য। তাই উদ্দীপকের শিৰক জাহিদ হাসান কিছু যুবককে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করতে দেখে উক্ত যুবকদের ভালো হয়ে যাওয়া ও ভালো কাজ করার পরামর্শ দেন। এতে তারা ৰিপ্ত হয়ে তার বাসায় শাসাতে এলে তিনি বলেন, পৃথিবীতে আলৱাহ তায়ালা আমাকে পাঠিয়েছেন সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করার জন্য। তাঁর এ উক্তিটি যথার্থ। কেননা সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করা অত্যন্ত মহৎ কাজ। এ কাজ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে সৎকাজের আদেশ দানকারী এবং অসৎকাজের নিষেধকারীকে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। মহান আলৱাহ বলেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎকাজে নিষেধ কর এবং আলৱাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।' মহানবি (স) বলেছেন, "সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। অন্যথায় অচিরেই আলৱাহ তোমাদের শাস্তি দেবেন। তখন তোমরা দোয়া করবে। কিন্তু তা কবুল করা হবে না।" সুতরাং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা মানব জীবনের অপরিহার্য কাজ। এ কাজে অবহেলার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ বিধায় শিৰক জাহিদ হাসান সাহেব উপরিউক্ত উক্তিটি করেন।

প্রশ্ন– ৩১ ▸▸ আখলাকে যামিমাহ

নবম শ্রেণির ছাত্র আকবর প্রায়ই তার বন্ধুদের সাথে মিথ্যা কথা বলে। প্রতারণা, ঠাট্টা–বিদ্রূ প, হিংসা, লোভ–লালসা, পরনিন্দা, অহংকার ইত্যাদি মন্দ স্বভাব তার চরিত্রে বিদ্যমান রয়েছে। আর এ কারণে সবাই তাকে ঘৃণা করে।

ক. প্রতারণা অর্থ কী? ১
খ. 'তাযকিয়াতুন নাফস' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আকবরের স্বভাব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত স্বভাবের কুফল বিশেরষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতারণা অর্থ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, ধোঁকা দেওয়া।

খ 'তাযকিয়াতুন নফস' অর্থ আত্মশুদ্ধি। আর আত্মশুদ্ধি হলো নিজের সংশোধন, নিজেকে খাঁটি করা, পাপমুক্ত করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়

সর্বপ্রকার অনৈসলামিক কথা ও কাজ থেকে নিজ অন্তরকে মুক্ত ও নির্মল রাখাকে তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি বলা হয়।

গ আকবরের স্বভাব আখলাকে যামিমাহর অন্তর্ভুক্ত। মানবচরিত্রে এমন কিছু দিক রয়েছে যা অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয়। মানবচরিত্রের এসব নিন্দনীয় স্বভাবগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বলা হয়। মিথ্যা, প্রতারণা, ঠাট্টা–বিদ্রূপ, বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা–বিদ্বেষ, লোভ–লালসা, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপব্যয়–কৃপণতা, ক্রোধ, গর্ব–অহংকার ইত্যাদি স্বভাবগুলো আখলাকে যামিমাহর অন্তর্ভুক্ত। এসব মন্দ স্বভাবের মানুষ সমাজে ঘৃণার পাত্র। যেমনটি দেখা যায় উদ্দীপকের আকবরের চরিত্রে। সে প্রায়ই তার বন্ধুদের সাথে মিথ্যা কথা বলে। প্রতারণা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, হিংসা, লোভ–লালসা, পরনিন্দা, অহংকার ইত্যাদি মন্দ স্বভাব তার চরিত্রে বিদ্যমান থাকায় সবাই তাকে ঘৃণা করে। বস্তুত মানবসমাজে আখলাকে যামিমাহর কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি যেমন ব্যক্তি জীবনে অশান্তি ডেকে আনে। তেমনি সমাজজীবনেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাছাড়া এটি মানুষকে পরকালীন জীবনে শোচনীয় পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। মহানবি (স) বলেছেন, 'দুশ্চরিত্র ও রূঢ় স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' সুতরাং বলা যায়, আকবরের চরিত্রে আখলাকে যামিমাহর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, যা অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিন্দনীয় স্বভাব।

ঘ উদ্দীপকে আকবরের চরিত্রে ফুটে উঠেছে আখলাকে যামিমাহ বা নিন্দনীয় স্বভাব। এর কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। মিথ্যা, প্রতারণা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ-বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা–বিদ্বেষ, লোভ–লালসা, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপব্যয়, কৃপণতা, ক্রোধ, গর্ব–অহংকার ইত্যাদি মানবচরিত্রের নিন্দনীয় স্বভাব আখলাকে যামিমাহ, যা উদ্দীপকের আকবরের চরিত্রে ফুটে উঠেছে। উক্ত স্বভাবের কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি যেমন ব্যক্তিজীবনে অশান্তি ডেকে আনে তেমনি সমাজজীবনেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর প্রভাবে মানুষ সব রকমের অন্যায়, অত্যাচার ও অশালীন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এমনকি হত্যা–রাহাজানি, যুদ্ধ, বিগ্রহ ইত্যাদিতেও জড়িয়ে পড়ে। ফলে শান্তি, নিরাপত্তা, সামাজিক ঐক্য, সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। সমাজে অরাজকতা ও অশান্তি বিস্তার লাভ করে। মন্দ চরিত্রের মানুষ সমাজে ঘৃণার পাত্র। কেউ তাকে ভালোবাসে না, বিশ্বাস করে না। সকলেই তাকে ঘৃণা করে, এড়িয়ে চলে। তার বিপদাপদেও কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। আখলাকে যামিমাহ মানুষকে পরকালীন জীবনে শোচনীয় পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। মহানবি (স) বলেছেন, "দুশ্চরিত্র ও রূঢ় স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" বস্তুত আখলাকে যামিমাহ অত্যন্ত ঘৃণিত ও বর্জনীয় স্বভাব। এর ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং উদ্দীপকের আকবরসহ আমাদের সকলেরই এসব স্বভাব থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

প্রশ্ন– ৩২ ▸▸ আখলাকে যামিমাহ

শাকিল দশম শ্রেণির ছাত্র। সে প্রায়ই তার সহপাঠীদের সাথে মিথ্যা কথা বলে। প্রতারণা করে, দরিদ্র বন্ধুদের ঠাট্টা করে। লোভ–লালসা তার এতই বেশি যে না বলেই বন্ধুদের সুন্দর জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। গর্ব আর অহঙ্কার করার কারণে অনেক বন্ধুই তাকে এড়িয়ে চলতে চায়।

ক. আমর বিল মারুফ অর্থ কী? ১

খ. "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে শাকিলের স্বভাবের পরিচয় দাও। ৩

ঘ. "শাকিলের স্বভাবের কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ" বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমর বিল মারুফ অর্থ সৎকাজের আদেশ।

খ আল্লাহ বলেছেন "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎকাজে নিষেধ কর।" তাই বলা যায়, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

গ উদ্দীপকের শাকিলের স্বভাব আখলাকে যামিমাহার অন্তর্ভুক্ত আখলাকে যামিমাহ অর্থ নিন্দনীয় স্বভাব। মানুষের সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভালো নয়। বরং মানব চরিত্রে এমন কিছু দিক রয়েছে যা অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয়। মানব চরিত্রের এসব নিন্দনীয় স্বভাবগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বলা হয়। যেমন : মিথ্যা বলা, প্রতারণা, ঠাট্টা–বিদ্রূপ, বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা–বিদ্বেষ, লোভ–লালসা, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপব্যয়, কৃপণতা, ক্রোধ, গর্ব–অহঙ্কার ইত্যাদি। এসব স্বভাব আখলাকে যামিমাহ'র অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকের শাকিল সহপাঠীদের সাথে মিথ্যা কথা বলে, প্রতারণা করে। দরিদ্র বন্ধুদের ঠাট্টা–বিদ্রূপ করে। তার লোভ–লালসা এতই বেশি যে না বলেই বন্ধুদের জিনিস নিয়ে যায় এবং সে গর্ব ও অহংকার করে। এ ধরনের বর্ণনায় পাঠ্যপুস্তকের আখলাকে যামিমাহর ধারণাটি ফুটে উঠেছে।

ঘ সহপাঠীদের সাথে শাকিলের মিথ্যা কথা বলা, প্রতারণা করা, দরিদ্র বন্ধুদের ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা, লোভ–লালসা করা, গর্ব–অহংকার করার মাধ্যমে আখলাকে যামিমাহ'র বিষয়টিই প্রকাশিত হয়েছে। মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা, বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা–বিদ্বেষ, লোভ–লালসা, পরচর্চা, কৃপণতা, গর্ব–অহংকার ইত্যাদি মানব চরিত্রের নিন্দনী ও অপছন্দনীয় স্বভাবগুলো তথা আখলাকে যামিমাহ'র রয়েছে অত্যন্ত ভয়াবহ কুফল ও অপকারিতা। এটি যেমন ব্যক্তি জীবনে অশান্তি ডেকে আনে তেমনি সমাজ জীবনেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এমনকি হত্যা, রাহাজানি, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদিতে মানুষ এ স্বভাবের কারণে জড়িয়ে পড়ে। ফলে শান্তি, নিরাপত্তা, সামাজিক ঐক্য, সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। উপন্তু অসৎচরিত্র মানুষকে পরকালীন জীবনে শোচনীয় পর্যায়ে নিয়ে যায়। চরিত্রহীন ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয়। তাই আল্লাহর তাকে ভালোবাসেন না এবং কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। তাইতো মহানবি (স) বলেছেন, "দুশ্চরিত্র ও রূঢ় চরিত্রের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" এ আলোকে বলা যায় উদ্দীপকের শাকিলের স্বভাবের কুফলও অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্রশ্ন– ৩৩ ▸▸ প্রতারণা

সম্প্রতি বিভিন্ন ব্যাংকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে কিছু ব্যবসায়ী ঋণ নিয়েছেন, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের অর্থনীতি। শুধু ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নয় বরং বিভিন্ন ব্যবসায়ী তাদের পণ্যের মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রচার করে ক্রেতাদের অধিকার নষ্ট করছে। এই ধরনের মিথ্যাচার ইসলাম ধর্মে কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এর থেকে পরিত্রাণ পেতে সকলকে এগিয়ে আসা উচিত।

ক. মানব চরিত্রের নিন্দনীয় স্বভাবগুলোকে কী বলা হয়? ১

খ. "মন্দ চরিত্রের মানুষ সমাজে ঘৃণার পাত্র"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ব্যবসায়ীদের কর্মকাণ্ড পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ব্যবসায়ীদের এই ধরনের কর্মকাণ্ড বর্জনের গুরুত্ব

বিশেৱষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব চরিত্রের নিন্দনীয় স্বভাবগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বলা হয়।

খ মন্দ চরিত্রের মানুষ সমাজে ঘৃণার পাত্র। কেউ তাকে ভালোবাসে না, বিশ্বাস করে না। সকলেই তাকে ঘৃণা করে এবং এড়িয়ে চলে। তার বিপদে–আপদে কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। কারণ চরিত্রহীন ব্যক্তি পশুর চেয়েও অধম।

গ উদ্দীপকের ধারণা থেকে প্রতারণার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। প্রতারণা অর্থ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, বিশ্বাস ভঙ্গ করা। এটি মিথ্যাচারের একটি বিশেষরূ প। প্রতারণার মাধ্যমে অন্যকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো হয়। প্রতারণা নানাভাবে হতে পারে। যেমন : ওজনে কম দেওয়া, জালমুদ্রা চালিয়ে দেওয়া, পণ্যের দোষ গোপন করা, ভালো জিনিস দেখিয়ে বিক্রির সময় খারাপ জিনিস দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের মিথ্যা প্রচারণা করা ইত্যাদি। এছাড়া অন্যান্য ৰেত্রে প্রতারণা হলো– পরীৰায় নকল করা, মিথ্যা সাৰ্য দিয়ে অন্যের হক নষ্ট করা, বিশ্বাস ভঙ্গ করা ইত্যাদি। প্রতারণা অত্যন্ত ঘৃণিত ও গর্হিত কাজ। যেহেতু উদ্দীপকের ব্যবসায়ীরা মিথ্যা তথ্য দিয়ে ঋণ নিয়েছেন এবং মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতার অধিকার নষ্ট করে ঠকাচ্ছেন সেহেতু এগুলো প্রতারণার শামিল।

ঘ উদ্দীপকে দেখা যায়, বিভিন্ন ব্যাংকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে কিছু ব্যবসায়ী ঋণ নিয়েছে। যার ফলে দেশের অর্থনীতি ৰতিগ্রস্ত হয়েছে। শুধু ব্যাংক নয় বরং বিভিন্ন ব্যবসায়ী তাদের পণ্যের মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রচার করে ক্রেতাদের অধিকার নষ্ট করছে। উদ্দীপকের এই বর্ণনা পাঠ্যপুস্তকের প্রতারণা বিষয়টির প্রতিচ্ছবি। কারণ প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার ওপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়। আর এই প্রতারণা বর্জনের গুরবত্ব অত্যধিক। কারণ প্রতারণা একটি গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এটি মিথ্যাচারের শামিল। প্রতারণা মিথ্যা অপেৰাও জঘন্য। কেননা এর দ্বারা দুটো পাপ হয়– একটি মিথ্যা বলা ও অপরটি বিশ্বাস ভঙ্গ করা। যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে প্রকৃত মুমিন নয়। ইমান ও প্রতারণা এক সঙ্গে থাকতে পারে না। মহানবি (স) বলেছেন, "যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" ইসলামের প্রতারণা করা বা ধোঁকা দেওয়া সম্পূর্ণরূ পে হারাম। ব্যবসা, লেনদেন, আচার–ব্যবহার কোনো অবস্থাতেই প্রতারণা করা জায়েয নয়। তাই সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা আবশ্যক। তাই বলা যায় উদ্দীপকের ব্যবসায়ীদের এ ধরনের কর্মকান্ড তথা প্রতারণা বর্জনের গুরবত্ব অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন– ৩৪ গিবত

আসিফ পরীৰায় প্রথম হওয়াতে ফয়সাল ঈর্ষান্বিত হয়ে আসিফ সম্পর্কে বদনাম করে। আসিফ অন্যের কাছ থেকে এ বিষয়টি জানার পর ফয়সালকে জিজ্ঞাসা করলে ফয়সাল ৰিপ্ত হয় এবং ঝগড়া শুরব করে। বিষয়টি শিৰকের দৃষ্টিতে আসলে তিনি ফয়সালকে বলেন, তুমি কাজটি ঠিক করনি। কেননা এর মাধ্যমে সমাজে হিংসা–বিদ্বেষ ও ফিতনা–ফাসাদ সৃষ্টি হয়; যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য ৰতিকর।

ক. হিংসার আরবি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. গিবত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ফয়সালের কাজটি কী হিসেবে গণ্য হবে? ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফয়সালের কাজের কুফল ও পরিণতি শিৰকের বক্তব্যের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিংসার আরবি প্রতিশব্দ হলো হাসাদ।

খ গিবত অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, অসাৰাতে দুর্নাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা, কুৎসা রটনা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে।

গ ফয়সালের কাজটি গিবত হিসেবে গণ্য হবে। গিবত অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, অসাৰাতে দুর্নাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা, কুৎসা রচনা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে। উদ্দীপকে দেখা যায়, আসিফ পরীৰায় প্রথম হওয়াতে ফয়সাল ঈর্ষান্বিত হয়ে আসিফ সম্পর্কে বদনাম করে। আসিফ অন্যের কাছ থেকে এ বিষয়টি জানার পর ফয়সালকে জিজ্ঞাসা করলে ফয়সাল ৰিপ্ত হয় এবং ঝগড়া শুরব হয়। এখানে সুস্পষ্ট যে ফয়সাল আসিফের অবর্তমানে তার সম্পর্কে দুর্নাম করেছে। আর কারো অসাৰাতে দুর্নাম করা গিবত। একটি হাদিসে মহানবি (স) সুন্দরভাবে গিবতের পরিচয় বর্ণনা করেছেন। একদা নবি (স) বললেন, তোমরা কি জান গিবত কী? সাহাবিগণ বললেন, আলরাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। রাসুলুলরাহ (স) বললেন, গিবত হলো তুমি তোমার ভাইয়ের এমনভাবে আলোচনা করবে যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়। অতঃপর রাসুলুলরাহ (স) কে বলা হলো, আমি যা বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেৰেত্রেও কি তার গিবত হবে? উত্তরে রাসুলুলরাহ (স) বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তা গিবত হবে। আর যদি তা তার মধ্যে না পাওয়া যায় তবে তা হবে অপবাদ। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে ফয়সালের কাজটি গিবত হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ ফয়সালের কাজটি গিবতের অন্তর্ভুক্ত। এর কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। উদ্দীপকে শিৰকের বক্তব্যেও তা ধরা পড়েছে। ইসলামি শরিয়তে গিবত সম্পূর্ণরূ পে হারাম। গিবত করাকে পবিত্র কুরআনে নিজ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সূরা আল–হুজুরাতে আলরাহ তায়ালা বলেন, "আর তোমরা একে অন্যের গিবত কর না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে ভালোবাসবে? বস্তুত তোমরা নিজেরাই তা অপছন্দ করে থাক।" সুতরাং গিবত করা খুবই অপছন্দনীয় কাজ। গিবতের কারণে সমাজে ঝগড়া–বিবাদ, মারামারি সৃষ্টি হয়। যার ফলে সামাজিক শান্তি–শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। উদ্দীপকের আসিফের অসাৰাতে ফয়সাল তার বদনাম করলে শিৰক বললেন, তুমি কাজটি ঠিক করনি। কেননা এর মাধ্যমে সমাজে হিংসা–বিদ্বেষ ও ফিতনা–ফাসাদ সৃষ্টি হয়; যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য ৰতিকর। বস্তুত গিবতের পাপ অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা অনেক সময় এমন ব্যক্তির গিবত করে থাকি যার নিকট ৰমা চাওয়ার সুযোগ নেই। ফলে গিবতের এ পাপ আলরাহও ৰমা করবেন না। ফলে তা জাহান্নামের শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

সুতরাং উদ্দীপকের ফয়সালসহ আমাদের সকলকে গিবত করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন– ৩৫ হিংসা

রীনা ও রিশাত নবম শ্রেণিতে পড়ে। গত জেএসসি পরীৰায় রিশাত বৃত্তি পাওয়ায় রীনা রিশাতের প্রতি বিরূ প মনোভাব পোষণ করে। রিশাতের উন্নতি সহ্য করতে না পেরে রীনা তার সাথে শত্রবতা শুরব করে। বিষয়টি শিৰক জনাব আবুল কালাম জানতে পেরে রীনাকে সংশোধনের জন্য মহানবি (স)–এর নিম্নোক্ত হাদিসটি পড়ে শোনান–

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

ক. 'হাসাদ' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. ফিতনা–ফাসাদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রীনার আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত হাদিসের আলোকে রীনার আচরণের কুফল বিশেৱষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'হাসাদ' শব্দের অর্থ হিংসা।

খ ফিতনা–ফাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা–বিপর্যয় সৃষ্টি বোঝায়। অর্থাৎ সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার বিপরীত অরাজক পরিস্থিতিই ফিতনা–ফাসাদ। মানবসমাজে ভয়ভীতি, অত্যাচার, অনাচার ইত্যাদির মাধ্যমে নানা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এরূ প অস্থিতিশীল পরিস্থিতিই ফিতনা–ফাসাদ। সন্ত্রাস, ছিনতাই, রাহাজানি, গুম, খুন, অপহরণ, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি ফিতনা–ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত।

গ রীনার আচরণে প্রকাশ পেয়েছে হিংসা। হিংসা মানে অন্যের প্রতি বিরূ প মনোভাব পোষণ করা, নিজেকে বড় মনে করা, অন্যকে ঘৃণা করা, শত্রবতাবশত অন্যের ৰতি কামনা করা, অন্যের উন্নতি, সুখ সহ্য করতে না পারা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় অন্যের সুখ–সম্পদ, শান্তি–সাফল্য ধ্বংস হওয়া ও নিজে এর মালিক হওয়ার কামনাকে হিংসা বলা হয়। এ হিসেবে উদ্দীপকের রীনার আচরণে হিংসা প্রকাশ পেয়েছে। কেননা সে তার সহপাঠী রিশাতের বৃত্তি পাওয়ার ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। বরং রিশাতের উন্নতি সহ্য করতে না পেরে তার সাথে শত্রবতা শুরব করে। রিশাতের প্রতি রীনার এ বিরূ প মনোভাবই হিংসা। এটি মানব চরিত্রের অত্যন্ত নিন্দনীয় অভ্যাস। এটি মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। তাছাড়া মানুষের সকল নেক আমলকেও ধ্বংস করে দেয়। এ কারণে ইসলামি শরিয়তে হিংসা–বিদ্বেষ সম্পূর্ণরূ পে নিষিদ্ধ। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কখনোই হিংসুক হতে পারে না।

ঘ রীনার আচরণে প্রকাশ পেয়েছে হিংসা, যার কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। উদ্দীপকে উলিৱখিত হাদিসের আলোকে হিংসার কুফল বিশেৱষণ করা হলো। উদ্দীপকে উলিৱখিত হাদিসে মহানবি (স) বলেছেন, 'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে (পুড়িয়ে দেয়) হিংসাও তেমনি মানুষের সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে (নষ্ট করে দেয়)।' নবম শ্রেণির শিৰার্থী রীনা হিংসার বশবর্তী হয়ে তার সহপাঠী রিশাতের সাথে শত্রবতা শুরব করলে শিৰক আবুল কালাম তাকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে মহানবি (স)–এর উপরিউক্ত হাদিসটি পড়ে শোনান। বস্তুত হিংসার কুফল অত্যন্ত মারাত্মক। হিংসা মানবচরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। হিংসুক ব্যক্তি কখনই সচ্চরিত্রবান হতে পারে না। কেননা গর্ব–অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, শত্রবতা, অন্যের অনিষ্ট কামনা ইত্যাদি হিংসার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। হিংসুক ব্যক্তির মধ্যে এসব অভ্যাসও গড়ে ওঠে। যার ফলে মানবসমাজে ঐক্য–সংহতি বিনষ্ট হয়, শান্তি–শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। হিংসা–বিদ্বেষ পরকালীন জীবনেও মানুষের ৰতির কারণ। মহানবি (স) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির গুনাহ মাফ হয় না। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী।' ফলে হিংসা পরকালীন শাস্তিরও কারণ হয়। পরিশেষে বলা যায়, হিংসার কুফল অত্যন্ত মারাত্মক বিধায় ইসলামি শরিয়তে এটি সম্পূর্ণরূ পে নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন– ৩৬ ফিতনা–ফাসাদ

A তার এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তার ভয়ে এলাকার লোকজন শান্তিতে থাকতে পারে না। A এর বাবা B তার ছেলেকে বিশৃঙ্খলা করা থেকে বিরত থাকতে বলেন এবং মহান আলৱাহর নিম্নোক্ত বাণীটি পড়ে শোনান। – "আল ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কাতলি।"

ক. উদ্দীপকে উলিৱখিত আলৱাহর বাণীটি কোন সূরার? ১
খ. গিবত সম্পর্কে আলৱাহ সূরা হুজরাতে কী বলেছেন? ২
গ. A এর কাজটি পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আলৱাহর বাণীটির আলোকে A এর কাজের কুফল বিশেৱষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উদ্দীপকে উলিৱখিত আলৱাহর বাণীটি সূরা আল–বাকারার।

খ গিবত সম্পর্কে আলৱাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা আল– হুজরাতের ১২নং আয়াতে বলেন– 'আর তোমরা একে অন্যের গিবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে ভালোবাসবে? বস্তুত তোমরা নিজেরাই তা অপছন্দ করে থাকো।

গ A এর কাজটি ফিতনা–ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা জানি, ফিতনা অর্থ অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, কলহ ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ফিতনা ফাসাদ বলতে বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয় সৃষ্টি বুঝায়। অর্থাৎ সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার বিপরীত অরাজক পরিস্থিতিই ফিতনা–ফাসাদ। উদ্দীপকের A এর কাজের ফলে এলাকার লোকজন শান্তিতে থাকতে পারে না। অর্থাৎ A তার এলাকায় ফিতনা–ফাসাদ সৃষ্টি করে। যার ফলে এলাকায় বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় নেমে আসে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনাচরণ দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। যে সমাজে ফিতনা ফাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। সমাজের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। এরূ প সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। এ কারণে ইসলামে ফিতনা–ফাসাদ সম্পূর্ণরূ পে হারাম বা নিষিদ্ধ। আলৱাহ তায়ালা বলেছেন– "পৃথিবীতে শান্তি–শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাতে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না।" সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের A এর কাজটি ফিতনা–ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। আর ফিতনা–ফাসাদ সম্পূর্ণরূ পে ইসলামি আদর্শের বিরোধী।

ঘ A এর কাজটি ফিতনা–ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে তার এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ফিতনা–ফাসাদের ফলে জীবনের সর্বস্তরেই বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় নেমে আসে। মানুষের সঠিক জীচনাচরণ দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। যে সমাজে ফিতনা–ফাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। সমাজের ঐক্য সংহতি বিনষ্ট হয়। এরূ প সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা থাকে না। মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করতে পারে না। শিৰা–দীৰা, ব্যবসা, বাণিজ্য, লেনদেন ও সামাজিক আচার–অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় না। ফিতনা–ফাসাদ সমাজে ভয়ভীতি ও আতঙ্কের জন্ম দেয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ে। এককথায়, ফিতনা ফাসাদের ফলে সমাজে ও দেশে অরাজকতা দেখা দেয়। শান্তি ও উন্নতির পথ রবদ্ধ হয়ে যায়। বস্তুত ফিতনা–ফাসাদ অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। এর দ্বারা সমাজে সকল অন্যায়–অত্যাচারে দরজা খুলে যায়। অরাজক পরিস্থিতিতে অসৎ মানুষেরা সব ধরনের পাপ কাজের সুযোগ পায়। এজন্যই আলৱাহ তায়ালা বলেন–
'ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।' যা উদ্দীপকে বিবৃত হয়েছে।
পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের A এর কাজটির কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। সুতরাং আমরা ফিতনা–ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকব।

প্রশ্ন– ৩৭ সুদ ও ঘুষ

জনাব ফালু শেখ মোল্থন গ্রামের মাতবর। তিনি চাকরি, ব্যবসা–বাণিজ্য না করেও আয়েশি জীবনযাপন করছেন। এ ব্যাপারে তাকে বললে তিনি বলেন, কাজ করতে আমার ভালো লাগে না। তিনি ১০% লাভে মানুষকে টাকা ধার দেন। তার বড় ছেলে জনসাধারণের কাজ করে দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ নেন। এতে দেখা যাচ্ছে, তাদের উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে।

ক. কর্মবিমুখতা কী? ১

খ. সুদ বলতে কী বোঝ? ২

গ. ফালু শেখ ও তার ছেলের অর্থ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তাদের কর্মকাণ্ডের কুফল ও পরিণতি বিশেৱষণ কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজ না করে অলস বা বেকার বসে থাকাকে কর্মবিমুখতা বলা হয়।

খ ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতা থেকে মূলধনের অতিরিক্ত কোনো লাভ নেওয়াই হলো সুদ। যেমন : কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে একশত টাকা এ শর্তে ঋণ দিল যে গ্রহীতা একশত দশ টাকা পরিশোধ করবে। এৰেত্রে একশত টাকার অতিরিক্ত দশ টাকা হলো সুদ। রাসুলুল্লাহ (স) বলেন, 'যে ঋণ কোনো লাভ নিয়ে আসে তা–ই সুদ।'

গ ফালু শেখ ও তার ছেলের অর্থ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড যথাক্রমে সুদ ও ঘুষের শামিল। আমরা জানি, কাউকে প্রদত্ত ঋণের মূল পরিমাণের উপর অতিরিক্ত আদায় করাকে রিবা বা সুদ বলা হয়। এ হিসেবে উদ্দীপকের ফালু শেখের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সুদ। কেননা তিনি শতকরা ১০% লাভে মানুষকে টাকা দেন। অর্থাৎ ১০০ টাকায় তিনি ১০ টাকা সুদ নেন। অন্যদিকে স্বাভাবিক প্রাপ্যের পরও অসদুপায়ে অতিরিক্ত সম্পদ বা সুযোগ–সুবিধা গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। এ হিসেবে ফালু শেখের ছেলের কর্মকাণ্ড ঘুষের শামিল। কেননা তিনি জনসাধারণের কাজ করে দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ নেন। আলৱাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "আলৱাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।" (সূরা আল–বাকারা, আয়াত ২৭৫) ঘুষের আদান–প্রদানও হারাম বা অবৈধ। আলৱাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না এবং মানুষের ধন–সম্পত্তির কিয়দাংশ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে জেনে–শুনে বিচারকদের নিকট পেশ কর না।' (সূরা আল–বাকারা, আয়াত ১৮৮)

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ফালু শেখের কর্মকাণ্ড সুদ এবং তার ছেলের কর্মকাণ্ড ঘুষ হিসেবে পরিগণিত, ইসলামে যা হারাম বা নিষিদ্ধ।

ঘ উদ্দীপকের ফালু শেখ ও তার ছেলের কর্মকাণ্ড যথাক্রমে সুদ ও ঘুষ হিসেবে পরিগণিত। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তাদের কর্মকাণ্ডের কুফল ও পরিণতি বিশেৱষণ করা হলো। সুদ ও ঘুষ অত্যন্ত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধ। এর কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। সুদ মানবসমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্ম দেয়। ধনী আরও ধনী হয়। গরিব আরও গরিব হয়। ফলে সমাজের মধ্যে শ্রেণিভেদ গড়ে ওঠে। পারস্পরিক মায়ামমতা, ভালোবাসা ও সহযোগিতার পথ রবদ্ধ হয়ে যায়। সুদের কারণে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। লোকেরা বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। বরং সম্পদ অনুৎপাদনশীলভাবে সুদি কারবারে লাগায়। ফলে দেশের বিনিয়োগ কমে যায়, জাতীয় উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়। ঘুষও মানবসমাজে অশান্তি ডেকে আনে। ঘুষখোর ব্যক্তি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা ও অন্য লোকের অধিকার হরণ করে। ফলে অধিকার বঞ্চিতদের সাথে তাদের শত্রবতা সৃষ্টি হয়। সমাজে মারামারি–হানাহানির সূত্রপাত ঘটে। উপরন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতেও সুদ–ঘুষের কুফল অত্যন্ত ব্যাপক। সুদ–ঘুষের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম বা অবৈধ। সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীকে আলৱাহ ও তাঁর রাসুল (স) অভিসম্পাত করেন এবং পরকালে তাদের স্থান হবে জাহান্নাম। মহানবি (স) বলেন, "ঘুষদাতা ও ঘুষ খোর উভয়ই জাহান্নামি।" সুতরাং উদ্দীপকের ফালু শেখ ও তার ছেলেকে সুদ ও ঘুষের উপরিউক্ত কুফল ও পরিণতি সম্পর্কে অবগত হয়ে এসব গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে নতুবা পরিণতি হবে ভয়াবহ।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৩৮ পরিচ্ছন্নতা

শিৰক তার শ্রেণির শিৰার্থীদের তিনটি দলে বিভক্ত করলেন। দলগুলোর নাম দেয়া হলো– জুঁই, শাপলা ও বেলি। জুঁই, শাপলা ও বেলি দলকে দিলেন যথাক্রমে শরীর, পোশাক ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার ওপর পাঁচটি করে বাক্য লিখতে।

ক. কোনটিকে ইমানের অর্ধেক বলা হয়েছে? ১

খ. সুদ ও ঘুষ সম্পর্কে ইসলামি বিধান বর্ণনা কর। ২

গ. জুঁই দলের কাজ হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শাপলা ও বেলি দলের কাজের প্রেৰিতে আমাদের করণীয় ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পবিত্রতাকে ইমানের অর্ধেক বলা হয়েছে।

খ ইসলামে সুদ ও ঘুষ উভয়কে নিষিদ্ধ তথা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুদ–ঘুষের লেনদেন কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। আলৱাহ তায়ালা বলেন, 'আর আলৱাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।' [সূরা বাকারা–২৭৫]

ঘুষ সম্পর্কে রাসুল (স) বলেন, ঘুষদাতা এবং গ্রহণকারী উভয়ে জাহান্নামি।

গ জুঁই দল শারীরিক পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে লিখেছে। হাদিসে শারীরিক পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। মহানবি (স) দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্য নিয়মিত মিসওয়াক করতেন। আমাদেরও তিনি মিসওয়াক তথা দাঁত মাজার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার উম্মতের কষ্টের আশঙ্কা না করলে আমি তাদের প্রত্যেককে সালাতের আগে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।' (বুখারি) মহানবি (স) এলোমেলো চুলের এক লোককে দেখে বললেন, 'এ ব্যক্তি কি চুল ঠিক করার কিছু পেল না?' হাদিসে এসেছে, 'কবরের বেশির ভাগ আযাব পেশাবের ছিটা–ফোঁটা থেকে বেঁচে না থাকার কারণে হবে। সুতরাং তোমরা পেশাবের (ছিটা–ফোঁটা) থেকে বেঁচে থাক)। (তাবারি) এভাবে ইসলামে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রাকে অত্যন্ত গুরবত্ব দেওয়া হয়েছে।

ঘ শাপলা ও বেলি দলের কাজ পোশাক ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার ওপর তৈরি করা। পোশাক ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে আমাদের করণীয় নির্দেশনা ও ইসলামে সুস্পষ্ট। আমাদের প্রিয়নবি (স) সর্বদা পরিস্কার–পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতেন। কাপড়চোপড় অল্প মূল্যের হতে পারে, ছেঁড়া–ফাটা হতে পারে কিন্তু তা পরিস্কার হওয়া উচিত। অন্যদিকে আমাদের চারপাশে যা কিছু রয়েছে সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। এই পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে যেখানে–সেখানে কফ–থুথু, মলমূত্র, ময়লা–আবর্জনা, রাসায়নিক বর্জ্য ফেলা উচিত নয়। ফেললে পরিবেশ নোংরা হয়। নোংরা–আবর্জনা আমাদের শরীরে ও পোশাকে লাগে। নানা রকম রোগজীবাণু জন্মে। আমরা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি। পানি বায়ু পরিবেশের অন্যতম উপাদান। আমরা পানি পান করি, পানিতে গোসল করি, কাপড়চোপড়

পরিস্কার করি। সুতরাং পানি ও বায়ু সব সময় পরিস্কার–পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। অনেকে পানিতে মলমূত্র ত্যাগ করে। এটা ঠিক নয়। আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় মল ত্যাগ করব। ফলে বায়ুও দূষণমুক্ত থাকবে। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। আমাদের ঘরবাড়ি, স্কুল–কলেজ, রাস্তাঘাট পরিস্কার রাখব। সপ্তাহে অন্তত একদিন পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাব। যানবাহন, বাসস্টেশন, ফেরিঘাট, খেলার মাঠ, হাট–বাজার পরিস্কার রাখা দরকার। আমরা এ ব্যাপারেও সচেষ্ট হব।

প্রশ্ন– ৩৯ ▸▸ হিংসা

রবহুল আমিন অষ্টম শ্রেণির শিৰার্থীদের আখলাকে যামিমাহর অত্যন্ত নিকৃষ্ট দিক হিংসা সম্পর্কে পড়ালেন। তিনি হিংসার কুফল এবং হিংসার ইসলামি বিধান সম্পর্কে বললেন। তারপর তিনি শিৰার্থীদের হিংসার কুফল সম্পর্কে মহানবি (স)–এর একটি বাণী পড়ে শোনালেন এবং ব্যাখ্যা করলেন। বাণীটি ছিল– 'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে, হিংসাও তেমনি মানুষের সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে।' (আবু দাউদ)

ক. হাসাদ কীসের প্রতিশব্দ? ১

খ. হিংসা আখলাকে যামিমাহর কেমন দিক? ২

গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত আখলাকে যামিমাহর ইসলামি বিধান তোমার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উক্ত নেক আমলকে ধ্বংসকারী দোষটি মূল্যায়ন কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিংসার প্রতিশব্দ হলো হাসাদ।

খ হিংসা আখলাকে যামিমাহর অন্যতম নিকৃষ্ট দিক। হিংসা–বিদ্বেষ মানে অন্যের প্রতি খারাপ মনোভাব পোষণ করা, নিজেকে বড় মনে করা, অন্যকে ঘৃণা করা, অন্যের উন্নতি, সুখ সহ্য করতে না পারা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় বলা যায়, অন্যের সুখ–সম্পদ, শান্তি–সাফল্য ধ্বংস হওয়া ও নিজে এর মালিক হওয়ার কামনাকে হিংসা বলা হয়। হিংসা–বিদ্বেষ মানবচরিত্রের অত্যন্ত নিন্দনীয় অভ্যাস। এটি মানবচরিত্রকে ধ্বংস করে।

গ ইসলামি শরিয়তে হিংসা–বিদ্বেষ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কখনই অন্যের সাথে হিংসা করতে পারে না। বরং মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো অন্যের মঙ্গল কামনা ও পরস্পর সাহায্য–সহযোগিতা করা। ইসলাম কখনো হিংসাকে আশ্রয় দেয় না। উদ্দীপকের শিৰক রবহুল আমিন ও সেই বিষয়টি তার ছাত্রদের নিকট উলেৱখ করেন মহানবি (স) বলেছেন, তোমরা হিংসা করবে না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করবে না এবং পরস্পর বিরবদ্ধাচরণ করবে না। বরং সবাই আলৱাহর বান্দা, ভাইভাই হয়ে থাকবে। (বুখারি ও মুসলিম)। হিংসা সকল পুণ্য কাজকে ধ্বংস করে। এটি একটি সামাজিক অপরাধ। অতএব, ইসলামি বিধানে হিংসা হারাম, বর্জনীয়। আমরা তা থেকে দূরে থাকব।

ঘ হিংসা মানুষের সকল নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। কথাটি যথার্থ। কারণ– হিংসা–বিদ্বেষ মানবচরিত্রের অত্যন্ত নিন্দনীয় অভ্যাস। হিংসা–বিদ্বেষ বলতে বোঝায়, অন্যের প্রতি বিরূ প মনোভাব পোষণ করা, নিজেকে বড় মনে করা, অন্যকে ঘৃণা করা, শত্রবতাবশত অন্যের ৰতি কামনা করা, অন্যের উন্নতি–সুখ সহ্য করতে না পারা ইত্যাদি। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সবার সাথে মিলেমিশে তাকে চলতে হয়। সমাজে শান্তির জন্য প্রয়োজন সাম্য, মৈত্রী, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। একটি হাদিসে মহানবি (স) বলেছেন, পরস্পর কল্যাণকামিতাই হলো দ্বীন। হিংসা এসব সৎগুণ ধ্বংস করে দেয়। কেননা হিংসুক ব্যক্তি কখনোই সচ্চরিত্রবান হতে পারে না। হিংসা–বিদ্বেষ জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও উন্নতির পথে অন্তরায়। এতে মুসলিম জাতির ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়। উদ্দীপকের মধ্যেও এটিরই ইঙ্গিত করেছেন ধর্মীয় শিৰক যে, হিংসা মানুষের সকল নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। এর মাধ্যমে পরকালীন জীবনের জন্য মানুষ ৰতিগ্রস্ত হয়। মহানবি (স) বলেছেন– 'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে (পুড়িয়ে দেয়), হিংসাও তেমনি মানুষের সৎকর্মগুলোকে খেয়ে ফেলে (নষ্ট করে দেয়)।' (আবু দাউদ) একজন মুমিন হিসেবে আমারও বিশ্বাস হিংসা নেক আমল ধ্বংসকারী।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ৪০ ▸▸ আখলাকে যামিমাহ

সাবিহা নবম শ্রেণির ছাত্রী। বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলা তার স্বভাব। কখনো নিজের আবার কখনো বান্ধবীদের বিভিন্ন বিপদ ও সমস্যার গল্প বানিয়ে বান্ধবীদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারলেই সে খুশি হয়। একদিন সত্যিই সে বিপদে পড়ে। সাথে সাথে অন্যান্য দিনের মতো মোবাইলে বান্ধবীদের খবরটি পৌঁছিয়ে দিয়ে সাহায্যের আবেদন জানায়। কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দেয়নি। [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. আখলাক শব্দের অর্থ কী? ১

খ. সত্যবাদিতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সাবিহার মাঝে আখলাকে হামিদাহর কোন গুণটির অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাহিবা কি একজন সৎ বন্ধু? তোমার উত্তরের পৰে যুক্তি দাও। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখলাক শব্দের অর্থ স্বভাব, চরিত্র ইত্যাদি।

খ আরবি সিদক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো সত্যবাদিতা। সাধারণভাবে সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলা হয়। অন্য কথায় বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় প্রকাশ করাকে সিদক বলে। যে ব্যক্তি সত্যবাদী তাকে বলা হয় সাদিক।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ সত্যবাদিতার সুফল ব্যাখ্যা কর।

ঘ মিথ্যার পরিণাম বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৪১ ▸▸ হিংসা

রাহাত ও ফাহাদ দুজনেই ১০ম শ্রেণির ছাত্র। রাহাত খুব বেশি স্কুলে আসে না, পড়ালেখাও করে না। কোনো কাজকর্মই তার ভালো লাগে না। এজন্য পরীৰায় তার ফলাফলও খারাপ হয়। কিন্তু ফাহাদ কঠোর পরিশ্রমী। ভালো পড়ালেখা করে বিধায় তার পরীৰার ফলাফল ভালো হয়। তাই সে রাহাতের সাথে মিলে না, কথা বলে না। তাছাড়া অন্য কোনো ছাত্র ভালো ফলাফল করলেও ফাহাদ সেটা পছন্দ করে না। [ধানমন্ডি গভ. বয়েজ স্কুল, ঢাকা]

ক. ফিতনা শব্দের অর্থ কী? ১

খ. আত্মশুদ্ধি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ফাহাদের চরিত্রে আখলাকে যামিমাহর কোন দিকটি বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাহাতের এ ধরনের স্বভাব পরিহারের গুরবত্ব কুরআন–হাদিসের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফিতনা শব্দের অর্থ হলো অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, কলহ ইত্যাদি।

খ আত্মশুদ্ধি হচ্ছে আত্মার পবিত্রতা তথা আত্মা বা অন্তরকে কলুষমুক্ত রাখা। সব রকম পাপ–পঙ্কিলতা, কলুষতা ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা এবং নিজেকে সংশোধন করাই হলো আত্মশুদ্ধি।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ হিংসার পরিচয় ব্যাখ্যা কর।

ঘ "প্রকৃত মুমিন হতে হলে হিংসা পরিহারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম"– বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৪২ প্রতারণা ও তাকওয়া

জনি দুধের সাথে পানি মিশিয়ে বাজারে বিক্রি করত। একদিন সে আইনশৃঙ্খলা রৰাকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে জরিমানা দিল। জনির বাবা ঘটনাটি জেনে বললেন, তার মধ্যে যদি আলৱাহর ভয় থাকত তাহলে সে এ কাজ করতে পারত না। তার বাবা কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন আলৱাহ পাক বলেন, "তোমাদের মধ্যে যার সবচেয়ে বেশি তাকওয়া আছে সে আলৱাহর কাছে বেশি সম্মানিত।"

ক. জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও মৌলিক মানবীয় গুণ কোনটি? ১

খ. নৈতিক জীবনে তাকওয়ার প্রভাব কতটুকু? ২

গ. জনির কাজটি কোন ধরনের অন্যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আয়াতটি বিশেৱষণ কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখলাকে হামিদাহ জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও মৌলিক মানবীয় গুণ।

খ তাকওয়া বা আলৱাহভীতি নৈতিক জীবন গঠন এবং নীতি নৈতিকতা রৰায় গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাকওয়াবান ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, পাপ যত গোপনেই করা হোক না কেন মহান আলৱাহ তা দেখছেন। তাই সকল প্রকার অন্যায়, অশৱীল তথা পাপকাজ থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত রাখেন। এ ধরনের মানসিকতা ব্যক্তির অন্তরকে যেমন পরিশুদ্ধ রাখে তেমনি ব্যক্তিকে সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলে। অনৈতিকতা ও অশৱীলতা পরিহারে তাকওয়ার প্রভাব অপরিসীম।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ প্রতারণার স্বরূ প ব্যাখ্যা কর।

ঘ তাকওয়াবান ব্যক্তির মর্যাদা বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৪৩ নারীর প্রতি সম্মানবোধ

মানিক তার স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করে। তার মতে নারী জাতির কাজ হলো শুধু সন্তান জন্মদান ও লালনপালন। তার আচরণ দেখে জনৈক আলেম বলেন, ভালো এবং মন্দ সার্টিফিকেট পেতে হলে স্ত্রীর থেকেই পেতে হবে। ইসলাম নারীকে যে সম্মান দিয়েছে তা থেকে তুমি তাদের বঞ্চিত করতে পার না।

ক. 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত' বাণীটি কার? ১

খ. আমরা কীভাবে আত্মশুদ্ধি অর্জন করব? ২

গ. মানিকের কর্মকাণ্ডে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইসলামের আলোকে জনৈক আলেমের বক্তব্য বিশেৱষণ কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণীটি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)–এর।

খ আত্মশুদ্ধির প্রধান উপায় হলো খারাপ কাজ বর্জন করা এবং কুচিন্তা–কুঅভ্যাস ত্যাগ করা। সদাসর্বদা সৎচিন্তা, সৎকর্ম, নৈতিক ও মানবিক আদর্শে নিজ চরিত্র গড়ে তোলার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়। বেশি বেশি আলৱাহর স্মরণ ও যিকির দ্বারা অন্তরের কালো দাগ ও মরিচা দূর হয়। যিকির, তাওবা, ইস্তিগফার, তাওয়াক্কুল, যুহদ, ইখলাস, সবর, শোকর, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা আত্মশুদ্ধি অর্জন করব।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ নারী অধিকার লঙ্ঘণের কারণ কী তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৪৪ সুদ ও ঘুষ

মালেক সাহেব একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। উৎকোচ ছাড়া কোনো কাজ করেন না। উৎকোচ গ্রহণ করাকে তিনি কিছুই মনে করেন না। কিন্তু তার স্ত্রী এ কাজ মোটেও পছন্দ করেন না। অনেক চেষ্টা করেও যখন ফেরাতে পারলেন না, তখন তিনি স্বামীকে বললেন, "ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই জাহান্নামি।"

ক. 'আমর বিল মারূ ফ' অর্থ কী? ১

খ. ওয়াদা পালন অত্যাবশ্যক কেন? ২

গ. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মালেক সাহেবের কর্মকাণ্ডের পরিচয় ও ব্যাখ্যা প্রদান কর। ৩

ঘ. মালেক সাহেবের কর্মকাণ্ডের পরিণতি সংশিৱষ্ট হাদিসের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমর বিল মারবফ অর্থ হলো সৎকাজের আদেশ।

খ ওয়াদা পালন বা প্রতিশ্রবতি রৰা করাকে মুমিনের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে। তাছাড়া হাশরের ময়দানে প্রতিশ্রবতির ব্যাপারে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ওয়াদা পালন করে না আখিরাতে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করা হবে। আলৱাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। (সূরা মায়িদা–১) রাসুল (স) বলেছেন, 'যে ওয়াদা পালন করে না তার দীন নেই।' তাই প্রকৃত মুমিন ও দীনদার হিসেবে ওয়াদা রৰা করা প্রত্যেকের জন্য অত্যাবশ্যক।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ সুদ ও ঘুষের পরিচিতি ব্যাখ্যা কর।

ঘ সুদ ও ঘুষের পরিণতি বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৪৫ প্রতারণা

আজমল ও আকরাম দুই বন্ধু ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে একটি মিষ্টির দোকান শুরব করে। বাজারে তাদের মিষ্টির চাহিদাও প্রচুর। আজমল পরিকল্পনা করে যে, মিষ্টিতে কম মূল্যের দ্রব্য ও কেমিক্যাল মিশিয়ে কম খরচে মিষ্টি তৈরি করে বাজারজাত করবে। আকরাম তার পরিকল্পনার সাথে একমত না হয়ে বলে যে, এটি একটি প্রতারণা। এ ব্যাপারে মহানবি (স) বলেছেন–'যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'

ক. প্রতারণা অর্থ কী? ১

খ. ইসলামি সমাজে শালীনতা বলতে কী বোঝ? ২

গ. আজমলের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ইসলামে বৈধ হবে না কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত হাদিসটি বিশেৱষণ কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতারণা অর্থ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, ধোঁকা দেওয়া, বিশ্বাস ভঙ্গ করা।

খ কথাবার্তা, আচার–আচরণ ও চলাফেরায় ভদ্র, সভ্য ও মার্জিত হওয়াকেই শালীনতা বলা হয়। গর্ব–অহংকার, ঔদ্ধত্য ও অশৱীলতা ত্যাগ করে জীবনাচরণের সকল ৰেত্রে ইসলামি নীতি–আদর্শের অনুসারী হওয়ার দ্বারা শালীনতা অর্জন করা যায়। শালীনতার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। অশৱীলতা শালীনতার বিপরীত।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ প্রতারণার ধারণা ব্যাখ্যা কর।

ঘ প্রতারণার কুফল বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৪৬ ফিতনা–ফাসাদ

ক্লাসে শিৰক বললেন, ইসলাম একটি শান্তিময় সুশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থা। ইসলামে আছে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা। ইসলামে অশান্ত, বিশৃঙ্খলা ও কলহ–বিবাদের কোনো স্থান নেই। তিনি এ প্রসঙ্গে কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করেন।

وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا

ক. গিতব অর্থ কী? ১

খ. আখলাকে হামিদাহ বলতে কী বোঝ? ২

গ. শিৰকের বক্তব্যে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের পরিণতি ইসলামের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গিবত অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, অসাৰাতে দুর্নাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা, কুৎসা রটনা করা ইত্যাদি।

খ মানব চরিত্রের উত্তম ও নৈতিক গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বলে। আখলাক শব্দের অর্থ চরিত্র, স্বভাব। আর হামিদাহ অর্থ প্রশংসনীয়। সুতরাং আখলাকে হামিদাহ অর্থ প্রশংসনীয় চরিত্র। ইসলামি পরিভাষায়, যেসব স্বভাব বা চরিত্র সমাজে প্রশংসনীয় ও সমাদৃত, আলৱাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (স)–এর নিকট প্রিয় সেসব স্বভাব বা চরিত্রকে আখলাকে হামিদাহ বলা হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ফিতনা–ফাসাদের স্বরূ প ব্যাখ্যা কর।

ঘ "ফিতনা–ফাসাদের কুফল মারাত্মক"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূ পণ কর।

প্রশ্ন– ৪৭ আখলাকে হামিদাহ

হামিম সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তার টাকার কোনো অভাব নেই। তবে অভাব আছে সততার। মিথ্যা বলতে তার বিবেকে একটুও বাঁধে না। টাকার লোভে সে যে কোনো অপকর্ম করতে পরোয়া করে না। তার এ ধরনের বেপরোয়া জীবনযাপনে উদ্বিগ্ন মা একদিন তাকে ডেকে বললেন, বাবা মহান আলৱাহ আমাদেরকে ভালোমন্দ যাচাই করে কাজ করার ৰমতা দিয়েছেন এবং এর জন্য পুরস্কার ও শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। তাই মহান আলৱাহকে ভয় করে তার আদেশ নিষেধ মেনে দায়িত্বশীল জীবনযাপন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

ক. সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. পবিত্র থাকা অপরিহার্য কেন? ২

গ. কোন সৎগুণের অভাব হামিম সাহেবকে এমন বেপরোয়া জীবনযাপনে আকৃষ্ট করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে হামিম সাহেবের মা যে দায়িত্বশীল জীবনযাপনের প্রতি গুরৰত্বারোপ করেছেন তা বিশেৱষণ কর। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ আস–সিদক।

খ মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকা। রাসুল (স) বলেন, পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক। তাই প্রকৃত ইমানদার হওয়ার জন্য পবিত্র থাকা অপরিহার্য। কারণ পবিত্রতা ব্যতীত কোনো ইবাদত কবুল হয় না। আলৱাহ তায়ালা পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের ভালোবাসেন। সমাজের সবাই তাদের পছন্দ করে। তাই আমরা নিয়মিত ওযু–গোসলের মাধ্যমে পবিত্র থাকব এবং নিজেদের পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখব।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ আখলাকে হামিদাহর পরিচিতি ব্যাখ্যা কর।

ঘ আখলাকে হামিদাহর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা বিশেৱষণ কর।

■ অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৪৮ বৃৰরোপণ ও প্রতারণা

জনাব আতিক ও রফিক দুজন ইমানদার প্রতিবেশী। তারা উভয়েই ইসলামের বিধানাবলি মেনে চলার পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক কাজে সময় ব্যয় করেন। আতিক গত বর্ষার মৌসুমে রাস্তার দুপাশে এক হাজার ফলদ ও বনজ গাছ রোপণ করেন। অপরপৰে রফিক সাহেব ভেজাল পরিহার করে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র বিক্রি করলে ক্রেতাগণ তাঁর বিক্রয় কেন্দ্রে ভিড় জমায়। [দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়] [স. বো. '১৬]

ক. ইজমা অর্থ কী? ১

খ. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ২

গ. জনাব আতিকের কাজটি কীরূ প? সংশিৱষ্ট হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব রফিকের পদৰেপটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইজমা অর্থ একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি।

খ হযরত আবু বকর (রা)–এর খিলাফতকালে কেউ কেউ মিথ্যা নবুয়তের দাবি করে, কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে, আবার কতিপয় লোক ইসলাম ত্যাগ করে। হযরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব সমস্যা মোকাবিলা করে ইসলাম ও মুসলমানগণকে বিশৃঙ্খলা থেকে রৰা করেন। তাছাড়া তিনি পবিত্র কুরআন সংকলন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এসব কাজের জন্য তাঁকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

গ জনাব আতিকের কাজটি অতিশয় পুণ্যের কাজ। হাদিসের দৃষ্টিতে এ কাজটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৃৰরোপণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মানুষ বৃৰের মাধ্যমে নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। ইসলাম বৃৰরোপণ করার প্রতি মানুষকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে। হাদিসে রাসুল (স) ইরশাদ করেছেন, 'কোনো মুসলমান যদি বৃৰরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে

কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভৰণ করে তবে তা তার জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি ও মুসলিম) অর্থাৎ বৃৰরোপণের মাধ্যমে পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করা যায়। উদ্দীপকের জনাব আতিক গত বর্ষার মৌসুমে রাস্তার দুপাশে এক হাজার ফলদ ও বনজ গাছ রোপণ করেন। তাই বলা যায়, আতিক সাহেবের কাজটি হাদিসের আলোকে অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।

ঘ জনাব রফিকের পদৰেপটি যথার্থ। কারণ তিনি ব্যবসায়ের ৰেত্রে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার ওপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাই প্রতারণা। উদ্দীপকের জনাব রফিক সমস্ত ভেজাল পরিহার করে সৎভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করায় তার দোকানে কেনাবেচা বেশি হচ্ছে। ফলে তার উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে। যদি তিনি প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে ভেজাল পণ্য বিক্রয় করে লোকদের ঠকাতেন তাহলে লোকেরা তার দোকানে ভিড় করত না। তিনি ব্যবসায়ে সততা অবলম্বন করে যথার্থ কাজটিই করেছেন। বস্তুত প্রতারণা একটি গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে প্রকৃত মুমিন নয়। ইমান ও প্রতারণা এক সঙ্গে থাকতে পারে না। মহানবি (স) বলেছেন, "যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" ইসলামে প্রতারণা করা বা ধোঁকা দেওয়া সম্পূর্ণরূ পে হারাম। ব্যবসা, লেনদেন, আচার–ব্যবহার কোনো অবস্থাতেই প্রতারণা করা জায়েয নয়। তাই সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা আবশ্যক। তাই বলা যায় উদ্দীপকের ব্যবসায়ী জনাব রফিকের পদৰেপটি যথার্থ।

প্রশ্ন– ৪৯ ▸▸ কর্মবিমুখতা ও সালাত

সুমন ও ইমন দু'ভাই। ইমন কোনো কাজ করতে চায় না। তাকে কাজ করতে বললে সে বলে, মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। অপরদিকে সুমন আযান শুনলে সবকাজ ফেলে সংশিৱষ্ট ইবাদতের জন্য প্রস্তুতি নেন এবং সম্পাদন করেন। কারণ তিনি জানেন, উক্ত ইবাদতই মানুষকে মহান আলৱাহর নৈকট্যলাভে সহায়তা করে।

[তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়] [স. বো. '১৬]

ক. ইবাদত কত প্রকার? ১
খ. হাক্কুল ইবাদ বলতে কী বুঝায়? ২
গ. ইমনের মনোভাব ও ধারণা কেমন হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মুসলমানদের জীবনে সুমন কর্তৃক সম্পাদিত ইবাদতটির গুরবত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম– বিশেৱষণ কর। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইবাদত দুই প্রকার।

খ মানুষের অধিকারকে হাক্কুল ইবাদ বলে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়েই মানুষকে বসবাস করতে হয়। আমরা পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া–প্রতিবেশীদের নিয়ে সামাজিকভাবে এক সাথে বসবাস করি। একজনের দুঃখে অন্যজন সাড়া দিই। আপদে–বিপদে একে অপরকে সাহায্য–সহযোগিতা করি। পরস্পরের এই সহানুভূতি ও দায়িত্বই হাক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক বা অধিকার।

গ ইমনের মনোভাব ও ধারণায় কর্মবিমুখতা ফুটে উঠেছে। মানবজীবনে কাজের কোনো বিকল্প নেই। জীবনে বড় হওয়ার জন্য, জীবিকা উপার্জনের জন্য মানুষকে বহু কাজ করতে হয়। সময়মতো যথাসময়ে এসব কাজ সম্পাদনের ওপরই মানুষের উন্নতি ও সফলতা নির্ভর করে। তবে অনেক ব্যক্তি আছেন যারা কাজ করতে অৰম। যেমন : অন্ধ, বধির বা প্রতিবন্ধীরা শারীরিক কারণে সবধরনের কাজ করতে সমর্থ নয়। একে কর্মবিমুখতা বলা যায় না। বরং যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অলসতা বা অন্য যেকোনো কারণে স্বেচ্ছায় কোনো কাজ না করে বেকার বসে থাকাই হলো কর্মবিমুখতা। উদ্দীপকে ইমনের চরিত্রে এ বিষয়টিরই প্রতিফলন ঘটেছে। সে কোনো কাজ না করে বেকার জীবনযাপন করছে। তাকে কাজ করতে বললে সে বলে মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। এটি কাজ না করার একটি বাহানা মাত্র। সুতরাং তার মনোভাব ও ধারণায় কর্মবিমুখতা ফুটে উঠেছে।

ঘ সুমন কর্তৃক সম্পাদিত ইবাদতটি হলো সালাত যা মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। সালাত হলো ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অদ্বিতীয়। সালাতের মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নিকট দোয়া করে, দয়া ও ৰমা প্রার্থনা করে। সালাত ধর্মীয় দিক দিয়ে যেমন গুরবত্বপূর্ণ তেমনি তাৎপর্যময়। সালাত ব্যক্তির ইমান মজবুত করে এবং আত্মা পরিশুদ্ধ করে। প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর ওপর সালাত আদায় করা ফরজ। আলৱাহ তায়ালা বলেছেন– "নিশ্চয় সালাত মানুষকে অশৱীল ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে।" আর সালাতের গুরবত্ব সম্পর্কে মহানবি (স) বলেছেন– "যে ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে সালাত আদায় করে, কিয়ামতের দিন ঐ সালাত তার জন্য নূর হয়ে দাঁড়াবে" (তাবারানি)। মহানবি (স) আরো বলেছেন– "সালাত হলো ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী।" আর এ ইবাদত মানুষকে মহান আলৱাহর সর্বাধিক নৈকট্যশীল করে। ইসলাম ধর্মের এই স্তম্ভটির গুরবত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পেরেছে বলেই উদ্দীপকের সুমন আযান শুনলে সব কাজ ফেলে সালাতের জন্য প্রস্তুতি নেন এবং তা সম্পাদন করেন। বস্তুত শুধু সুমন নয় মুসলমানদের সবার জীবনে সালাতের গুরবত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

প্রশ্ন– ৫০ ▸▸ আখিরাত এবং প্রতারণা

কামাল কাওরান বাজারে মাছ বিক্রি করেন। তিনি মাছকে সতেজ রাখার জন্য ফরমালিন ব্যবহার করে। এছাড়া তিনি পচা মাছ কৌশলে ক্রেতাদের ব্যাগে দিয়ে দেয়। অন্যদিকে তার বন্ধু ফালু শেখ একটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসের কারণে এসব থেকে বিরত থাকেন এবং মাছের দোষ–গুণ প্রকাশ করে ক্রেতাদের নিকট বিক্রি করেন।

[অধ্যায় : ১ম ও ৪র্থ]

ক. ইমাম বুখারি (র) কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১
খ. সূরা আত তীনের শানে নুযুল ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কামালের কর্মকাণ্ডে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ফালু শেখের উক্ত বিশ্বাসের তাৎপর্য বিশেৱষণ কর। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইমাম বুখারি (র) ৮১০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

খ সূরা আত তীন বিশেষ কোনো ঘটনা বা অবস্থার প্রেৰিতে নাজিল করা হয়নি বরং মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা ও পরকালে জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আলৱাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করেন।

গ কামালের কর্মকাণ্ডে প্রতারণা প্রকাশ পেয়েছে। মূলত প্রতারণা হচ্ছে মিথ্যাচারের একটি বিশেষ রূ প। ইসলামি পরিভাষায়, প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার ওপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়। প্রতারণার মাধ্যমে অন্যকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো হয়। প্রতারণা নানাভাবে হতে পারে। সাধারণত আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসায়–বাণিজ্যে প্রতারণায় দৃষ্টান্ত বেশি পরিলৰিত হয়। যেমন : ওজনে কম দেওয়া, জালমুদ্রা চালিয়ে দেওয়া, পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন করা, ভালো জিনিস দেখিয়ে বিক্রির সময় খারাপ জিনিস দিয়ে দেওয়া, বেশি দামের দ্রব্যের সাথে কম দামের দ্রব্য মিশিয়ে বিক্রি করা, ভেজাল

মেশানো, ফলে ও মাছে রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া ইত্যাদি। এছাড়াও পরীৰায় নকল করা, বিশ্বাস ভঙ্গ করাও প্রতারণার শামিল। এটি অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। উদ্দীপকে কামাল মাছকে সতেজ রাখার জন্য বিষাক্ত ফরমালিন ব্যবহার করেও কৌশলে পচা মাছ দিয়ে ক্রেতাকে ঠকায়। সুতরাং তার কর্মকাণ্ডে প্রতারণা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ ফালু শেখের বিশ্বাস অর্থাৎ আখিরাতের বিশ্বাসের তাৎপর্য অপরিসীম। প্রকৃতপৰে ইসলামি জীবনদর্শনে আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। এ বিশ্বাস ছাড়া মুমিন ও মুক্তাকি হওয়া যায় না। আলৱাহ তায়ালা বলেন, আর তারা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (সূরা আল বাকারা, আয়াত–৪) তাওহিদ ও রিসালাতের বিশ্বাসের পরপরই আখিরাতেও বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক। পরকালীন জীবনের সফলতা ও জান্নাত লাভ করার জন্য আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে মানুষ সত্যপথ থেকে দূরে সরে যায়। পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। এছাড়া আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্যকাজ করতে উৎসাহিত করে। এভাবে মানুষ অসচ্চরিত্র বর্জন করে সচ্চরিত্রবান হয়ে ওঠে। অপরদিকে আখিরাতে যে অবিশ্বাস করে সে সুযোগ পেলেই পাপাচার ও অশৱীল কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কেননা সে পরকালীন জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী নয়। সুতরাং মানবজীবনকে কলুষমুক্ত, পবিত্র, সুন্দর করতে আখিরাতে বিশ্বাসের তাৎপর্য অপরিসীম।

প্রশ্ন– ৫১ আখলাকে যামিমাহ এবং আল–কুরআন

সালাম ও বরকত একই গ্রামের অধিবাসী। সালাম গ্রামে খুবই সমালোচিত। কেননা সে মিথ্যা কথা বলতে খুবই পটু। এছাড়াও সে অন্য বন্ধুদের নিকট থেকে টাকা ধার নিয়ে তা পরিশোধ করে না। এমনকি সে অন্য বন্ধুদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূ প করতেও দ্বিধা করে না। অপরপৰে বরকত একটি মহাগ্রন্থের শিৰা গ্রহণ করে সব ধরনের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকেন এবং সালামকেও সে খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতে বলেন। [অধ্যায় : ২য় ও ৪র্থ]

ক. মহানবি (স) কত খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন? ১

খ. শিরক বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সালামের কাজের দ্বারা কোন ধরনের আচরণের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বরকতের পাঠ করা মহাগ্রন্থের অবতরণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন।

খ শিরক শব্দের অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায় মহান আলৱাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তার তুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়।

গ সালামের কাজের দ্বারা আখলাকে যামিমাহ বা নিন্দনীয় আচরণের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। মূলত মানব চরিত্রের নিন্দনীয় স্বভাবগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বলা হয়। এর অপর নাম আখলাকে সায়্যিআহ। আখলাকে সায়্যিআহ অর্থ অসচ্চরিত্র, মন্দ স্বভাব ইত্যাদি। বস্তুত মানব চরিত্রের বহু নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন : মিথ্যা বলা, প্রতারণা, ঠাট্টা–বিদ্রূ প, বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা, অপব্যয়–কৃপণতা, ক্রোধ, গর্ব–অহংকার ইত্যাদি। এসব স্বভাব আখলাকে যামিমাহর অন্তর্ভূক্ত। উদ্দীপকে সালাম মিথ্যা বলে, টাকা ধার নিয়ে ফেরত দেয় না, বন্ধুদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। এসব কাজই মন্দ স্বভাব। সুতরাং সালামের কাজের দ্বারা আখলাকে যামিমাহ বা ঘৃণ্য আচরণের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ বরকতের পাঠ করা মহাগ্রন্থ অর্থাৎ আল কুরআন মহান আলৱাহ পাকের কালাম। এটি লাওহে মাহফুজে বা সংৱৰিত ফলকে লিপিবদ্ধ। আলৱাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কদরের রাতে গোটা কুরআন মজিদ লাওহে মাহফুজ থেকে বায়তুল ইযযাহ নামক স্থানে নাজিল করেন। আর মহানবি (স) হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় মহান আলৱাহর নির্দেশে জিবরাইল (আ) পবিত্র কুরআনের সুরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে তথায় মহানবি (স) এর নিকট অবতরণ করেন। এরপর বিভিন্ন সময় ও প্রয়োজনের পরিপ্রেৰিতে মহানবি (স) এর জীবদ্দশায় মোট ২৩ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়। এটি একসাথে নাজিল হয় নি। বরং অল্প অল্প করে প্রয়োজন অনুসারে নাজিল হতো। আলৱাহ তায়ালা বলেন, 'আর আমি খণ্ড খণ্ডভাবে কুরআন নাজিল করেছি।' (সূরা বনি ইসরাইল আয়াত : ১০৬) অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় আল কুরআন একসাথে নাজিল করা হয়নি। যা পবিত্র কুরআনের বিশেষ মর্যাদার পরিচায়ক।

কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ আখলাক অর্থ কী?

উত্তর : আখলাক অর্থ : স্বভাব, চরিত্র।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ আখলাকে হামিদাহ কী ?

উত্তর : যেসব চরিত্র সমাজে প্রশংসনীয় ও সমাদৃত, আলৱাহ ও রাসুল (স) এর নিকট প্রিয়, সেসব চরিত্রই আখলাকে হামিদাহ।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী কে?

উত্তর : মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ মানবজীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব কতটুকু?

উত্তর : মানবজীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি কারা?

উত্তর : ইসলামি জীবনদর্শনে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি হলেন মুত্তাকিগণ।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ আলৱাহ কাদের ভালোবাসেন?

উত্তর : মহান আলৱাহ তাকওয়াবান ব্যক্তিদের ভালোবাসেন।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ মুত্তাকিদের জন্য কী রয়েছে?

উত্তর : মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে সফলতা।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ তাকওয়া শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : তাকওয়া শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, ভয় করা, নিজেকে রৰা করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ কাউকে ওয়াদা দিলে কী করতে হয়?

উত্তর : কাউকে ওয়াদা দিলে তা পালন করতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ হাশরের ময়দানে কী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে?

উত্তর : হাশরের ময়দানে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ ওয়াদা দিলে মহানবি (স) কী করতেন?

উত্তর : মহানবি (স) কারও সাথে ওয়াদা দিলে তা পালন করতেন।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ সত্যবাদিতা অবলম্বন করলে কী হয়?

উত্তর : সত্যবাদিতা অবলম্বন করলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ সত্য ও সঠিক কথা বলার ব্যাপারে কুরআনে কী আছে?

উত্তর : সত্য ও সঠিক কথা বলার ব্যাপারে কুরআনের বাণী! 'হে ইমানদারগণ! তোমরা আলরাহকে ভয় কর ও সঠিক কথা বল।'

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ আমাদের মহানবি (স) সত্যের ব্যাপারে কেমন ছিলেন?

উত্তর : আমাদের প্রিয় নবি (স) ছিলেন সত্যবাদিতার মূর্তপ্রতীক।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ ইসলামি সমাজব্যবস্থার মূলভিত্তি কী?

উত্তর : শালীনতাই হলো ইসলামি সমাজব্যবস্থার মূলভিত্তি।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ ইসলাম মানুষকে কী নির্দেশ করে?

উত্তর : ইসলাম সকল মানুষকে নম্র, ভদ্র ও শালীন হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ শালীনতাবিরোধী কর্মকাণ্ডকে ইসলামে কী করা হয়েছে?

উত্তর : শালীনতাবিরোধী কর্মকাণ্ডকে ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ আমানত কাকে বলে?

উত্তর : সাধারণত কারও নিকট কোনো অর্থসম্পদ গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ আমানত সম্পর্কে মহানবি (স)–এর বাণীটি কী?

উত্তর : আমানত সম্পর্কে মহানবি (স) বলেছেন, "যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই।"

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ আমানতের খিয়ানতকারী কী?

উত্তর : আমানতের খিয়ানতকারী মুনাফিক।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ আমানত শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : আমানত শব্দের অর্থ গচ্ছিত রাখা, নিরাপদ রাখা।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ জাতি উন্নতি করতে পারে না কোন কারণে?

উত্তর : ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ কোন ধর্মে নারীদের সর্বাধিক সম্মান দেওয়া হয়েছে?

উত্তর : ইসলাম ধর্মে নারীদের সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ নারীর প্রতি সম্মানবোধ কী?

উত্তর : নারীর প্রতি সম্মানবোধ আখলাকে হামিদাহর একটি মহৎ গুণ।

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ মহানবি (স)–এর আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল?

উত্তর : মহানবি (স)–এর আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের কোনো মানমর্যাদা ছিল না। তারা ছিল অবহেলিত ও লাঞ্ছিত।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ স্বদেশ কাকে বলে?

উত্তর : স্বদেশ হলো নিজ দেশ বা নিজ মাতৃভূমি।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ স্বদেশপ্রেম কাকে বলে?

উত্তর : স্বদেশের প্রতি মায়া–মমতা, আকর্ষণই হলো স্বদেশপ্রেম।

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক কী?

উত্তর : দেশের মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের জন্য কাজ করা স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক।

প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ কর্তব্যপরায়ণতা কী?

উত্তর : কর্তব্যপরায়ণতা হলো যথাযথভাবে কর্তব্য আদায় করা, দায়িত্ব পালন করা।

প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ নিজ কর্মের জন্য দায়ী কে?

উত্তর : প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার গ্রহণ করবে না।

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ তাহারাত কাকে বলে?

উত্তর : ইসলামি শরিয়তের নির্দেশিত পদ্ধতিতে দেহ, মন, পোশাক, খাদ্য, বাসস্থান, পরিবেশ পরিষ্কার ও নির্মল রাখাকে তাহারাত বলে।

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা কীভাবে দূর হয়?

উত্তর : দৈনিক পাঁচবার সালাতের পূর্বে ওযু করার দ্বারা মানুষের সকল অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা দূরীভূত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩৩ ॥ মিতব্যয়িতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কে?

উত্তর : আমাদের মহানবি (স) মিতব্যয়িতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন ॥ ৩৪ ॥ বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ কী?

উত্তর : ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

প্রশ্ন ॥ ৩৫ ॥ মহানবি (স) নাহি আনিল মুনকার সম্পর্কে কী বলেছেন?

উত্তর : মহানবি (স) হাত, মুখ ও অন্তর দ্বারা নাহি আনিল মুনকার বা খারাপ কাজ প্রতিরোধ করার কথা বলেছেন।

প্রশ্ন ॥ ৩৬ ॥ কোন কাজ মানুষকে ধ্বংস থেকে বিরত রাখে?

উত্তর : সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ মানুষকে ধ্বংস থেকে বিরত রাখে।

প্রশ্ন ॥ ৩৭ ॥ তাযকিয়াহর উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : স্বীয় আত্মাকে সব ধরনের পাপ–পঙ্কিলতা ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত রাখাই তাযকিয়াহর উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ॥ ৩৮ ॥ আত্মশুদ্ধির প্রধান উপায় কী?

উত্তর : আত্মশুদ্ধির প্রধান উপায় হলো খারাপ কাজ ত্যাগ করা এবং কুচিন্তা ও কুঅভ্যাস বর্জন করা।

প্রশ্ন ॥ ৩৯ ॥ আলরাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কেন?

উত্তর : আলরাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য।

প্রশ্ন ॥ ৪০ ॥ কে পশুর চেয়েও অধম?

উত্তর : অসৎ চরিত্র বা চরিত্রহীন ব্যক্তি পশুর চেয়েও অধম।

প্রশ্ন ॥ ৪১ ॥ চরিত্রহীন ব্যক্তি কী বিসর্জন দেয়?

উত্তর : চরিত্রহীন ব্যক্তি নিজস্বার্থ রক্ষার জন্য মানবিক আদর্শসমূহকে বিসর্জন দেয়।

প্রশ্ন ॥ ৪২ ॥ কাকে কেউ সাহায্য করে না?

উত্তর : চরিত্রহীন ব্যক্তিকে কেউ সাহায্য করে না।

প্রশ্ন ॥ ৪৩ ॥ প্রতারণা সম্পর্কে মহানবি (স)–এর বাণী কী?

উত্তর : মহানবি (স) বলেছেন, "যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

প্রশ্ন ॥ ৪৪ ॥ ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা কী?

উত্তর : ইসলামি শরিয়তে প্রতারণা হারাম।

প্রশ্ন ॥ ৪৫ ॥ আর্থ–সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতারণার কুফল কী?

উত্তর : আর্থ–সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতারণার কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্রশ্ন ॥ ৪৬ ॥ গিবত কাকে বলে?

উত্তর : কারো অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে।

প্রশ্ন ॥ ৪৭ ॥ গিবতের প্রচলিত সংজ্ঞা কী?

উত্তর : প্রচলিত অর্থে অসাক্ষাতে কারও দোষ বলাকে গিবত বলে।

প্রশ্ন ॥ ৪৮ ॥ গিবতের সবচেয়ে পরিচিত রূপ কী?

উত্তর : কারও কোনো দোষ আলোচনা করা গিবতের সবচেয়ে পরিচিত রূপ।

প্রশ্ন ॥ ৪৯ ॥ হিংসা কাকে বলে?

উত্তর : অন্যের সুখ, সম্পদ, শান্তি, সাফল্য ধ্বংস হওয়া ও নিজে এর মালিক হওয়ার কামনাকে হিংসা বলে।

প্রশ্ন ॥ ৫০ ॥ কার গুনাহ মাফ হয় না?

উত্তর : অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীর গুনাহ মাফ হয় না।

প্রশ্ন ॥ ৫১ ॥ কে হিংসুক হতে পারে না?

উত্তর : প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কখনোই হিংসুক হতে পারে না।

প্রশ্ন ॥ ৫২ ॥ ইসলামের দৃষ্টিতে কোন বিষয় হত্যার চেয়েও জঘন্য?

উত্তর : ইসলামের দৃষ্টিতে ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য।

প্রশ্ন ॥ ৫৩ ॥ কী কারণে সমাজ উন্নতি করতে পারে না?

উত্তর : সমাজ ফিতনা–ফাসাদে আচ্ছন্ন থাকলে উন্নতি করতে পারে না।

প্রশ্ন ॥ ৫৪ ॥ মানবজীবনে ফিতনা–ফাসাদের পরিণতি কী?

উত্তর : মানবজীবনে ফিতনা–ফাসাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্রশ্ন ॥ ৫৫ ॥ ঘুষ সম্পর্কে মহানবি (স)–এর বাণী কী?

উত্তর : মহানবি (স) বলেছেন, 'ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ের উপরই আলৱাহর অভিসম্পাত।'

প্রশ্ন ॥ ৫৬ ॥ ঘুষদাতা ও ঘুষখোরের পরিণতি কী হবে?

উত্তর : ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়ই জাহান্নামি হবে।

প্রশ্ন ॥ ৫৭ ॥ সুদ ও ঘুষের লেনদেন কেমন?

উত্তর : সুদ ও ঘুষের লেনদেন অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

প্রশ্ন ॥ ৫৮ ॥ কাকে কোনো মানুষ ভালোবাসে না?

উত্তর : কর্মবিমুখ বেকারকে কোনো মানুষ ভালোবাসে না।

প্রশ্ন ॥ ৫৯ ॥ জাতির জন্য দুর্ভাগ্য কী?

উত্তর : কর্মবিমুখতা জাতির জন্য দুর্ভাগ্য, কলংকস্বরূ প।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ▼▼⬇

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ইসলামে আখলাকে হামিদাহ অর্জনের প্রতি গুরবত্বারোপ করা হয়েছে কেন?

উত্তর : বস্তুত আখলাকে হামিদাহ বা সচ্চরিত্র আলৱাহ তায়ালার এক বিশেষ নিয়ামত। দুনিয়ায় আগত সকল নবি–রাসুলই উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মানবিকতা ও নৈতিকতার আদর্শ আখলাকে হামিদাহ বা সচ্চরিত্রের মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। আখলাকে হামিদাহ বা সচ্চরিত্রের মাধ্যমে ইসলামের যাবতীয় সৌন্দর্য ফুটে ওঠে বলে ইসলামে এটির বিশেষভাবে গুরবত্বারোপ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ নৈতিকজীবনে তাকওয়ার গুরবত্ব বিশেৱষণ কর।

উত্তর : নৈতিক জীবনে তাকওয়ার গুরবত্ব অপরিসীম। তাকওয়া মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলে। ফলে মুত্তাকিগণ সৎ ও সুন্দর গুণ অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হয়। অন্যদিকে যার মধ্যে তাকওয়া নেই, সে নিষ্ঠাবান ও সৎকর্মশীল হতে পারে না। সে নানা অন্যায়–অত্যাচারে লিপ্ত থাকে। নৈতিক ও মানবিক আদর্শের পরোয়া করে না। ফলে তার দ্বারা সমাজে অনৈতিকতা ও অপরাধের প্রসার ঘটে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কারও সাথে ওয়াদা দিলে কী করতে হবে? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : কাউকে কোনো কথা দিলে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে, প্রতিশ্রবতি দিলে তা রৰা করতে হবে। প্রতিজ্ঞা করলে বা চুক্তি সম্পাদন করলে তা পূর্ণ করতে হবে। তাহলে আলৱাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন। দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি–সফলতা লাভ করা যাবে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ মানবজীবনে সত্যবাদিতার প্রভাব বিশেৱষণ কর।

উত্তর : মানবজীবনে সত্যবাদিতার প্রভাব সীমাহীন। সত্যবাদিতা মানুষকে নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। পাপ ও অশালীন কাজ থেকে রৰা করে। সত্যবাদী ব্যক্তি কোনোরূ প অন্যায় ও অত্যাচার করতে পারে না।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ শালীনতার গুরবত্ব সংৰেপে লেখ।

উত্তর : শালীনতার গুরবত্ব অপরিসীম। পোশাক–পরিচ্ছদ ও চলাফেরায় শালীনতার অভাব অনেক সময় সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটায়। ইভটিজিং, ব্যভিচার ইত্যাদির জন্ম দেয়। এজন্য ইসলামে নারী–পুরবষ উভয়কে পর্দা রৰা ও শালীনতা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আলৱাহ তায়ালা বলেছেন, আর তোমরা (নারীরা) নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলি যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।' (সূরা আল–আহযাব, আয়াত ৩৩)

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ মহানবি (স)–এর আমানতদারিতা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আমাদের প্রিয়নবি (স) ছিলেন আমানতদারির মূর্তপ্রতীক। ঘোর শত্রবরাও তাঁকে আমানতদার হিসেবে জানত। তাঁর নিকট তাদের মূল্যবান ধন–সম্পদ আমানত রাখত। তাঁকে তারা আল–আমিন বা বিশ্বাসী তথা আমানতদার নামে ডাকত। রাসুলুলৱাহ (স) সারাজীবন আমানত রৰা করে গেছেন। এমনকি হিজরতের সময় মক্কার কাফিররা যখন তাঁকে হত্যা করতে বের হয় তখনও তিনি আমানতের কথা ভোলেননি। তিনি তাদের গচ্ছিত সম্পদ প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মানুষকে কী শিখায়?

উত্তর : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মানুষের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ঘটায়। মানুষ একে অন্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখে। বিভিন্ন ধর্মের, জাতির ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে বসবাসের ফলে দেশীয় সভ্যতাও উন্নততর হয়। সকলের প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতি উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। পৰান্তরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে দেশে মারামারি–হানাহানির সূত্রপাত ঘটে। অনেক সময় গৃহযুদ্ধও শুরব হয়। নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেও মানুষ কুণ্ঠিত হয় না। বস্তুত দেশের শান্তি ও উন্নতির জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অপরিহার্য উপাদান।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয় কেন?

উত্তর : ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনুপস্থিতিতে দেশে শান্তি–শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, জাতির উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়, এমনকি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ স্বদেশপ্রেমের উপায় লেখ।

উত্তর : স্বদেশপ্রেম বা দেশের প্রতি ভালোবাসা অনুভূতির বিষয়। এটি দেখা যায় না। নিজের কাজ ও সেবার দ্বারা এ ভালোবাসা প্রকাশ করতে হয়। দেশের স্বার্থে কাজ করার দ্বারা দেশপ্রেম প্রমাণিত হয়। দেশের স্বাধীনতা রৰার কাজ করা, জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখা, দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে কাউকে সাহায্য না করা, দেশের সম্পদের রৰণাবেৰণ করা, দেশের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করা ইত্যাদি দ্বারা দেশকে ভালোবাসা যায়। দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করা দেশপ্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ মুমিন ব্যক্তি কীভাবে তার কর্তব্য পালন করেন?

উত্তর : মুমিন ব্যক্তি তার সকল কর্তব্য সম্পাদন করেন। আলৱাহ তায়ালার ইবাদত করার পাশাপাশি তিনি বাস্তবজীবনের সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন। আলৱাহ তায়ালা তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, 'তারা

কর্তব্য পালন করে এবং সে দিনের ভয় করে যে দিনের অনিষ্ট হবে ব্যাপক।' (সূরা আদ–দাহর, আয়াত ৭)

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ পানি ও বায়ু পরিষ্কার রাখার উপায় বর্ণনা কর।

উত্তর : পানি ও বায়ু পরিবেশের অন্যতম উপাদান। এ দুটো মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ। তাই পানি ও বায়ু সবসময় পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। পানিতে ময়লা–আবর্জনা ফেলা যাবে না। পানিতে মলমূত্র ত্যাগ করা ঠিক নয়। আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় মলত্যাগ করব। এতে আমাদের বায়ুও দুর্গন্ধযুক্ত হবে না।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ফযিল লেখ।

উত্তর : সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করা অত্যন্ত মহৎ কাজ। এ মহৎ কাজ যারা সম্পাদন করবেন আলরাহ তায়ালা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করবেন। পবিত্র কুরআনে সৎকাজের আদেশদানকারী এবং অসৎকাজে নিষেধকারীকে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উলেরখ কর।

উত্তর : আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দেহ ও অন্তরের সমন্বয়ে মানুষ গঠিত। মানুষের অন্তর যেরূ প নির্দেশনা প্রদান করে দেহের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ তদ্রূ পই কাজ করে থাকে। সুতরাং মানুষের কাজকর্মের শুদ্ধতার জন্য প্রথমেই কালবের সংশোধন প্রয়োজন। আর কালবের সংশোধনই হলো আত্মশুদ্ধি। কালব যদি সৎ ও ভালো কাজের নির্দেশ দেয় তবে দেহও ভালো কাজ করে। একটি হাদিসে মহানবি (স) সুন্দরভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, জেনে রেখ! শরীরের মধ্যে একটি গোশতপিণ্ড রয়েছে, যদি তা সংশোধিত হয়ে যায়, তবে গোটা শরীরই সংশোধিত হয়। আর যদি তা কলুষিত হয়, তবে গোটা শরীরই কলুষিত হয়ে যায়। মনে রেখ তা হলো কালব বা অন্তর। (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং বলা যায়, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ মন্দ স্বভাবের মানুষের পরিণতি উলেরখ কর।

উত্তর : মন্দ চরিত্রের মানুষ সমাজে ঘৃণার পাত্র। কেউ তাকে ভালোবাসে না, বিশ্বাস করে না। সকলেই তাকে ঘৃণা করে, এড়িয়ে চলে। তার বিপদাপদেও কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। তাছাড়া মন্দ স্বভাব মানুষকে পরকালীন জীবনে শোচনীয় পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। চরিত্রহীন ব্যক্তি সকল প্রকার পাপাচারে লিপ্ত থাকে। সে আলরাহ তায়ালার অবাধ্য হয়। তাই আলরাহ তায়ালা তাকে ভালোবাসেন না। কিয়ামতের দিন আলরাহ তায়ালা এরূ প ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ প্রতারণার পরিচয় দাও।

উত্তর : প্রতারণা অর্থ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, ধোঁকা দেওয়া, বিশ্বাস ভঙ্গ করা। এটি মিথ্যাচারের একটি বিশেষ রূ প। ইসলামি পরিভাষায়, প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ফাঁকি বা ধোঁকার ওপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলা হয়। প্রতারণার মাধ্যমে অন্যকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ মহানবি (স) গিবত সম্পর্কে কী বলেছেন? বর্ণনা কর।

উত্তর : একটি হাদিসে মহানবি (স) সুন্দরভাবে গিবতের পরিচয় বর্ণনা করেছেন। একদা নবি (স) বললেন, তোমরা কি জান গিবত কি? সাহাবিগণ বললেন, আলরাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। রাসুল (স) বললেন, গিবত হলো–তুমি তোমার ভাইয়ের এমনভাবে আলোচনা করবে যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়। অতঃপর রাসুলুলরাহ (স)–কে বলা হলো, আমি যা বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেবেত্রেও কি তা গিবত হবে? উত্তরে রাসুলুলরাহ (স) বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তবে তা গিবত হবে। আর যদি তা তার মধ্যে না পাওয়া যায় তবে তা হবে অপবাদ। (মুসলিম)

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ হিংসার কুফল বর্ণনা কর।

উত্তর : হিংসা–বিদ্বেষ জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও উন্নতির পথে অন্তরায়। এর ফলে জাতির মধ্যে বিভেদ–বৈষম্য দেখা দেয়, শত্রবতা বৃদ্ধি পায়। এতে মুসলিম জাতির ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়। রাসুলুলরাহ (স) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মুণ্ডনকারী (ধ্বংসকারী) রোগ–ঘৃণা ও হিংসা তোমাদের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। আমি চুল মুণ্ডনের কথা বলছি না, বরং তা হলো দীনের মুণ্ডনকারী। (তিরমিযি)

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ সমাজে ফিতনা–ফাসাদের কুফল বর্ণনা কর।

উত্তর : যে সমাজে ফিতনা–ফাসাদ প্রসার লাভ করে সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না। সমাজের ঐক্য–সংহতি বিনষ্ট হয়। এরূ প সমাজে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপাত্তা থাকে না। মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে না। শিৰাদীৰা, ব্যবসা–বাণিজ্য, লেনদেন ও সামাজিক আচার–অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় না। ফিতনা–ফাসাদ সমাজে ভয়ভীতি ও আতঙ্কের জন্ম দেয়। আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ে। এককথায়, ফিতনা–ফাসাদের ফলে সমাজে ও দেশে অরাজকতা দেখা দেয়। শান্তি ও উন্নতির পথ রবদ্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীর পরিণতি উলেরখ কর।

উত্তর : পরকালে সুদ ও ঘুষের লেনদেনকারীর স্থান হবে জাহান্নাম। কিয়ামতের দিন তারা মহাশাস্তির সম্মুখীন হবে। সুদখোরদের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আলরাহ তায়ালা বলেন, যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান হবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে তারা বলে, 'বেচাকেনা তো সুদের মতোই'। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫)

ঘুষখোরদের পরিণতি প্রসঙ্গে রাসুলুলরাহ (স) বলেন,

اَلرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ

অর্থ : ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়ই জাহান্নামি। (তাবারানি)

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ কর্মবিমুখতার কুফল বলতে কী বোঝ?

উত্তর : কর্মবিমুখতার ফলে মানুষের মেধা, শক্তি ও সময়ের অপচয় হয়। কর্মবিমুখ বেকারকে কেউ ভালোবাসে না। কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার সম্পর্ক করতে চায় না। কর্মবিমুখ মানুষের আত্মসম্মানবোধ লোপ পায়। অন্যের অর্থে জীবনযাপন করার মানসিকতা তৈরি হয়। এতে মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে। অনেক সময় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।